মাসিক আত-তাহরীক

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না সকলকেই সম্পদ দান করেন। কিন্তু তিনি ঈমান দান করেন কেবল তাদেরকে, যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৭৫; ছহীহাহ হা/২৭১৪)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৬তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

মে ২০২৩

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة وأدبيـــة
جلد : ٢٦، عدد : ٨، شوال وذوالقعدة ١٤٤٤هـ/ مايو ٢٠٢٣م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : বাদশাহ সালমান মসজিদ, মালে, মালদ্বীপ।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

ডা. তামান্না তাসনীম
এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	চেম্বার ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	চেম্বার রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪। সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।	লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮। দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।	শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬। বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

যাকাত ও ছাদাক্বা
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সদ্য প্রকাশিত বই
অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়
- যাকাত ও ছাদাক্বা
- যাকাত না দেওয়ার পরিণতি
- কোন কোন সম্পদে যাকাত ফরয
- যাকাত বণ্টনের খাত সমূহ
- যাকাত কাদের জন্য নিষিদ্ধ
- যাকাত ও ছাদাক্বা কবুলের শর্ত
- ছাদাক্বার কল্যাণকারিতা
- বিভিন্ন প্রকার ছাদাক্বা

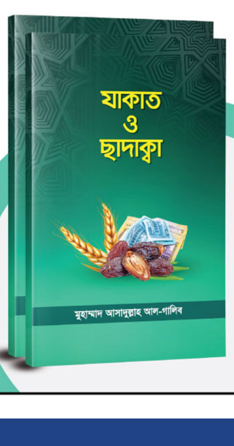

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ ১৪৪৪ হি.
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বাং
মে ২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন *(৪র্থ কিস্তি)* *-মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ* ০৩
  - রামাযানের প্রভাব কিভাবে ধরে রাখব? *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ০৭
  - দো'আয় ভুল-ভ্রান্তি ও তা কবুলে দেরী হ'লে করণীয় *-আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ১৫
  - হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা *(৩য় কিস্তি)* *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ২০
  - ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণতি *(২য় কিস্তি)* *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ২৪
  - আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন *(৪র্থ কিস্তি)* *-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী* ২৮
  - এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩১
- **ভ্রমণ স্মৃতি :**
  - মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৩৩
- **চিকিৎসা জগৎ :**
  - গরমে শরীর চাঙ্গা ও ফুরফুরে রাখে যেসব খাবার ৩৭
- **ক্ষেত-খামার :**
  - শখের বশে এলাচ চাষ করে সফল চট্টগ্রামের শরীফ ও যশোরের নযরুল ইসলাম ৩৮
- **কবিতা :** ৩৯
  - তাহাজ্জুদ
  - পাবে নাজাত
  - ইসলামের জয় হবে
  - আত-তাহরীক
  - এ পথেই জান্নাত
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০
- **মুসলিম জাহান** ৪১
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মে ২০২৩ | সম্পাদকীয় | ২৬তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

ক্বিয়ামতের গুজব ও বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ড

সম্প্রতি হঠাৎ কিছু বক্তাদের মাধ্যমে গুজব রটল এ বছরের ১৫ই রামাযান শুক্রবার ক্বিয়ামত হবে। সেদিন আকাশে বিকট আওয়ায হবে। তাতে বহু লোক মারা যাবে, অন্ধ হবে, বধির হবে' ইত্যাদি। তারা প্রমাণ উপস্থাপনের সময় বললেন, 'হয়তো হাদীছ হিসাবে সনদটি ছহীহ নাও হ'তে পারে, কিন্তু ইবনু মাসঊদের বক্তব্য হিসাবে অবশ্যই এটি ছহীহ'। অতঃপর তারা ১৫ই রামাযান শুক্রবারে আকাশে বিকট আওয়ায হবে মর্মে 'জাল' হাদীছটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন এমনভাবে যেন হাদীছটি অবশ্যই ছহীহ।

বস্তুত উক্ত মর্মের 'জাল' হাদীছগুলি হ'ল সিলসিলা যঈফাহ হাদীছ নং ৬১৭৮-৬১৭৯ ও ৬৪৭১। প্রশ্ন হ'ল, পবিত্র রামাযান মাসে এসকল জাল হাদীছ ও উদ্ভট কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য কি? এর দ্বারা ইসলাম বিরোধীদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে কিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে? অথচ উচিৎ ছিল ইসলামের অভ্রান্ত বাণী সমূহ প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকা এবং পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা। জানা আবশ্যক যে, ক্বিয়ামতের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে গায়েবী বিষয়। যা আল্লাহ্‌র হুকুমে হঠাৎ করে এসে যাবে। পবিত্র কুরআনে 'বাগতাতান' বা হঠাৎ করে ক্বিয়ামত আসার বিষয়টি ১৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনটাই হ'ল ক্বিয়ামতের প্রধান আলামত। তাঁর জীবদ্দশাতেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। অতঃপর ক্বিয়ামতের পূর্বে ৩০ জন ভণ্ডনবীর আগমন ঘটবে বলে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬)*। যাদের মধ্যে তাঁর জীবদ্দশাতেই দু'জন ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এছাড়া তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ হ'ল ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে, ব্যভিচার ও মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ও নারীর সংখ্যা বেশী হবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৪৩৭)*। 'আমানত বিনষ্ট হবে ও অযোগ্য ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে' *(বুখারী হা/৬৪৯৬; মিশকাত হা/৫৪৩৯)*। 'সম্পদ বৃদ্ধি পাবে ও প্রবহমান হবে। এমনকি যাকাত নেওয়ার মত কোন হকদার খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরব দেশ সমূহ শস্য-শ্যামল ও নদী-নালায় পরিবর্তিত হবে' *(মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪৪০)*। এছাড়াও রয়েছে ১০টি নিদর্শনের মধ্যে ইমাম মাহদীর আগমন ও পৃথিবীব্যাপী ৭ বছর ন্যায়ের শাসন কায়েম, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ইত্যাদি *(থিসিস ১০৬ পৃ.)*।

উপরে বর্ণিত নিদর্শন সমূহের কিছু কিছু নমুনা আমাদের যুগেই শুরু হয়েছে। এযুগে ডিগ্রীধারী বেড়েছে। কিন্তু যোগ্য ও বিচক্ষণ আলেম কয়জন আছেন? দেশে ও সমাজে যোগ্য নেতা কোথায়? আমানতের খেয়ানতের রিপোর্ট প্রায়ই পত্রিকায় শিরোনাম হচ্ছে। যেমন গত ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম হ'ল, 'নদী খননে সাগর চুরি ১৩৮ কোটি টাকা লোপাট'। ১৫৫ কি.মি. নদী খনন প্রকল্পের কোন কাজ না করেই সব টাকা গায়েব *(দৈনিক ইনকিলাব)*।

ইতিপূর্বে ২০০০ সালের ৫ই মে ক্বিয়ামত হওয়ার গুজব রটানো হয়েছিল। তাছাড়া মাঝে-মধ্যেই ইমাম মাহদীর আগমনের খবর রটানো হয়। অথচ এসব গুজব যারা ছড়ান ও যারা এতে আতংকিত হন, তাদের বড় কর্তব্য ছিল অধিকহারে মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং মৃত্যুপরবর্তী পাথেয় হাছিলে সচেষ্ট হওয়া।

বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ড : গত ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার দেশের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি ও খুচরা পোশাকের মার্কেট ঢাকার বঙ্গবাজারে স্মরণকালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। যাতে মার্কেটটির প্রায় সাড়ে পাঁচ হাযার দোকানের সবই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঈদকে কেন্দ্র করে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক ব্যবসায়ী নানাভাবে ঋণ নিয়ে দোকানে মালামাল মওজুদ করেছিলেন। তারা এখন নিঃস্ব ও সম্বলহারা। এমতাবস্থায় তাদের ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা করা যরূরী। তাদের অনেকে ঋণের টাকা, পাওনা টাকা ও সংসার নিয়ে পাগলপারা। তাদের বাকি টাকার খাতা তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছে দেশের যে সকল ব্যবসায়ীর বকেয়া লেনদেন আছে, তারা নিজ নিজ দায়িত্বে তা পরিশোধ করুন। তাতে সর্বস্বহারা ব্যবসায়ীদের কিছুটা কষ্ট লাঘব হবে। লিখিত প্রমাণ বড় নয়। বরং আল্লাহ্‌র নিকটে জবাবদিহিটাই বড় কথা। অতএব আল্লাহকে ভয় করুন এবং ব্যবসায়ীদের পাওনা সঠিকভাবে দিয়ে দিন।

সর্বোপরি এই অবস্থায় কোনরূপ রাজনীতি কাম্য নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে বঙ্গবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেছেন। এর পাশাপাশি আমাদের সবাইকেই এসব নিঃস্ব মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। কেন যেন ঢাকার প্রসিদ্ধ মার্কেটগুলিতে অগ্নিকাণ্ড প্রায় স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। গত ৭ই মার্চ মঙ্গলবার ছিদ্দীক বাজারে ৭তলা ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং তাতে ২২ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। প্রায় একই সময়ে রাজধানীর গুলিস্তান, ওয়ারী, মহাখালীর সাততলা বস্তি, নবাবপুর, নিউ সুপার মার্কেটে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া গত ১৫ বছরে বহু অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। প্রায় সবগুলি অগ্নিকাণ্ডের মূলে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল সতর্কতার অভাব। অতএব মার্কেট মালিকদের যথাযথ তদারকি ও ফায়ার ব্রিগেডের তাৎক্ষণিক ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে উত্তম বদলা কামনায় তাদেরকে ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন *(স.স.)*।

বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন

-মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৪র্থ কিস্তি)

মুসলিমদের পাহারা নিয়ে আব্বাদ বিন বিশর (রাঃ)-এর কাহিনী :

আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে নাজদের দিকে যুদ্ধযাত্রা করেছিলাম।* আমরা মুশরিকদের বাড়ি-ঘর থেকে একটি বাড়ি ঘেরাও করি। সেখানে আমাদের হাতে একজন পুরুষের স্ত্রী বন্দী হয়। তার স্বামী তখন গৃহে ছিল না। সে বাড়ি ফিরে এলে স্ত্রীর বন্দী হওয়ার কথা তাকে জানানো হয়। সে তখন শপথ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে রক্তপাত না ঘটিয়ে সে বাড়ি ফিরে যাবে না। এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (মদীনার পানে) ফিরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক গিরিপথে ডেরা ফেলেন এবং বলেন, مَنْ رَجُلاَنِ يَكْلَآنَا فِى لَيْلَتِنَا هَذِهِ مِنْ عَدُوِّنَا 'কে সে দু'জন, যারা এই রাতে শত্রুর হানা থেকে আমাদেরকে পাহারা দিবে?'

তখন মুহাজিরদের থেকে একজন (আম্মার বিন ইয়াসির) এবং আনছারদের থেকে একজন (আব্বাদ বিন বিশর) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে পাহারা দিব। বর্ণনাকারী বলেন, তারা দু'জন তখন সেনাদলকে পিছনে রেখে গিরিপথের মুখে অবস্থান নিলেন। এ সময় আনছার ছাহাবী মুহাজির ছাহাবীকে বললেন, আপনি কি আমাকে রাতের প্রথমাংশে (ঘুমানোর) সুযোগ দিবেন এবং আমি আপনাকে রাতের শেষাংশে সুযোগ দিব। নাকি আপনি আমাকে রাতের শেষাংশে সুযোগ দিবেন এবং আমি আপনাকে রাতের প্রথমাংশে সুযোগ দিব? মুহাজির ছাহাবী বললেন, আপনি বরং আমাকে রাতের প্রথমাংশে (ঘুমানর) সুযোগ দিন এবং আমি আপনাকে রাতের শেষাংশে সুযোগ দিব। অতঃপর মুহাজির ছাহাবী ঘুমিয়ে গেলেন এবং আনছার ছাহাবী ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি কুরআনের একটি সূরা শুরু করলেন। তার সূরা পাঠরত অবস্থায় সেই মহিলার স্বামী এসে হাযির হ'ল। সে যখন লোকটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তখন বুঝতে পারল ইনি সেনাদলের নিরাপত্তা রক্ষী। সে তাকে লক্ষ্য করে একটা তীর তুলে নিল। তীরটা তার দেহে গিয়ে বিঁধল, কিন্তু তিনি তখনও দাঁড়িয়ে ছালাতে যে সূরা পড়ছিলেন তা পড়ে চলেছেন। সূরা পাঠে ছেদ ঘটার আশঙ্কায় তিনি একটুও নড়াচড়া করলেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, মহিলার স্বামী পুনরায় আরেকটা তীর নিয়ে তার দেহে বিদ্ধ করল। তিনি ছালাতে দাঁড়ানো অবস্থাতেই সেটা খুলে রেখে দিলেন এবং সূরা পাঠে ছেদ ঘটার আশঙ্কায় একটুও নড়াচড়া করলেন না। মহিলার স্বামী তৃতীয় বার আরেকটা তীর নিয়ে তার দেহে বিদ্ধ করল। তিনি ছালাতে দাঁড়ানো অবস্থাতেই সেটা খুলে রেখে দিলেন। তারপর তিনি রুকূ-সিজদা করে ছালাত শেষে তার সঙ্গীকে বললেন, ওঠো, আমি আহত হয়েছি। মুহাজির ছাহাবী উঠে বসলেন। মহিলার স্বামী যখন দু'জনকে দেখতে পেল তখন সে পালিয়ে গেল এবং বুঝতে পারল যে, তারা টের পেয়ে যাবে। ইতিমধ্যে মহিলার স্বামীর তীর বর্ষণের ফলে আনছার ছাহাবীর আহত স্থান থেকে তীব্র বেগে রক্তক্ষরণ হ'তে লাগল। তখন তার মুহাজির ভাই তাকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তীরের প্রথম আঘাতেই আমাকে তুমি জানালে না কেন? তিনি বললেন, আমি কুরআনের একটা সূরা পড়া শুরু করেছিলাম, যা দিয়ে আমি ছালাত আদায় করছিলাম। সেই সূরা তেলাওয়াত বন্ধ করে দেওয়া আমার পসন্দ হয়নি, (তাই আমি তোমাকে জানাইনি)। ايْمُ اللهِ لَوْلاَ أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْراً أَمَرَنِى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِهِ لَقَطَعَ نَفْسِى قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا 'আল্লাহ্র কসম! যে ঘাঁটি পাহারা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে আদেশ দিয়েছেন তা আমার হাত দিয়ে ধ্বংস হওয়ার ভয় যদি আমি না করতাম তাহ'লে সূরা তেলাওয়াত বন্ধের আগে আমার জীবন বায়ু নির্বাপিত হওয়া নিয়ে আমি কোন পরোয়া করতাম না'।[১]

৫. মসজিদ নির্মাণ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ- 'আল্লাহ্র মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(তওবা ৯/১৮)*।

ওছমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র (চেহারা/সান্নিধ্য) তথা সন্তুষ্টি অন্বেষণার্থে একটি মসজিদ বানাবে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য অনুরূপ একটি গৃহ তৈরি করবেন'।[২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلْحَقُهُ

---

* এটি ছিল যাতুর রিকা যুদ্ধ। বেদুঈন কিছু গোত্রের অতর্কিতে মদীনা আক্রমণের খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ অভিযানে গিয়েছিলেন।

১. *আহমাদ হা/১৪৪৫১; আবুদাউদ হা/১৯৮।*

২. *বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩।*

–مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ 'মুমিনের মৃত্যুর পরে তার আমল ও পুণ্য থেকে যা তার সঙ্গে যুক্ত হয় তন্মধ্যে রয়েছে: (১) ঐ ইলম বা বিদ্যা, যা সে অন্যদের শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে, (২) নেক সন্তান যাকে সে ছেড়ে এসেছে, (৩) মুছহাফ বা কুরআন কারীম যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে এসেছে, (৪) যে মসজিদ সে নির্মাণ করেছে, অথবা (৫) মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা সে বানিয়েছে, অথবা (৬) পানি সরবরাহের জন্য যে নহর বা খাল সে খনন করেছে, অথবা (৭) তার জীবদ্দশায় ও সুস্থ অবস্থায় তার অর্থ-সম্পদ থেকে যে দান সে করেছে, তা সবই তার মৃত্যুর পরেও তার সাথে যুক্ত হবে'।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং মসজিদে নববী নির্মাণে ছাহাবীদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম, আর আম্মার দু'টি দু'টি করে বহন করছিলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার গা থেকে ধুলি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন, وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ– 'আহ আম্মার! তাকে একটা বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদের জান্নাতের দিকে ডাকবে, আর তারা তাকে ডাকবে জাহান্নামের দিকে। বর্ণনাকারী বলেন, আম্মার তখন বলছিলেন, আমি ফিৎনা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইছি'।[৪]

৬. নছীহত বা কল্যাণ কামনা :

তামীম দারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الدِّينُ النَّصِيحَةُ 'দ্বীন হ'ল নছীহত বা কল্যাণ কামনা। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ– 'আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম শাসকদের জন্য এবং আম মুসলমানের জন্য'।[৫]

ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি দ্বীনের এক-চতুর্থাংশ'।[৬] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এই হাদীছটি অনেক বড় মর্যাদাপূর্ণ এবং এটির উপরই ইসলামের ভিত্তি; অনেক আলেমের মতে, এ হাদীছ ইসলামের এক-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ সেই চার হাদীছের একটি যাতে ইসলামের যাবতীয় বিষয় শামিল রয়েছে, তাদের কথাগুলো সঠিক নয়, বরং এই একটিমাত্র হাদীছের উপরই ইসলামের ভিত্তি। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত'।[৭]

আল্লাহ্র জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ আল্লাহকে তাঁর প্রাপ্য যথাযোগ্য গুণে গুণান্বিত করা, প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বতোভাবে আল্লাহ্র সমীপে নত থাকা, তাঁর আনুগত্যমূলক কাজের মাধ্যমে তাঁর ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হওয়া, তাঁর ক্রোধে পতিত হওয়ার ভয়ে তাঁর নাফরমানি থেকে বাঁচা, পাপীদেরকে তাঁর দিকে ফেরাতে প্রাণান্ত জিহাদ করা।

আল্লাহ্র কিতাবের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ আল্লাহ্র কিতাব শেখা, অন্যদের শিখানো, মুখে উচ্চারণকালে হরফসমূহ তাজবীদের নিয়ম মেনে পড়া, লেখার সময়ে যথানিয়মে লেখা, অর্থ বুঝা, তার সীমা হেফাযত করা, তার বিষয়বস্তু অনুসারে আমল করা, বাতিলপন্থীদের হাতে কুরআনের রদ-বদল রোধে ভূমিকা রাখা।

আল্লাহ্র রাসূলের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ আল্লাহ্র রাসূলকে সম্মান করা, জীবনে-মরণে তাঁকে সাহায্য করা, শেখা এবং অন্যদের শিখানোর মাধ্যমে তাঁর সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করা, তাঁর কথা ও কাজ মেনে চলা, তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের মহব্বত করা।

মুসলিম শাসকদের কল্যাণ কামনার অর্থ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাদেরকে সাহায্য করা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তাদের সতর্ক করা, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা, তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা, তাদের প্রতি যারা ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ায় তাদের প্রতিবাদ করা এবং সম্ভব হ'লে আপোষে মিল করে দেওয়া। তাদের প্রতি সবচেয়ে বড় কল্যাণ করা হবে সুন্দরতম উপায়ে তাদেরকে যুলুম-অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখা।

আম মুসলমানের কল্যাণ কামনার অর্থ তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যা যা কল্যাণপ্রসূ সেসব বিষয়ে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, দ্বীনের যেসব বিষয়ে তারা অজ্ঞ সেসব বিষয় তাদের শিখিয়ে দেওয়া, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করা, তাদের দোষ গোপন রাখা, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা, তাদের জন্য যা অপকারী তা দমন করা এবং যা উপকারী তা যোগাড় করে দেওয়া, খুবই নম্রতা ও ইখলাছের সঙ্গে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, তাদের প্রতি দয়া ও করুণা করা, তাদের বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা, সদুপদেশের মাধ্যমে তাদের সাথে মিত্রতা বজায় রাখা, তাদের সাথে প্রতারণা-হিংসা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা, নিজের জন্য ভাল যা কিছু পসন্দনীয় তা তাদের জন্য ভালবাসা, নিজের জন্য যা কিছু অপসন্দনীয় তা তাদের জন্যও অপসন্দ করা, তাদের জান-মাল-ইয্যতের হেফাযত করা, উল্লেখিত নছীহতসমূহ যাতে তাদের চরিত্রে রূপায়িত হয় সেজন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং আনন্দিত চিত্তে তারা যেন ভাল কাজে আগুয়ান হয় সেজন্য তাদের উদ্দীপ্ত করা। সালাফদের মধ্যে অনেককে তো নছীহত করতে গিয়ে নিজের জাগতিক ক্ষতিও সইতে হয়েছে।

৭. মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া :

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ

৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৪২; ছহীহুত তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২৫৪।*
৪. *বুখারী হা/৪৪৭;আহমাদ হা/১১৮৭৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৬৫৩।*
৫. *মুসলিম হা/৫৫; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৪; মিশকাত হা/৪৯৬৬।*
৬. *ফাৎহুল বারী ১/১৩৮।*
৭. *নববী, শরহ মুসলিম ২/৩৭।*

نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، 'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/১১৪)*।

আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেন, লোকেরা যে গোপনে আলোচনা এবং বলাবলি করে তার অনেক কিছুতেই কোন খায়ের-বরকত নেই। হয়তো সেসব কথা আদতেই অনর্থক। যেমন- বৈধ গালগল্প করা; নয়তো তা খারাপ ও ক্ষতিকারক, যেমন- হারাম অশ্লীল কথাবার্তা, পরনিন্দা, গালি ইত্যাদি।

তারপর আল্লাহ তা'আলা ব্যতিক্রম হিসাবে বলেছেন, তবে যারা ছাদাক্বা করার আদেশ দেয়, যে ছাদাক্বা হ'তে পারে ধন-সম্পদ, হ'তে পারে বিদ্যা, হ'তে পারে অন্য যে কোন প্রকার উপকার, এমনকি তার মধ্যে ইবাদতে কাছেরাও (যে ইবাদতের ছওয়াব ও উপকার কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ) শামিল হ'তে পারে। যেমন- নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ- 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ ছাদাক্বা, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ ছাদাক্বা, প্রত্যেক তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) পাঠ ছাদাক্বা, প্রত্যেক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা ছাদাক্বা, সৎকাজের আদেশ দান ছাদাক্বা, অসৎকাজের নিষেধ ছাদাক্বা, এমনকি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলনও ছাদাক্বা'।[৮]

'অথবা সৎকাজের আদেশ দেয়' এখানে আয়াতে বর্ণিত 'মা'রূফ' অর্থ সৎ ও ভাল কাজ। শরী'আত ও বিবেকে যা কিছু ভাল বলে বিবেচিত তাই মা'রূফ। কুরআন সুন্নাহ্র কোন স্থানে যখন মা'রূফের আদেশের সাথে মুনকারের নিষেধ করার কথা উল্লেখ থাকবে না সেখানে মা'রূফের আদেশের সাথে মুনকারের নিষেধও অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা মুনকার পরিহারও মা'রূফের অন্তর্ভুক্ত। আর ভাল কাজ পরিপূর্ণ হয় না মন্দ কাজ ত্যাগ না করা পর্যন্ত। যে ভাল-মন্দ দু'টিই করে তাকে সৎলোক বলা যায় না। তবে যেখানে মা'রূফ ও মুনকার (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ নিষেধ) একই সাথে উল্লেখ থাকে সেখানে মা'রূফ বলতে অনুমোদিত কাজ এবং মুনকার বলতে নিষিদ্ধ কাজ বুঝায়।

মীমাংসা কেবল দুই দ্বন্দ্বমুখর বিবদমান পক্ষের মাঝে হয়ে থাকে। দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, বিবাদ, রাগারাগী যে কত বড় ক্ষতি ও মানুষে মানুষে কত দূরত্ব তৈরি করে তা বলে শেষ করা যায় না। এজন্যই শরী'আত প্রবর্তক মানুষের জান-মাল-ইয্যত কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মীমাংসার উপর জোর দিয়েছে। এমনকি ধর্মে ধর্মে সংঘাতের মীমাংসার বিষয়েও ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং (দ্বীনের ব্যাপারে) পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। তিনি আরো বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ- 'যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ'লে তোমরা ঐ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে দল সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের (সন্ধির) দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালবাসেন' *(হুজুরাত ৪৯/৯)*।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'মীমাংসাই উত্তম *(নিসা ৪/১২৮)*। সংঘাতের মুখোমুখি লোকেদের মাঝে মীমাংসার জন্য যে ব্যক্তি দৌড়-ঝাঁপ ও চেষ্টা করে সে ছালাত আদায়কারী, ছিয়াম পালনকারী ও ছাদাক্বাদাতা থেকে উত্তম।

মীমাংসাকারীর চেষ্টা-সাধনা ও কর্মকাণ্ড আল্লাহ তা'আলা ঠিকঠাক করে দেন। পক্ষান্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কর্মকাণ্ডকে আল্লাহ তা'আলা সংশোধন করেন না এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও পূরণ হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'তে দেন না' *(ইউনুস ১০/৮১)*।

এ সকল জিনিস যেখানে যেভাবেই করা হোক তা হবে কল্যাণকর। যেমনটা আয়াতে উল্লেখিত ব্যতিক্রম থেকে পরিস্কার বুঝা যায়। কারণ এ কাজগুলো সঞ্চারণশীল কল্যাণবাহী। তবে ছওয়াবের পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতা নির্ভর করে আমলকারীর নিয়তের উপর। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/১১৪)*।[৯]

৮. মুসলিম হা/১০০৯; আহমাদ হা/২১৫১১; মিশকাত হা/১৮৯৮।

৯. তায়সীরুল কারীমির রহমান, পৃ. ২০২।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,-إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ‘নিশ্চয়ই দু’পক্ষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা’।[১০]

আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ- ‘আমি কি তোমাদেরকে ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বার থেকেও শ্রেষ্ঠ আমলের সন্ধান দিব না? তারা বললেন, কেন নয়, অবশ্যই দিবেন। তিনি বললেন, দু’পক্ষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া’।[১১]

সন্দেহ নেই যে, ছিয়াম ও ছালাতের মর্যাদা অনেক উঁচুতে। এ দু’টি ইসলামের স্তম্ভ। এখানে নফল ছালাত ও ছিয়ামকে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় নফল ছালাত ও ছিয়াম থেকে দু’পক্ষের মাঝে মীমাংসা করা উত্তম হবে। কেননা নফল ছালাত ও ছিয়ামের ছওয়াব ও কল্যাণ কেবল আমলকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে দু’পক্ষের মাঝে মীমাংসা করার উপকার ও কল্যাণ অন্যদের মাঝে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সময় পরস্পরের দ্বন্দ্ব মীমাংসায় ব্যয় করে সে ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম যে নফল ছালাত ও ছিয়ামে সময় ব্যয় করে।

৮. সুফারিশ ও মযলূমদের সাহায্য :

একজন মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের উপকার সাধন কিংবা ক্ষতি থেকে রক্ষায় মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে পারে। এটাই হচ্ছে স্বীয় পদমর্যাদা দিয়ে মুসলিমদের কল্যাণ সাধন। আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে যখন কোন ভিক্ষুক/প্রার্থী আসত অথবা তাঁর কাছে কোন প্রয়োজন পূরণের আবেদন করা হ’ত তখন তিনি বলতেন, اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ- ‘তোমরা সুফারিশ করো, তাতে তোমাদের ছওয়াব মিলবে। আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীর যবান দিয়ে সেই ফায়ছালা করিয়ে নেন যা তিনি চান’।[১২]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ অনুসারে বুঝা যায়, মুবাহ প্রয়োজনের যারা মুখাপেক্ষী তাদের জন্য সুফারিশ করা মুস্তাহাব। এ সুফারিশ চাই রাষ্ট্রপ্রধান, গভর্ণর কিংবা তাদের মতো কারো কাছে করা হোক, কিংবা অন্য যেকোন মানুষের কাছে করা হোক। রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে সুফারিশ যুলুম-অত্যাচার বন্ধের জন্য হোক, কিংবা লঘু কোন দণ্ড মওকূফের জন্য হোক, অথবা অভাবগ্রস্ত মানুষের ভাতা ছাড় ইত্যাদি কাজের জন্য হোক। তবে হদ্দ বা আল্লাহ্র নির্ধারিত দণ্ড মওকূফের জন্য সুফারিশ করা হারাম। তেমনি কোন বাতিল বিষয় কার্যকর করতে কিংবা কোন হক বা ন্যায়কে বাতিল করার মত কাজে সুফারিশ করা হারাম।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি (আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীর যবান দিয়ে সেই ফায়ছালা করিয়ে নেন যা তিনি চান) থেকে এ নির্দেশনা মেলে যে, সুফারিশের জন্য চেষ্টা-তদবিরকারীর চেষ্টা সফল হোক, কিংবা ব্যর্থ হোক তিনি উভয় অবস্থাতেই ছওয়াব পাবেন।[১৪]

নবী করীম (ছাঃ) মুসলিমদের উপকার ও কল্যাণার্থে নিজেও তাঁর পদমর্যাদা ব্যবহার করেছেন। তিনি তাদের জন্য সুফারিশ করতেন, এমনকি তাদের একান্ত নিজস্ব বিষয়েও। বারীরা (রাঃ)-কে যখন তার মনীব মুক্ত করে দেন তখন তিনি তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেন। তার স্বামী তখনও দাস ছিলেন। বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করায় তার স্বামী খুবই ব্যথিত হন। স্ত্রীকে তিনি যারপরনাই ভালবাসতেন। স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্য তিনি মদীনার রাস্তায় রাস্তায় তার পিছন পিছন কাঁদতে কাঁদতে হাঁটতেন। স্ত্রী যাতে ফিরে আসে সেজন্য তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কেও তার নিকট সুফারিশ করার জন্য ধরে বসেন। নবী করীম (ছাঃ)ও সুফারিশ করেন। তিনি বারীরাকে বলেন, لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ قَالَتْ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ- ‘তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে! সে তো তোমার সন্তানদের জনক। বারীরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি আমাকে হুকুম করছেন? তিনি বললেন, ‘না, আমি কেবল সুফারিশকারী’। বারীরা বললেন, তাকে আমার কোনই প্রয়োজন নেই’।[১৫]

[ক্রমশঃ]

১০. *মুসনাদে আব্দ বিন হুমাইদ হা/৩৩৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৩৯।*
১১. *আবুদাঊদ হা/৪৯১৯; তিরমিযী হা/২৫০৯; মিশকাত হা/৫০৩৮; ছহীহুল জামে‘ হা/২৫৯৫।*
১২. *বুখারী হা/৬০২৭; মুসলিম হা/২৬২৭; মিশকাত হা/৪৯৫৬।*
১৩. *নববী, শরহ মুসলিম ১৬/১৭৭।*
১৪. *ইবনু বাত্তাল, শরহ বুখারী, ৩/৪৩৪।*
১৫. *নাসাঈ হা/৫৪১৭; ইবনু মাজাহ হা/২০৭৫; দারেমী হা/২২৯২।*

মিছবাহুল উলূম মডেল মাদ্রাসা
খন্দকার বাড়ী, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

উক্ত মাদ্রাসার বালক ও বালিকা শাখার জন্য যরূরী ভিত্তিতে ২ জন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল আবশ্যক।

বেতন : আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/ফাযিল/স্নাতক। আবেদনকারীকে কোন প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ৩ বছর উক্ত পদে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৬১১-৬২১০০৭, ০১৯৬৮-৪১৬৩৮৫, ০১৭৫৫-৫৫৬০১৫।

রামাযানের প্রভাব কিভাবে ধরে রাখব?

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের মাস রামাযান। বছর ঘুরে মুমিনের জীবনে এ মাসের আগমন ঘটে তাক্বওয়া অর্জনের অনন্য সুযোগ হিসাবে। মুমিন ব্যক্তি তার রুগ্ন হৃদয়কে মাগফেরাত ও রহমতের স্বচ্ছ সলিলে পরিষ্কার করে নেয়। নেক আমলের পসরা দিয়ে ভরে নেয় আমলনামা। ছিয়াম, ক্বিয়াম, ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, দান-খয়রাত, তাসবীহ-তাহলীল সহ যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত হয় রামাযানের দিন-রাত। লাইলাতুল ক্বদরে হাযার মাসের ছওয়াব লাভের কোশেশও অব্যাহত থাকে। তবে ঈমান ও তাক্বওয়ার অনুপাতে বান্দার ইবাদতের তারতম্য হয়ে থাকে। যিনি যত বেশী পরহেযগার, তার ইবাদতের মাত্রা সেই অনুযায়ীই হয়ে থাকে। আর যিনি দুর্বল ঈমানের অধিকারী তার ইবাদতও তার ঈমান অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। কিন্তু একথা সত্য যে, আল্লাহ্র বিশেষ রহমতের কারণে অন্যান্য মাসের তুলনায় রামাযান মাসে মুসলিমগণ কয়েক গুণ বেশী ইবাদত করে থাকেন। কিন্তু রামাযানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ ওঠার সাথে সাথে অধিকাংশের হৃদয় থেকে রামাযানের অর্ধেক প্রভাব মুছে যায়। তারা পুনরায় রামাযান পূর্ববর্তী জীবনে ফিরে যান। ঈদের দিনেই গাফলতি ও অলসতার ঢেউ তাকে টেনে নিয়ে যায় অবাধ্যতার অতল গহ্বরে। রামাযানের পরে সেই গাফলতির মধ্যে নিজেদের না ডুবিয়ে রামাযানার প্রভাব মনের মুকুরে জাগিয়ে রাখতে হবে। আলোচ্য নিবন্ধে রামাযানের প্রভাব ধরে রাখার কতিপয় উপায় আলোকপাত করার চেষ্ট করা হবে ইনশাআল্লাহ।

রামাযানের প্রভাব বলতে কি বুঝায়?

রামাযান মূলতঃ তাক্বওয়া অর্জনের মাস। আল্লাহ্র বান্দারা এ মাসে বিবিধ ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন এবং সেই প্রশিক্ষণের আলোকে বাকী এগারো মাস শরী'আতের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে থাকেন। যিনি রামাযানের পরেও সেই প্রশিক্ষণের প্রভাব নিজের আমল-আখলাক্বে ধরে রাখতে সক্ষম হন, তিনিই সফলতার মাক্বছাদ মনযিলে পৌঁছাতে সক্ষম হন। আর যারা রামাযানের ইবাদতের প্রভাব ধরে রাখতে পারে না, তাদের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ যেই জীবনে ছিয়াম পালন করার পরেও হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য করার প্রচেষ্টা থাকে না, সেখানে রামাযানের কোন গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয় না। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) বলেন, لَيْسَ تَقْوَى اللهِ بِصِيَامِ النِّهَارِ، وَلَا بِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَالتَّخْلِيطِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ تَقْوَى اللهِ تَرْكُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللهُ، فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ إِلَى خَيْرٍ، 'দিনের বেলা ছিয়াম রাখা এবং রাতের বেলা ক্বিয়াম করার নাম তাক্বওয়া নয়। আবার ছিয়াম ও তাহাজ্জুদ এক সাথে আদায় করার নামও তাক্বওয়া নয়। বরং আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা বর্জন করা এবং যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন, তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করার নামই হ'ল প্রকৃত তাক্বওয়া। আর যাকে আরো নেক আমলের তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা তো সোনায় সোহাগা (ভালোর উপরে ভালো)।[১]

তাছাড়া রামাযানের ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম প্রধান আলামত হ'ল রামাযানের পরেও সেই বরকতময় মাসের আমল ও অভ্যাসগুলো ধরে রাখতে পারা। হাসান বাছরী (রহ.) বলেন, إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئةُ السيئةُ بعدها، فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة، ويصرفه عن المعصية، 'নেক আমলের প্রতিদান হ'ল সেই আমলের পরে আরেকটি ভালো আমল করতে পারা। আর পাপের পরিণাম হ'ল সেই পাপের পরে আরেকটি পাপ করে ফেলা। কারণ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে কবুল করে নেন, তখন তাকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক্ব দেন এবং তাকে পাপ থেকে দূরে রাখেন'।[২]

একবার বিশর আল-হাফী (রহঃ)-এর কাছে এসে এক ব্যক্তি বলল, أن قومًا يتعبدون في رمضان ويجتهدون في الأعمال فإذا انسلخ تركوا، 'কওমের কিছু লোক রামাযানে খুবই ইবাদত করে এবং নেক আমলে অনেক পরিশ্রম করে, কিন্তু রামাযান চলে গেলে তারা সেই ইবাদত ও আমল পরিত্যাগ করে'। তখন তিনি জবাবে বললেন, بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، 'সেই সম্প্রদায় কতই না নিকৃষ্ট, যারা শুধু রামাযান মাসেই আল্লাহকে চেনে'।[৩] অর্থাৎ যারা শুধু রামাযান মাসেই জোরে-শোরে ইবাদত করার প্রয়োজন অনুভব করে, আর বাকী মাসগুলোতে ইবাদত করা যরূরী মনে করে না। আবার আরেক শ্রেণীর লোক আছে, খোদ রামাযান মাসেও যাদের হৃদয় প্রভাবিত হয় না; বরং এ মাসকে তারা দুনিয়া ইনকামের মওসুম মনে করে থাকে। এদের জীবন দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত।

সুতরাং রামাযানের প্রভাব ধরে রাখার অর্থ হ'ল আল্লাহ্র নির্দেশিত এবং রাসূলুল্লাহ (ছা.) প্রদর্শিত পথে রামাযানের সময়গুলো ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করা এবং সেই ইবাদতের গতিধারা পরবর্তী জীবনেও ধরে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারা।

---

* *এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃ. ৩৫১।*
২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত, ১/২৯৯; আরশীফু মুলতাক্বা আহলিল হাদীছ, পৃ. ৩২১।*
৩. *আব্দুল আযীয সালমান, মিফতাহুল আফকার ২/৩৮৩।*

রামাযানের প্রভাব ধরে রাখতে না পারার কারণসমূহ :

মুসলিম জীবনের সকল আমল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল।[৪] নিয়ত বিশুদ্ধ না হ'লে আমল পরিশুদ্ধ হয় না। ফলে কোন ইবাদত অভ্যাস তাড়িত হয়ে বা সামাজিকতা রক্ষার জন্য করা হ'লেও তার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্র, সেহেতু এখানে সামাজিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে রামাযান মাসের একটা বিরাট প্রভাব পড়ে। ইসলামের ধর্মীয় উৎসব ঈদের প্রভাব তো আরো স্পষ্ট। কিছু ব্যতিক্রম পরিস্থিতি ছাড়া আমরা আমাদের চারপাশে, পরিবারে, হাট-বাজারে, কেনা-কাটায় একটা আমেজ অনুভব করি। ফলে আমরা আমাদের নিয়তটাকে পরিশুদ্ধ করতে পারি না। বরং চারপাশে সবাই ছিয়াম রাখছে, তাই রাখছি। রামাযানে তারাবীহ পড়তে হয়, তাই পড়ি। এটা কুরআন নাযিলের মাস, কুরআন পড়তে হয়, তাই পড়ি। এখানে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য থাকলেও, রেযামন্দি হাছিলের অনুভূতিটা খুব একটা শক্তিশালী থাকে না।

ধূমপায়ী ব্যক্তি ছিয়ামরত অবস্থাতে ধূমপান করে না, কিন্তু ইফতারের পরে আবার ঠিকই সিগারেটে সুখটান মারে। রামাযান মাসে গানের কনসার্ট করা হয় না; কিন্তু ঈদের দিনে গান-বাজনা করার সিদ্ধান্তটা রামাযান মাসেই নেওয়া হয়ে থাকে। অনেকে রামাযান মাসে বিভিন্ন খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকেন; কিন্তু ঈদের দিন থেকে আবার সেই বদভ্যাসে ফিরে যান। সূদখোর-ঘুষখোর রামাযান মাসে সূদ-ঘুষ না খেলেও রামাযানের পরে এই হারাম ইনকামের বাসনা ঠিকই মনের মধ্যে পুষে রাখে। যারা রামাযানকে কেন্দ্র করে মসজিদমুখী হয়, কুরআন হাতে নেয়, তাদের কর্মতৎপরতা ও মাইন্ড সেটাপ শুধু রামাযানকে ঘিরেই আবর্তিত থাকে। তাইতো রামাযান চলে গেলে মসজিদের সাথে তাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসে এবং সারা বছর কুরআনটা আর খুলে দেখা হয় না, হ'লেও কালেভদ্রে। রামাযানে যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা হয়, কুরআন তেলাওয়াত করা হয়- তা যে রামাযানের পরেও অব্যাহত রাখতে হবে- এই অনুভূতি ও ইচ্ছা শক্তি কয়জনের মধ্যে পাওয়া যায়? তাই তো দেখা যায় শাওয়ালের চাঁদ ওঠার পরে এশার জামা'আতে মুছল্লী খুঁজে পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি সারা মাস জামা'আতের সাথে ফজর ছালাত আদায় করেছে, ঈদের দিন তাকে আর মসজিদে পাওয়া যায় না। অথচ ঈদের জামা'আতে ঠিকই সেজেগুজে ফুলবাবু হয়ে ঈদগাহে উপস্থিত হয়। অথচ সে জানে- এই ঈদের জামা'আতের চেয়ে ফজরের ছালাতের গুরুত্ব হাযার গুণ বেশী।

আমাদের এই শোচনীয় অবস্থায় মূল কারণ হ'ল আমরা রামাযান মাসকে স্রেফ উৎসবের মাসে পরিণত করে ফেলেছি। রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছি। ছিয়াম সাধনার শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছি, ফলে পাপ থেকে পবিত্র হ'তে পারিনি। মূলতঃ রামাযানের ছিয়াম, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ও লাইলাতুল ক্বদরের মাধ্যমে পূর্বের সকল গুনাহ মাফের মূল শর্ত হ'ল দু'টি- ঈমান (إِيمَانًا) এবং নেকী লাভের প্রত্যাশা (احْتِسَابًا)।[৫] রামাযানের ইবাদত ঈমানের সাথে সম্পাদন করার অর্থ হ'ল বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে ইবাদত করা, পাপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা এবং হৃদয় থেকে রিয়া ও শ্রুতির শিকড় উপড়ে ফেলা।[৬] আর ইহতিসাবের অর্থ হ'ল মহান আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে প্রবল আগ্রহের সাথে আমল করা এবং তাঁর কাছে নেকী লাভের প্রত্যাশা করা।[৭] শায়খ ছালেহ আল-ওছায়মীন (রহ.) বলেন, 'সুন্দরভাবে আমল করার ব্যাপারে নেকী লাভের প্রত্যাশা করার একটি বড় প্রভাব রয়েছে। কেননা আপনি যেমন আমল করবেন, প্রতিদান সেরকমই দেওয়া হবে। যেমনভাবে কোন শ্রমিককে তার মজুরি দেওয়া হয়।[৮] ইবনু বাত্ত্বাল (রহ.) বলেন, أن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب وصدق النيات، 'বিশুদ্ধ নিয়ত ও নেকী লাভের প্রত্যাশা ছাড়া নেক আমল পরিশুদ্ধ হয় না এবং কবুল হয় না'।[৯]

এবার আমরা নিজেদের দিকে তাকাই! আমরা কি রামাযানের ইবাদত-বন্দেগীতে এই দু'টি শর্ত পরিপূর্ণভাবে পালন করি? তাক্বওয়া অর্জনের এই সময়ে আমরা কি নিজেদের সার্বিক জীবনকে পরিশুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প করতে পারি? প্রত্যেক রামাযানকে জীবনের শেষ রামাযান মনে করে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারি? রামাযানের প্রশিক্ষণ অনুযায়ী বাকী জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ্র কাছে কায়মনো বাক্যে ফরিয়াদ করি? তওবার মাধ্যমে যাবতীয় পাপ থেকে বিরত থেকে ঈমানকে নবায়ন করি? যদি আমরা এই কাজগুলো করতে পারি, তাহ'লে আমাদের পক্ষে রামাযানের ঈমানী প্রভাব সারা বছর ধরে রাখা সম্ভব হবে। অন্যথা এই বরকতময় মাসের প্রভাব ধরে রাখা আদৌ সম্ভব হবে না।

রামাযানের প্রভাব ধরে রাখার উপায়

১. শয়তানের আক্রমণ ও ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষা করা :

রামাযান মাস আগমনের সাথে সাথে শয়তান ও অবাধ্য জিনদের শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। জান্নাত ও রহমাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, সারা মাস এই দরজগুলো বন্ধ করা হয় না এবং জাহান্নামের দরজাগুলো সারা মাস বন্ধ রাখা হয়।[১০] রামাযানের পরে শয়তানেরা মুক্তি পেয়েই আদম

৪. *বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১।*

৫. *বুখারী হা/৩৮, ১৯০১; মিশকাত হা/১৯৫৮।*

৬. *ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ ৬/৪০৫; ইবনু বাত্তাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ৪/২১।*

৭. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ৪/১১৫; মানাভী, ফায়যুল ক্বাদীর ৬/১৬০।*

৮. *ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৬৮/১৫।*

৯. *ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ৪/২১।*

১০. *তিরমিযী হা/৬৮২; মিশকাত হা/১৯৬০, সনদ ছহীহ।*

সন্তানদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। তাকে পুনরায় পাপের অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে চায়। ছেড়ে দেওয়া বদভ্যাসগুলোতে পুনরায় ফিরে যেতে প্ররোচিত করতে থাকে। যে পাপ থেকে তওবা করা হয়েছে সেই পাপ ভিন্ন মোড়কে নতুন পন্থায় মোহনীয় করে উপস্থাপন করে তওবাকারী বান্দার সামনে। এভাবে যখন তাকে বিপথগামী করতে পারে না; তখন অন্যভাবে তাকে পথভ্রষ্ট করার চক্রান্ত করে। সারা মাস রহমতের দরিয়া থেকে আহরিত নেক আমলের মণি-মুক্ত নিয়ে সফলতার কিনারায় পৌঁছার আগেই বান্দার তাক্বওয়ার কিশতী ডুবিয়ে দেওয়ার পায়তারা করে।

সুতরাং যারা ঈমান ও রামাযানের প্রাপ্ত তাক্বওয়ার মাধ্যমে নিজেকে হেফাযত করে না, তারা খুব সহজেই শয়তানের আক্রমণে ধরাশায়ী হয়। বছরের অন্য সময়ের তুলনায় রামাযান পরবর্তী শয়তানী ওয়াসওয়াসার আক্রমণটা বেশী শক্তিশালী ও সর্বগ্রাসী হয়ে থাকে। তবে যারা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে এবং সর্বানুভূতির চিহ্ন ক্ষয় করে শয়তানী ওয়াসওয়ার সামনে মযবূত ঈমানী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, কেবল তারাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। সেজন্য মুমিনের কর্তব্য হ'ল শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা, কুরআন তেলাওয়াত করা; বিশেষকরে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত করা, শরী'আতের নির্দেশিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে পঠিতব্য দো'আগুলো পাঠ করা এবং সর্বদা নিজের জিহ্বাকে যিক্র-আয্কারে সিক্ত রাখা। কারণ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ হ'তে পারলে যাবতীয় নেক আমলের সুযোগ লাভ করা সহজ হয়ে যাবে।

২. রামাযানের অভ্যাসগুলো জারি রাখা :

রামাযান মাসে যে ভালো অভ্যাসগুলো অর্জিত হয়েছে, সেগুলো অল্প করে হ'লেও ধরে রাখার চেষ্টা করা ঈমানী কর্তব্য। যেমন আগেভাগে মসজিদে যাওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা, ইশরাক্ব বা যুহার ছালাত আদায় করা, সকাল-সন্ধ্যার যিকিরগুলো পাঠ করা, নিজের আমলের আগ্রগতির হিসাব রাখা, দান-ছাদাক্বাহ করা, জিহ্বা-দৃষ্টি-কানের হেফাযত করা, মানুষকে খাওয়ানো, কুরআন তেলওয়াত করা, সবসময় মনকে ঈমানী ভাব-গাম্ভীর্যে পূর্ণ রাখা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, পরিবার-পরিজনকে সময় দেওয়া, সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

আমরা যদি এই ভালো অভ্যাসগুলো নিয়মিত চর্চা না করি, তাহ'লে এগুলো আমাদের জীবন থেকে আবার হারিয়ে যাবে। রামাযানের ভালো অভ্যাস ও আমলগুলোর ব্যাপারে আমরা যদি একটু সচেতন হ'তে পারি, তাহ'লে সেই আমলগুলো ধরে রাখা খুবই সহজ। এর জন্য আহামরি কোন পদক্ষেপের দরকার নেই; প্রয়োজন শুধু মানসিকভাবে সুদৃঢ় সংকল্পের। তাছাড়া কোন আমলের অভ্যাস শুরু করার পরে সেটা পরিত্যাগ করা সমীচীন নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছা.) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আছ (রা.) -কে বলেছিলেন, يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ، 'হে আব্দুল্লাহ! তুমি সেই লোকের মতো হয়ো না; যে ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করতো, অতঃপর সেটা ছেড়ে দিল'।[১১]

তাইতো রাসূল (ছা.) রামাযানের পরেই শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম, প্রতি মাসে আইয়ামে বিযের তিনটি ছিয়াম এবং প্রতি সপ্তাহে দু'টি করে ছিয়াম রাখার জন্য বলেছেন, যাতে সারা বছর ছিয়াম রাখার গতিটা ঠিক থাকে। উপরন্তু যে কোন আমল অল্প হ'লেও তা নিয়তিমিত করা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর পসন্দনীয় কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ!..إِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ، 'আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে প্রিয় আমল হ'ল যা অল্প হ'লেও নিয়মিত করা হয়'।[১২]

৩. বেশী আমলের ধোঁকায় না পড়া :

অধিক আমল সম্পাদন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা সমীচীন নয়। কেননা কোন ইবাদত ভালোভাবে সম্পাদন করার পরে শয়তান বান্দাকে ওয়াসওয়াসা দেয়। রামাযানের পরে সে বান্দাকে বলবে, মাশা-আল্লাহ! তুমি তো রামাযানে অনেক ইবাদত করেছ, সারা মাস ছিয়াম রেখেছ, কোনদিন তারাবীহ বাদ দাওনি, কয়েকবার কুরআন খতম করেছ, দান-ছাদাক্বাহ করেছ, ছায়েমকে ইফতার করিয়েছ, আরো কত আমল করেছ তার কোন ইয়াত্তা নেই। শয়তান এভাবে মুমিন বান্দাকে ধোঁকা দিতে থাকে, কিন্তু বান্দা যদি এই ধোঁকায় পা দেয় তাহ'লে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে, সে অন্যের চেয়ে নিজেকে উত্তম ভাবতে শুরু করবে, ইবাদতে অহংকারী হয়ে উঠবে এবং রামাযান পরবর্তী ইবাদতে গাফলতি করে বসবে।

একবার মা আয়েশা (রা.) -কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, متى يكون الرجل مسيئاً؟ 'মানুষ কখন পাপী ব্যক্তিকে পরিণত হয়?' তিনি জবাবে বললেন, إذا ظن أنه محسن، 'যখন সে নিজেকে নেককার মনে করে'।[১৩]

সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, বান্দা শুধু তার আমল দিয়ে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তার প্রতি রহমত করবেন।[১৪] তাছাড়া সে যতই আমল করুক না কেন, তা কখনো বেশী হয় না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, لَوْ أَنَّ عَبْدًا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ، إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللهِ، لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، 'যদি কোন বান্দা

---

১১. বুখারী হা/১১৫২।
১২. বুখারী হা/৫৮৬১; মুসলিম হা/৭৮২; মিশকাত হা/১২৪২ ।
১৩. গাযালী, ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন ৩/৩৭০।
১৪. বুখারী হা/৫৬৭৩; মুসলিম হা/২৮১৬; মিশকাত হা/২৩৭১।

ভূমিষ্ট হওয়ার দিন থেকে অতিবৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু অবধি একান্ত ভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে সিজদায় পড়ে থাকে, তবুও ক্বিয়ামতের দিন (সারা জীবনের এই ইবাদতের ছওয়াব দেখে) সে এটাকে খুবই নগণ্য মনে করবে। তখন সে কামনা করবে, যদি তাকে দুনিয়ায় পুনরায় ফেরত পাঠানো হ'ত, তাহ'লে আরোও বেশী প্রতিদান ও ছওয়াব লাভ করা যেত'।[১৫]

৪. ভয় ও আশার মাঝে অবস্থান করা :

ভয় ও আশার মাঝে ঈমান অবস্থান করে। কোন ইবাদত করার পরে তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে যেমন প্রত্যাশা থাকতে হবে, তদ্রূপ সেটা প্রত্যাখ্যাত হওয়ারও আশংকা থাকা বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، 'আর তাদেরকে যা (রিযিক) দেওয়া হয়েছে তা থেকে তারা দান করে, তখন তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত থাকে' *(মুমিনূন ২৩/৬০)*। মা আয়েশা (রা.) বলেন, আমি এই আয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ! أَهُوَ الَّذِي يَزْنِي، وَيَسْرِقُ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এর দ্বারা কি এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে এবং মদপান করে? তিনি বলেন, لَا، يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُ، وَيُصَلِّي، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، 'না, হে আবূ বকরের কন্যা অথবা হে ছিদ্দীকের কন্যা! বরং উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ছিয়াম পালন করে, যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, ছালাত আদায় করে আর আশংকা করে যে, তার এসব ইবাদত কবুল হ'ল কি-না'?[১৬]

প্রখ্যাত তাবে'ঈ মালেক ইবনে দীনার (রহ.) বলেন, الخوف على العمل ألا يُتقبل أشد من العمل، 'আমল করার চেয়ে কঠিন বিষয় হ'ল সেই আমল কবুল হবে কি-না তার ভয়ে ভীত হওয়া'।[১৭] তাবে তাবে'ঈ আব্দুল আযীয ইবনে আবূ রাওয়াদ (রহ.) তাবে'ঈদের ব্যাপারে বলেন, أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أي قبل منهم أم لا، 'আমি তাদেরকে দেখেছি যে, তারা সৎ আমলে অনেক পরিশ্রম করতেন। যখন আমল করে ফেলতেন, তখন উৎকণ্ঠায় পড়ে যেতেন এই ভয়ে যে, তাদের এই আমল কবুল করা হবে কি-না'।[১৮]

মু'আল্লা ইবনুল ফায্ল (রহ.) বলেন, كَانُوا يَدْعُونَ اللهَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يُبَلِّغَهُمْ رَمَضَانُ، ثُمَّ يَدْعُونَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ، 'তারা ছয় মাস ধরে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন যেন তাদের কাছে রামাযান (আরেক বার) আগমন করে। অতঃপর (রামাযানের পরে) ছয় মাস ধরে দো'আ করতেন যেন (রামাযানের সম্পাদিত আমলগুলো) আল্লাহ কবুল করে নেন'।[১৯] অর্থাৎ সালাফে ছালেহীন রামাযান ব্যাপী এত বেশী আমল করার পরেও সেই আমলগুলো কবুল হওয়ার ভয়ে তটস্থ থাকতেন এবং আল্লাহ্র কাছে অবিরত ধারায় দো'আ করতেন। আর এই ভয় তাদেরকে আরো বেশী বেশী নেক আমল সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করতো।

হাসান বছরী (রহ.) বলেন, المؤمن يحسن ويخاف، والمنافق يسيء ويأمن، 'মুমিন ব্যক্তি নেকীর কাজ করে তা কবুল না হওয়ার আশংকা করে, আর মুনাফিক পাপের কাজ করেও নিজেকে নিরাপদ মনে করে'।[২০]

সুতরাং রামাযানের পরে আমরা যেমন ছালাত, ছিয়াম, তারাবীহ, ছাদাক্বাহ, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদতের প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশা করব, ঠিক তেমনি সেই আমল কবুল হওয়ার ভীতিও পোষণ করব। শুধু ইবাদত করেই যেন আমরা নিজেদের নিরাপদ মনে না করি। যদি আমরা ভয় ও আশার মাঝে অবস্থান করতে পারি, তাহ'লে রামাযানের পরে এর প্রভাব আমরা ধরে রাখতে পারব। ইনশাআল্লাহ।

৫. অনুধাবন করে কুরআন তেলাওয়াত করা :

রামাযান কুরআন নাযিলের মাস। এমাসে আমরা সবাই অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক বেশী কুরআন তেলাওয়াত করে থাকি। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল আমারা অধিকাংশই বরকত ও ছওয়াব লাভের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করি। কুরআন অনুধাবন করে তার আলোকে জীবন গড়ার মানসিকতা রাখি না। ফলে তেলাওয়াতের মাধ্যমে নেকী অর্জিত হ'লেও কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

শায়খ ওছায়মীন (রহ.) বলেন, কুরআন তেলাওয়াত দুই প্রকার- (১) শাব্দিক তেলাওয়াত। এই তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী লাভ করা যায়।[২১] (২) হুকমী বা প্রায়োগিক তেলাওয়াত। অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াত করে এর যাবতীয় বিধি-বিধানকে আন্তরিকভাবে অনুধাবন করে আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা।[২২] মূলত এই তেলাওয়াতের জন্যই কুরআন নাযিল

১৫. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৬৫০, সনদ ছহীহ।
১৬. ইবনু মাজাহ হা/৪১৯৮; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩৪৮৬।
১৭. রেযা আহমাদ ছামদী, আল-ক্বাওয়ায়িদুল হাস্সান ফী আস্রারিত্ব ত্বা'আতি ওয়াল ইসতি'দাদি লি রামাযান, পৃ. ১৩৬।
১৮. মুহাম্মাদ হুসাইন ইয়াকূব, আসরারুল মুহিব্বিন ফী রামাযান, পৃ.৩৪০।
১৯. ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৪৮; আব্দুল আযীয সালমান, মাওয়ারিদুয যামআন, ১/৩৩৮।
২০. দুরূস শায়েখ আয়েয আল-ক্বারনী, ২২২/২৫।
২১. তিরমিযী হ/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭; সনদ ছহীহ।
২২. ওছায়মীন, মাজালিসু শাহরি রামাযান, পৃ. ৬৩।

হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ– ‘এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ– ‘হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের রোগসমূহের আরোগ্য এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত’ *(ইউনুস ১০/৫৭)*।

আমরা অনেকেই প্রতিদিন শুধু শাব্দিক তেলাওয়াতটাই করে থাকি। কিন্তু আমরা কেন এই ঔষধ দিয়ে আমাদের হৃদয়ের রোগ দূর করতে পারি না? কেন আমাদের অন্তরগুলো সেভাবে বিনম্র চিত্তে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে না যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ঘোর মুশরিকরাও কুরআন শুনে সিজদায় পড়ে যেত?

এর একটি কারণ কম-বেশী আমাদের সবার মাঝে পাওয়া যায়। আর সেটা হ’ল কুরআন অনুধাবন করতে না পারা। শায়েখ আব্দুল আযীয আত-তারিফী বলেন, يفقد كثيرٌ من الناس بركة القرآن وأثره في نفوسهم لأنهم شُغلوا عن تدبّر كلام الباري بتأمل صوت القاريء، ‘অধিকাংশ মানুষের অন্তরগুলো কুরআনের বরকত এবং এর প্রভাব থেকে বঞ্চিত থাকে। কারণ তারা স্রষ্টার কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার বদলে তেলাওয়াতকারীর সুরের মূর্ছনা দিয়ে অধিক ব্যস্ত থাকে’।[২৩]

কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ছিল সালাফে ছালেহীনের নিত্যদিনের আমল। তাদাব্বুর বা চিন্তা-ভাবনা ছাড়া তারা কুরআন তেলওয়াতের কথা কল্পনাই করতে পারতেন না। এজন্য যখনই তারা কুরআনের সামনে বসতেন, তাদের চেহারা পাল্টে যেত। শোনা যেত শুধু কান্নার আওয়াজ, কুরআনের বাণী কেড়ে নিত তাদের ঘুম।

আহমাদ ইবনে আবূল হাওয়ারী (রহ.) বলেন, إني لأقرأ القرآن، فأنظر في آية آية، فيحار فيها عقلي، وأعجب من حفاظ القرآن، كيف يهنيهم النوم، ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا، وهم يتلون كلام الرحمن؟ أما لو فهموا ما يتلون، وعرفوا حقه، وتلذذوا به، واستحلوا المناجاة به، لذهب عنهم النوم، فرحا بما قد رزقوا، ‘কুরআন পড়ার সময় আমি যখন একের পর এক আয়াতের দিকে তাকাই, তখন হতভম্ব হয়ে যাই! হাফেযদের কথা ভেবে যারপরনাই অবাক হই। কিভাবে তারা তেলাওয়াত না করে সারারাত ঘুমিয়ে কাটায়? কিভাবে তারা এই কুরআন ছেড়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে? দয়াময় আল্লাহ্র যে কালাম তারা তেলাওয়াত করে, এর অর্থ যদি তারা বুঝত, তাহ’লে এর হক জানতে পারত; এর মাঝেই খুঁজে পেত প্রশান্তি। আর এর দ্বারা আল্লাহকে ডাকার যে কি শান্তি, তা যদি তারা অনুধাবন করতে পারত, তাহ’লে তারা আনন্দের আতিশয্যে নির্ঘুম কাটিয়ে দিত সারারাত; এই কারণে যে তারা কত বড় নে‘মত লাভ করেছে’।[২৪]

মালিক ইবনে দীনার (রহ.) বলেন, أقسم لكم، لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه، ‘আমি তোমাদেরকে কসম করে বলতে পারি, যে বান্দা কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে, কুরআনের মাধ্যমে তার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হবেই’।[২৫] কিন্তু আমাদের অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় না কেন? এর কারণ উল্লেখ করে শায়েখ ওছায়মীন (রহ.) বলেন, اعلم أنك كلما حجبت عن فهم كلام الله فإنما ذلك من معاصٍ تراكمت على قلبك، وإلا لو كان قلبك نقياً وصافياً لرأيت أن كلام الله تعالى أعظم الكلام، ‘মনে রাখবেন! যদি আল্লাহ্র কালাম অনুধাবন করতে আপনার অসুবিধা হয়, তাহ’লে সেটা আপনার হৃদয়ে পুঞ্জিভূত পাপের কারণেই হয়েছে। কারণ আপনার হৃদয়টা যদি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহ’লে দেখতে পাবেন- আল্লাহ্র কালাম কতই না মহান’।[২৬]

যিনি নিজের হৃদয়কে পাপের ময়লা থেকে পরিষ্কার রাখতে পারেন, তিনি যথাযথভাবে কুরআন অনুধাবন করতে পারেন, এর অমিয় স্বাদ আস্বাদন করতে পরেন। ফলে কুরআনের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়ার জন্য তার অন্যের তেলাওয়াত শুনতে হয় না, ক্বারীর কান্না শুনে অন্তর নরম করা লাগে না; বরং হৃদয় কুটির নিজেই নম্র হয়ে যায় কুরআনের বাণীতে। সুতরাং আমরা যদি রামাযান মাসে চিন্তা-ভাবনা করে কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হ’তে পারি, তাহ’লে এর প্রভাব সারা বছর ধরে রাখা কখনোই কঠিন হবে না।

৬. সৎ সঙ্গে থাকা এবং অসৎ সঙ্গ পরিহার করা :

রামাযানের প্রভাব ধরে রাখার জন্য সৎ সঙ্গের অনেক বড় প্রভাব রয়েছে। কারণ মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ ও প্রতিবেশের মাধ্যমে নিজের অজান্তেই প্রভাবিত হয়। খারাপ মানুষের সাথে মিশলে তার হৃদয়ে মন্দ প্রভাব পড়ে। সে যদি

---

২৩. *https://muslimreminders.wordpress.com/2019/11/17/shaykh-abdul-aziz-at-tarefe/*

২৪. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/৩৯০।*

২৫. *ইবনু রজব হাম্বলী, আয-যিল্লু ওয়াল ইন্কিসার, পৃ.২৯৮।*

২৬. *ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহ্রী, ৩১/২।*

পাকা মুসলিম হয়, তাহ'লে হয়ত সে ঐ খারাপ কাজ করবে না; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে সেই পাপের কাজটি তার কাছে আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে সেই কাজে জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। সুতরাং ঈমানকে তাযা রাখার জন্য সৎ সঙ্গের কোন বিকল্প নেই। কারণ কোন ব্যক্তি রামাযান মাসে ঈমানী পরিবেশে যতই পরহেযগার মানুষের সাথে থাকুক না কেন, রামাযানের পরে যদি তিনি খারাপ মানুষ ও পরিবেশে মেশেন, তাহ'লে তার জন্য রামাযানের ঈমানী প্রভাব ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই হৃদয়জগতে তাক্বওয়ার প্রভাব জাগিয়ে রাখার জন্য মুত্তাক্বী বান্দাদের সংস্পর্শে থাকা যরূরী। আল্লাহ বলেন, الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، 'বন্ধুরা সেদিন পরস্পরে শত্রু হবে মুত্তাক্বীরা ব্যতীত' *(যুখরুফ ৪৩/৬৭)*। ইবনে আত্বা (রহ.) বলেন, إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ عِنْدَهُ فَانْظُرْ مَا أَقَامَكَ فِيهِ، 'যদি তুমি আল্লাহ্‌র কাছে নিজের অবস্থান জানতে চাও, তাহ'লে লক্ষ্য করে দেখ! তুমি নিজেকে কোন অবস্থায় (কাদের সঙ্গে) রেখেছ'।[২৭]

৭. বেশী বেশী তওবা-ইস্তিগফার করা :

মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবনে যাবতীয় দুর্গতির প্রধান এবং মূল কারণ হ'ল তার অর্জিত পাপ। পাপ ও গুনাহের কারণেই বান্দা নেক আমলের তাওফীক্ব লাভে ব্যর্থ হয়। রামাযান মাসে যারা ঈমান ও ইহসানের সাথে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যারা নিজেদের পাপগুলো মাফ করে নিতে ব্যর্থ হয়, তাদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের অন্তরে রামাযানের কোন প্রভাব থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، 'প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী। তবে উত্তম ভুলকারী তারাই, যারা বারবার তওবা করে'।[২৮] হাসান বাছরী (রহ.) বলেন, أَكْثِرُوا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ، وَفِيْ طُرُقِكُمْ، وَفِيْ أَسْوَاقِكُمْ، وَفِيْ مَجَالِسِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُوْنَ مَتَى تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ، 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন বেশী বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা কর; তোমাদের বাড়ি-ঘরে, রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে এবং মজলিসগুলোতে। কারণ তোমরা তো জানো না কখন ক্ষমা অবতীর্ণ হবে'।[২৯]

বান্দা যত বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তার হৃদয় ততই পরিষ্কার থাকে। আর পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে যে কোন ইবাদতে সে আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং সেই আমলে অপার্থিব তৃপ্তি অনুভব করতে পারে। তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন না করা পর্যন্ত কোন ইবাদতের পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ মানুষের হৃদয়টা শুভ্র-সাদা দেওয়ালের মত, যখন সে পাপ করে সেই দেওয়ালে ময়লা দাগ পড়ে। পাপ যত বেড়ে যায়, হৃদয়ের ময়লাও তত বেশী হয়। এক পর্যায়ে অন্তরটা জং ধরে যায়। জং ধরা যন্ত্রপাতি দিয়ে যেমন কোন উপকার পাওয়া যায় না, ময়লা ও নোংরা কাপড় পরিধান করে যেমন সতেজতা অনুভব করা যায় না, জ্বরাক্রান্ত মুখে যেমন পসন্দনীয় খাবারের স্বাদ পাওয়া যায় না- ঠিক তেমনি ময়লাযুক্ত হৃদয় নিয়ে ইবাদতের আগ্রহ ও তৃপ্তি অনুভব করা যায় না। সুতরাং তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে হৃদয়কে যত বেশী পরিষ্কার রাখা যাবে, রামাযানের প্রভাব ধরে রাখা ততটাই সহজ হয়ে যাবে। আর ইবাদত কবুলে অন্যতম একটি লক্ষণ হ'ল বেশী বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারা। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, إِنَّ الْعَارِفَ لَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عُقَيْبَ طَاعَتِهِ 'জ্ঞানী বান্দা আল্লাহ্‌র ইবাদতের পর পরেই তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে থাকে'।[৩০]

৮. ক্বিয়ামুল লাইলে অভ্যস্ত হওয়া :

রামাযানের একটি উল্লেখ্যযোগ্য এবং বড় ধরনের ইবাদত হ'ল ক্বিয়ামুল লাইল বা তারাবীহ। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ঈমানের সাথে ও ছওয়াব লাভের আশায় ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করবে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে'।[৩১] সারামাস এই ছালাতের বিধান দেওয়ার হেকমত হ'ল বান্দা যেন এই একমাস তারাবীহ্‌র ছালাতের প্রশিক্ষণ নিয়ে বছরের বাকী দিনগুলোতেও এই ছালাতে অভ্যস্ত হ'তে পারে। কারণ আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলে অন্যতম বড় মাধ্যম হ'ল ক্বিয়ামুল লাইল। উল্লেখ্য যে, তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, ক্বিয়ামুল লাইল, ক্বিয়ামু রামাযান সবকিছুকে এক কথায় 'ছালাতুল লাইল' বা 'রাত্রির (নফল) ছালাত' বলা হয়। ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করা পূর্ববর্তী নেককার বান্দাদের চিরায়ত অভ্যাস ছিল।

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ، 'তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল বান্দাদের অভ্যাস, আর এটা তোমাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপের প্রতিবন্ধক'।[৩২] তিনি আরো বলেছেন, أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ، 'ফরয ছালাতের পর সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ ছালাত হ'ল রাত্রির (নফল) ছালাত'।[৩৩]

২৭. *বারীক্বাহ মাহমূদিইয়াহ, ৩/৮৫।*
২৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১, সনদ হাসান।*
২৯. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ২/৪০৮।*
৩০. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ২/৬২।*
৩১. *বুখারী হা/৩৭; মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হ/১৯৫৮।*
৩২. *তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭, সনদ হাসান।*
৩৩. *মুসলিম হা/১১৬৩; তিরমিযী হা/ ৪৩৮; নাসাঈ হা/১৬১৩; মিশকাত হা/২০৩৯*

রাসূলুল্লাহ (ছা.) এই ছালাতকে এত বেশী গুরুত্ব দিতেন যে, তিনি কখনো এই ছালাত পরিত্যাগ করতেন না। যদি অসুস্থ থাকতেন তবে বসে হ'লেও ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করতেন। মা আয়েশা (রা.) বলেন, لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا، 'তুমি ক্বিয়ামুল লাইল পরিত্যাগ করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছা.) কখনো এটা ছাড়তেন না। তিনি অসুস্থ থাকলে বা অলসতা লাগলে বসে হ'লেও ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করে নিতেন'।[৩৪]

সুতরাং সাধ্যানুযায়ী অল্প হ'লেও রাতের ছালাতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। যদি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া সম্ভব না হয়, তবে এশার পরে ঘুমের আগে দুই রাক'আত বা চার রাক'আত ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা ক্বিয়ামুল লাইলের নেকী হাছিল করতে পারি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدْرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، 'যে ব্যক্তি এশার পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে, সেটা হবে লাইলাতুল ক্বদরের ছালাতের মত মর্যাদাপূর্ণ'।[৩৫] রাসূলুল্লাহ (ছা.) মসজিদে এশার ছালাত আদায় করে বাড়িতে এসে ঘুমের আগে এই চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[৩৬] যারা গুরুত্বের সাথে মর্যাদা উপলব্ধি করে রামাযানে তারাবীহর ছালাত আদায় করবে, তাদের জন্য এই ছালাতে অভ্যস্ত হওয়া মোটেও কঠিন হবে না।

৯. মৃত্যুর ভাবনায় হৃদয় জগৎ উজ্জীবিত রাখা :

মৃত্যুর ভাবনা এমন একটি ইবাদত যা সর্বদা বান্দাকে নেক আমল সম্পাদনে তৎপর রাখে। আমরা জানি না কখন কোথায় এবং কিভাবে আমাদের মৃত্যু হবে। তবে সবসময় যদি অন্তরে মৃত্যুর ভাবনা জাগিয়ে রাখা যায়, তাহ'লে নেক আমল ও ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়া অনেকটা সহজ হয়ে যায়। তাছাড়া মৃত্যুর আগে সৎ কাজে নিয়োজিত থাকা আল্লাহ্র রেযামন্দি হাছিলের লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, মৃত্যুর আগে তাকে ভালো কাজে নিয়োজিত রাখেন। ছাহাবীগণ বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে তাকে ভালো কাজে নিয়োজিত রাখেন?' তিনি বলেন, يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، 'তাকে নেক আমল করার তাওফীক্ব দান করেন। অতঃপর তাকে মৃত্যু দান করেন'।[৩৭] সুতরাং আমাদেরকে ফরয-ওয়াজিব ইবাদতের পাশাপাশি নফল, সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলে অভ্যস্ত হওয়া উচিত এবং নিজের কিছু গোপন আমল থাকা উচিত যে ইবাদতের কথা এক আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানে না। কারণ গোপন ইবাদতের মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয় এবং নেক আমলের তাওফীক্ব অর্জিত হয়। মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আরশের নীচে ছায়া দান করবেন।[৩৮] যারা মৃত্যুর ভাবনায় ব্যস্ত থাকেন, তারা কখনো অহেতুক কাজে সময় অপচয় করে না; বরং প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বদা আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সার্‌রী আস-সাক্বত্বী বলেন, إِنْ اغْتَمَمْتَ بِمَا يَنْقُصُ مِنْ مَالِكَ فَابْكِ عَلَى مَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِكَ، 'সম্পদ হ্রাস পাওয়ার কারণে যদি তোমার দুঃশ্চিন্তা হয়, তাহ'লে আয়ু কমে যাওয়ার কারণে তোমার ক্রন্দন করা উচিত'।[৩৯]

১০. দো'আ করা :

যে কোন নেক কাজের তাওফীক্ব লাভের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা কর্তব্য। সালাফে ছালেহীন রামাযান আগমনের ছয় মাস আগে থেকে দো'আ করতেন, যেন রামাযানের ইবাদত-বন্দেগী ভালোভাবে করতে পারেন। আবার রামাযানে সম্পাদিত নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য পরবর্তী পাঁচ মাস আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন। অর্থাৎ সারাটা বছর রামাযানের প্রভাবে তাদের হৃদয়গুলো প্রভাবিত থাকতো। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) ঈদের খুৎবায় বলতেন, 'হে লোক সকল! তোমরা ত্রিশ দিন ছিয়াম রেখেছ, ক্বিয়াম করেছ। আর আজকের এই ঈদগাহে তোমাদের আমলগুলো কবুল করার আরয নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হয়েছ'।[৪০]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, রামাযানের প্রভাব ধরে রাখতে হ'লে রামাযানের আগে থেকেই এর প্রস্তুতি গ্রহণ করা কর্তব্য। সালাফে ছালেহীন শা'বান মাস থেকে এর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিতেন। যারা রামাযান মাসে তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঈদের আনন্দ মূলত তাদের জন্যই। আলী (রা.) রামাযানের শেষ রাতে লোকদের ডেকে বলতেন, يا ليت شعري من هذا المقبولُ فنهنيه، ومن هذا المحرومُ فنعزِّيه؟ أيُّها المقبولُ: هنيئًا لك، أيُّها المردودُ: جبر اللهُ مصيبتك، 'হায় আফসোস! আমি তো জানি না, কার আমল কবুল হয়েছে যাকে আমি অভিনন্দন জানাবো, আর কার আমল কবুল

৩৪. আবূদাঊদ হা/১৩০৭; মুসনাদে আহমাদ হা/২৬১১৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮০০, সনদ ছহীহ।
৩৫. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৪৬৭; ছহীহুল কুতুবিত তিস'আ হা/১৭১৬, সনদ ছহীহ; মুহাক্কিক্ব: আলবানী ও সা'দ শাছরী।
৩৬. বুখারী হা/১১৭।
৩৭. আহমাদ হা/১২২১৪; মুসনাদে আবী ইয়া'লা মাওছীলী হা/৩৮৪০, সনদ ছহীহ।
৩৮. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/৭০১; মিশকাত হা/১০৩১।
৩৯. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৪৯৭।
৪০. সাইয়েদ হুসাইন আল-আফানী, নিদাউর রাইয়ান ফী ফিক্বহিছ ছাওম, ২/২০৪।

হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে যাকে আমি সমবেদনা জানাব। হে যার আমল গ্রহণ করা হয়েছে! তোমার জন্য সুসংবাদ। আর হে যার আমল কবুল না হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে! দো'আ করছি আল্লাহ তোমার মুছীবত দূর করে দিন'।[41] ইবনু রজব হাম্বলী (রহ.) বলেন, ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد، ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب، 'যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে, তার জন্য ঈদ নয়; বরং ঈদের আনন্দ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র প্রতি যার আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যে ব্যক্তি বাহন ও পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়, ঈদের আনন্দ তার জন্য নয়। ঈদের খুশি তো কেবল সেই ব্যক্তির জন্য, যার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে'।[42]

সুতরাং শুধু দামী পোষাক-পরিচ্ছদ, হরেক রকম খাদ্য খাওয়ার মধ্যে ঈদের প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায় না; বরং রামাযান ব্যাপী তাক্বওয়ার শিক্ষা নিয়ে সারা বছর জীবন পরিচালনার অনুপ্রেরণা ও পাপ বর্জনের সংকল্প নেওয়ার মাধ্যমেই প্রকৃত খুশি ও তৃপ্তির আমেজ পাওয়া যায়। সুফিয়ান আছ-ছাওরী (রহ.) বলেন, আমি সর্ব প্রথম দৃষ্টি সংযত রাখার মাধ্যমে আমার ঈদের দিন শুরু করি'।[43] হাসান বাছরী (রহ.) বলেন, كُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللّٰهُ فِيْهِ فَهُوَ عِيْدٌ، فَالْيَوْمُ الَّذِيْ يَقْطَعُهُ الْمُؤْمِنُ فِيْ طَاعَةِ مَوْلَاهُ وَذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ فَهُوَ لَهُ عِيْدٌ، 'প্রত্যেক ঐ দিন মুমিনের জন্য ঈদের দিন, যেদিন সে আল্লাহ্র অবাধ্য হয় না (পাপ করে না)। ঐ দিনটি মুমিনের জন্য ঈদের দিন, যেদিনটি সে প্রভুর আনুগত্যে, তাঁর স্মরণে এবং তাঁর প্রতি শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে অতিবাহিত করে'।[44] মহান আল্লাহ আমাদের হৃদয়কে ছোট-বড় সকল পাপ থেকে পরিষ্কার রাখুন, রামাযানের ঈমানী প্রভাব সারা বছর যত্নের সাথে ধরে রাখার শক্তি দান করুন এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তাঁর আনুগত্যে যাপন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৪১. ইবনু রজব, লাত্বাইফুল মা'আরেফ, পৃ. ২১০।
৪২. লাত্বাইফুল মা'আরেফ, পৃ. ২৭৭।
৪৩. ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ, পৃ. ১০৬।
৪৪. লাতাইফুল মা'আরেফ, পৃ.২৭৮।

পার্টি মেকার

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যান্ডেল, মাইক, লাইট সহ সর্বপ্রকার ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করা হয়।

মোবাইল :
০১৭৫৮-৩৫১১২৪, ০১৭৭৪৭-৬৭৬৮৬

রাণীবাজার, রাজশাহী। ই-মেইল : partymaker.raj@gmail.com

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

❖ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
❖ হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
❖ সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
❖ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

❖ হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
❖ প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। **আবুল বাশার** নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

দো‘আয় ভুল-ভ্রান্তি ও তা কবুলে দেরী হ’লে করণীয়

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ্র কাছে বান্দার হৃদয়ের আকুতি প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দো‘আ। অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় দো‘আও একটি ইবাদত। আল্লাহ্র নিকট বান্দার দো‘আর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রাসূল (ছাঃ) দো‘আকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] দো‘আর বদৌলতে আগত বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং অনাগত বিপদ দূরীভূত হয়। কিন্তু দো‘আয় পদ্ধতিগত ভুল-ভ্রান্তি থাকার কারণে কখনো দো‘আ কবুল হয় না। কখনো বা দেরীতে দো‘আ কবুল হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে দো‘আয় ভুল-ভ্রান্তি ও দো‘আ কবুল হ’তে দেরী হ’লে করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ!

দো‘আয় ভুল-ভ্রান্তি

১. দো‘আয় শিরকী অসীলা গ্রহণ করা : দো‘আ হবে স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে। দো‘আর মধ্যে মৃত ব্যক্তি, জিন, পাথর, গাছ-পালা, অথবা অন্য কোন অসীলা গ্রহণ করা হারাম। কেননা শিরকী অসীলা গ্রহণ করলে দো‘আ কবুল হওয়ার পরিবর্তে সৎ আমলই বিনষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ- ‘অথচ (হে নবী!) নিশ্চিতভাবে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তী (নবীদের) প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল, যদি তুমি শিরক কর, তাহ’লে অবশ্যই তোমার সমস্ত আমল বিফলে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ- ‘আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ কোন্টি? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহ্র সাথে সমকক্ষ স্থির করা; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’।[২]

সুতরাং অসীলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বৈধ অসীলা গ্রহণ করতে হবে। যেমন : (ক) আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর অসীলা। (খ) নিজের নেক আমল সমূহের অসীলা। (গ) জীবিত কোন পরহেযগার ব্যক্তির দো‘আর অসীলা।

২. দো‘আয় বিদ‘আতী মাধ্যম গ্রহণ করা : দো‘আ নবী করীম (ছাঃ)-এর দেখানো শারঈ পদ্ধতি অনুযায়ী হ’তে হবে। এক্ষেত্রে অন্য কোন মাধ্যম গ্রহণ করলে তা বিদ‘আত হবে। আর বিদ‘আত কুফরের অগ্রদূত’।[৩] যা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না।

৩. নিরাশ হয়ে দো‘আ করা : এমন মানুষ আছে যারা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হ’লে চিন্তা করে নেয় যে, সে আর সুস্থ হবে না। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবে না। এরপর দো‘আ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্র স্মরণ ত্যাগ করে এবং নিরাশ হয়ে যায়। খুব কমই ধারণা রাখে যে, এই অবস্থা পরিবর্তন হবে। এমন পরিস্থিতিতে শয়তান তার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তাকে নিরাশ করে দেয়। মহান আল্লাহ্র প্রতি ক্রমশ তাকে আস্থাহীন করে তোলে। অথচ একমাত্র আল্লাহই পারেন অসুস্থকে সুস্থ করতে এবং বন্ধ্যাকে সন্তান দিতে। সুতরাং আশা ছেড়ে না দিয়ে আল্লাহকে ডাকতে হবে। যেমনটি যাকারিয়া (আঃ) করেছিলেন। তিনি জীবনের পড়ন্ত বেলায় মহান আল্লাহ্র নিকটে দো‘আ করেছিলেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হ’তে একটি পূত-চরিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী’ *(আলে ইমরান ৩/৩৮)*।

আল্লাহ তা‘আলা তার দো‘আ কবুল করলেন। কুরআনের ভাষায়, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ- ‘স্বীয় ইবাদত কক্ষে দাঁড়িয়ে প্রার্থনারত অবস্থায় ফেরেশতারা তাকে সম্বোধন করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন। যিনি হবেন আল্লাহ্র কালেমা (ঈসা)-এর সত্যায়নকারী, নেতা, কলুষমুক্ত এবং সৎকর্মশীল নবীগণের অন্তর্ভুক্ত’ *(আলে ইমরান ৩/৩৮)*।

৪. দো‘আয় শাস্তি কামনা করা : এমন মানুষ আছে যারা বলে, হে আল্লাহ! আমার অপরাধের শাস্তি দুনিয়ায় দিন। আর পরকালে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং আমাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। এ ধরনের দো‘আ করা মারাত্মক ভুল। বরং দো‘আয় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেরই কল্যাণ কামনা করতে হবে।

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন অসুস্থ মুসলমানকে দেখার জন্য আসলেন। লোকটি খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি আল্লাহ্র কাছে কোন দো‘আ করেছিলে বা কিছু চেয়েছিলে’? সে বলল, হ্যাঁ, আমি দো‘আ করতাম, اَللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا- ‘হে আল্লাহ! আপনি যদি আখেরাতে আমাকে ক্ষমা না করেন তাহ’লে দুনিয়াতেই আমাকে শাস্তি দিন’। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি তা বরদাশ্ত করতে পারবে না বা সহ্য করতে পারবে না। বরং তুমি এ রকম প্রার্থনা কেন করলে না যে, اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- ‘হে আল্লাহ! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দাও এবং কল্যাণ দাও আখেরাতে। আর জাহান্নামের আগুন থেকে

---

১. হাকেম হা/১৮০৫; ছহীহাহ হা/১৫৭৯; ছহীহুল জামে‘ হা/১১২২।
২. বুখারী হা/৪৪৭৭; মুসলিম হা/৮৬; আবু দাউদ হা/২৩১০।
৩. ইবনু তায়মিয়া, আত-তাওয়াসসুল ওয়াল অসীলা, ১৬০, ১৭০ পৃ.।

আমাদের মুক্ত রাখ'। এরপর সে আল্লাহ্র কাছে এ দো'আ করল। ফলে আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিলেন'।[৪]

৫. দো'আয় অসম্ভব কিছু কামনা করা : দো'আয় আল্লাহ্র নিকট এমন কিছু চাওয়া, যা পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। যেমন দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হওয়ার দো'আ করা অথবা নবুঅত প্রাপ্তির দো'আ করা। কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার জীবিত হওয়ার দো'আ, দুনিয়ায় আল্লাহকে দেখার আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত মানুষের কর্তৃত্ব লাভ করা, পানাহার ও শ্বাস ছাড়া জীবন ধারণের ইচ্ছা, স্বামী ছাড়া সন্তান কামনা করা, চাষাবাদ ছাড়া ফল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা, স্বর্ণের পাহাড় কামনা করা ইত্যাদি। এগুলো চাইলে সে কখনও তা পাবে না। কেননা এগুলো চিরন্তন নিয়মের বহির্ভূত।

৬. পরিবার, সম্পদ ও নিজের জন্য বদদো'আ করা : ব্যক্তি জীবনের পরতে পরতে নানাবিধ সমস্যা আসতে পারে। সুতরাং কখন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'লেও বদদো'আ করা যাবে না। এক আনছারী ব্যক্তির আরোহণের পালা আসলে সে তার উটটিকে বসিয়ে এর উপর আরোহণ করল এবং তাকে চালাল। চলমান অবস্থায় উটটি তার উপর কিছু ধুলাবালি উড়াল। ফলে সে ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠল 'আল্লাহ তোমার প্রতি লা'নত করুন'। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ লোকটি কে যে তার উষ্ট্রের প্রতি অভিসম্পাত করল? সে বলল, আমি, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি এর থেকে নেমে যাও! আর অভিশপ্ত উটটি আমাদের সাথে থাকতে পারবে না। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ- 'তোমরা নিজেদের ও তোমাদের সন্তানদের উপর বদ দো'আ করো না এবং নিজের ধন-সম্পদের উপরও না'।[৫]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ- 'তোমরা নিজেদের অভিশাপ দিও না। তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের অভিশাপ দিও না, তোমরা তোমাদের চাকর-চাকরানীদের বদদো'আ কর না এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের প্রতি বদদো'আ কর না। কেননা এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে যখন দো'আ (বা বদদো'আ) করলে তা কবুল হয়ে যায়। কাজেই তোমার ঐ বদদো'আ যেন ঐ মুহূর্তের সাথে মিলে না যায়'।[৬]

৭. পাপ কর্ম ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো'আ করা : যেমন মদ পান করার জন্য দো'আ করা। অথবা এটা বলা যে, সে যেন কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যেনায় লিপ্ত হওয়ার দো'আ। অথবা খুব সহজে অন্যায়-পাপাচার করার জন্য দো'আ করা। এধরনের পাপ কাজের জন্য দো'আ করা মারাত্মক গর্হিত কাজ।

অনুরূপভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি বড় গুনাহের কাজ। অনেকেই এহেন গর্হিত কাজ করে থাকে। যেমন কেউ কেউ আত্মীয়দের থেকে পৃথক হওয়ার জন্য দো'আ করে অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ তৈরীর দো'আ করে। এমন দো'আ করলে আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ- 'বান্দার দো'আ সর্বদা কবুল করা হয় যদি না সে পাপ কর্মের জন্য কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দো'আ করে'।[৭]

৮. দো'আয় তাড়াহুড়া করা : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিন ব্যক্তি মাত্রই আল্লাহ্র দিকে মুখ করে তার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে এবং (ফল লাভে) তাড়াহুড়া না করলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করেন'। হয় তা তিনি তাকে দুনিয়াতে অবিলম্বে দান করেন অথবা তার আখেরাতের জীবনের জন্য তা সঞ্চিত রাখেন। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তার তাড়াহুড়া কিরূপ? তিনি বলেন, সে বলে, আমি তো দো'আর পর দো'আ করতে থাকলাম, কিন্তু তা কবুল হ'তে দেখছি না'।[৮] এরূপ বলা বা চিন্তা করা মারাত্মক ভুল।

৯. রহমতকে সংকুচিত করা : অনেকে বলে, হে আল্লাহ! আপনি শুধুমাত্র আমাদের এলাকায় বৃষ্টিবর্ষণ করুন অথবা হে আল্লাহ! আপনি শুধুমাত্র আমাকেই সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি শুধুমাত্র আমাকে রিযিক দিন ইত্যাদি। এমন দো'আ করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ছালাতে দাঁড়ান। আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম। এ সময় এক বেদুঈন ছালাতের মধ্যে থেকেই বলে উঠল, اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا- 'হে আল্লাহ! আমার ও মুহাম্মাদের উপর রহম করুন এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম করবেন না'। নবী করীম (ছাঃ) সালাম ফিরানোর পর বেদুঈন লোকটিকে বললেন, তুমি একটি প্রশস্ত জিনিসকে অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমতকে সংকুচিত করেছ'।[৯]

১০. দো'আর আদব পরিত্যাগ করা : দো'আ কবুল হওয়ার যেসব আদব রয়েছে সেগুলো পরিত্যাগ করা। দো'আ করার সময় আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা। যেমন হে সাপ, বিচ্ছু, গাধার প্রতিপালক! ইত্যাদি এ ধরনের শব্দ চয়ন করা।

---

৪. মুসলিম হা/২৬৮৮; আহমাদ হা/১২০৬৮; মিশকাত হা/২৫০২।
৫. মুসলিম হা/৩০০৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৭৪২; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৮২।
৬. আবু দাউদ হা/১৫৩২; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৫৪।
৭. মুসলিম হা/২৭৩৫; ইবনু হিব্বান হা/৮৮১; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৪৯; মিশকাত হা/২২২৭।
৮. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১১; হাকেম হা/১৮২৯।
৯. বুখারী হা/৬০১০; আবু দাউদ হা/৩৮০; নাসাঈ হা/১২১৬; আহমাদ হা/৭৭৮৯।

খাত্ত্বাবী বলেন, এটা বলা কখনই যুক্তিযুক্ত হবে না হে কুকুরের প্রতিপালক! হে বানর ও শূকরের প্রতিপালক! এধরনের নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী ও যমীনের কীট-পতঙ্গ দ্বারা দো‘আয় আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধ করা। যদিও সকল কিছু মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন’।[১০]

১১. দো‘আ কবুলের ক্ষেত্রে অন্যের উপর ভরসা করা : এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের পাপ ক্ষমার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্র কাছে দো‘আ না করে পীর-ফকীরদের দারস্থ হয়। কখনও মৃত পিতা-মাতার জন্য আলেম-ওলামার দ্বারা দো‘আ করিয়ে নেয়। অথচ পিতা-মাতার কবরে নেকী পৌঁছানোর জন্য কোন আলেম-ওলামা নয় বরং তার দো‘আই পিতা-মাতার কবরে পৌঁছবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া। ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়া ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দো‘আ করতে থাকে’।[১১]

আর একজন পূর্ণ মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ’ল ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কোন অপরাধ হয়ে গেলে সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেমনটি রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, আর যদি তুমি কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহ’লে আল্লাহ্র নিকট তওবা ও ইসতিগফার কর। কেননা إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ‘বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তওবা কবূল করেন’।[১২]

১২. দো‘আয় মৃত্যু কামনা করা : যখন বিপদ কঠিন হয় তখন মানুষ অধিক ব্যথাতুর হয়ে পড়ে। এমনকি মৃত্যু কামনা করে থাকে। এটা মারত্মক ভুল। কায়স (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাব্বাব (রাঃ) তার পেটে যালেম কর্তৃক সাতটি উত্তপ্ত লোহার দাগ দেওয়ার পর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ- ‘যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ না করতেন, তাহ’লে আমি মৃত্যু কামনা করতাম’।[১৩]

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي- ‘তোমাদের কেউ কোন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি কেউ এমন অবস্থায় পতিত হয় যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয় তবে সে (মৃত্যু কামনা না করে) বলবে, হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখ, আর যখন আমার জন্য মৃত্যু মঙ্গলজনক হয় তখন আমার মৃত্যু দাও’।[১৪]

আব্দুর রহমান ইবনু সা‘দী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, মৃত্যু কামনা করা নিষেধ। কোন ব্যক্তি বিপদে, অসুস্থ অবস্থায়, দরিদ্রতায়, ভীতিকর পরিস্থিতিতে, বা এ ধরনের কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ’লে মৃত্যু কামনা করা সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ। কারণ এটা সে করে থাকে ক্রোধ ও অসন্তোষ নিয়ে। বরং তার উচিত ধৈর্যের সাথে স্বীয় কর্মে টিকে থাকা। আর এই ধৈর্য তার উপকারে আসবে’।[১৫]

১৩. দো‘আয় নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা : দো‘আয় শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে খাছ করা ঠিক নয়। যেমন হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, মামা-খালা, চাচা-ফুফুদেরকে। বরং উত্তম হ’ত এভাবে দো‘আ করা যে, হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করুন আমাদেরকে, আমাদের ভাই ও প্রিয়জনদেরকে, আত্মীয় স্বজনদেরকে। হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনার রহমত প্রশস্ত। কেননা মহান আল্লাহ মুমিন নর-নারীদের সকলকেই দো‘আয় অন্তর্ভুক্ত করতে পবিত্র কুরআনে বলেন, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ- ‘আর তোমার ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*।

নূহ (আঃ)-এর দো‘আতে যেমনটি উল্লেখ রয়েছে, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا- ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে, আর যারা মুমিন হয়ে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা কর। আর তুমি যালেমদের ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করো না’ *(নূহ ৭১/২৮)*।

দো‘আ কবুলে দেরী হ’লে করণীয়

দো‘আ কবুলে বিলম্ব হ’লে মনের মধ্যে কোন সংশয় রাখা যাবে না। আর শয়তানের কুমন্ত্রণার ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যদি দো‘আকারী গভীরভাবে চিন্তা করে তাহ’লে দো‘আ কবুল দেরীতে হওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে দোদুল্যমান রাখবে না। নিম্নে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরা হ’ল যা একজন পাঠকের চিন্তাশক্তি ও দো‘আ সুন্দর করবে।

১. ধৈর্য ধারণ করা : মহান আল্লাহ বলেন, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ‘আর আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদের কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(আম্বিয়া ২১/৩৫)*।

---

১০. শা’নুদ দো‘আ ১৫৩ পৃ.।
১১. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।
১২. বুখারী হা/২৬৬১; ছহীহাহ হা/২৫০৭।
১৩. বুখারী হা/৬৩৪৯; আদাবুল মুফরাদ হা/৬৮৭।
১৪. বুখারী হা/৫৬৭১; মিশকাত হা/১৬০০।
১৫. বাহযাতু কুলূবিল আবরাজ ৫৫১-২৫২ নং হাদীছে ব্যাখ্যায়।

কল্যাণ দ্বারা পরীক্ষিত হ'লে শুকরিয়া জ্ঞাপন করা এবং মুছীবত দ্বারা পরীক্ষিত হ'লে ধৈর্যধারণ করা মমিনের কর্তব্য। সুতরাং বিপদের সময় দীর্ঘ হ'লে সাবধান থাকা এবং অধিক পরিমাণে দো'আ করা উচিত। এটাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধৈর্যশীল মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ– 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[১৬]

২. দো'আ দেরীতে কবুল হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা : দো'আকারীর ভুলের কারণে কখনো দো'আ কবুল হয় না। দো'আর সময় সে সন্দেহপূর্ণ খাবার খেত অথবা দো'আর সময় তার অন্তর অমনোযোগী ছিল। কিংবা সে নিষিদ্ধ পাপাচারে জড়িত ছিল। ফলে দো'আ কবুল হ'তে দেরী হ'লে নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে কেন দো'আ কবুল হচ্ছে না? সেজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে আল্লাহ্র সাথে তার অবস্থা কি?

৩. পাপ বর্জন করা : কোন ব্যক্তি যদি তাক্বওয়া অবলম্বন করে তাহ'লে সে তার চাওয়া অনুযায়ী প্রাপ্ত হবে। একমাত্র পাপই তার দো'আ কবুলের পথে অন্তরায়। জেনে রাখা আবশ্যক যে, তাক্বওয়া প্রশান্তির কারণ যা সমস্ত কল্যাণ উন্মুক্ত করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন' *(তাহরীম ৬৫/২-৩)*। অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য কর্ম সহজ করে দেন' *(তাহরীম ৬৫/৪)*।

৪. আল্লাহ রাজাধিরাজ : আল্লাহ কাকে দিবেন আর কাকে বঞ্চিত করবেন, এটা তার ইচ্ছাধীন। তাঁর অনুগ্রহে কোন বাধাদানকারী নেই এবং তাঁর হুকুমের পর্যালোচনাকারীও কেউ নেই। তাঁর দান-দক্ষিণায় কেউ প্রতিরোধকারী নেই। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা চান তা-ই করে থাকেন' *(হূদ ১১/১০৬)*।

তিনি কাউকে দিলে সে অনুগ্রহ প্রাপ্ত আর কেউ প্রাপ্ত না হ'লেও তিনি ইনছাফকারী। কেননা আল্লাহ বলেন, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، 'বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের উপর অত্যাচারী নন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*।

ইবনু নাছিরুদ্দীন দিমাশকী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র আদেশ ও ফায়ছালা থেকে কারও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। তার পূর্ণাঙ্গ হুকুম মানার ক্ষেত্রে বা পরীক্ষার সময় তাকে উপেক্ষা করারও কোন সুযোগ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র জন্যই সমস্ত রাজত্ব ও আনুগত্য। তিনি আমাদের পরিচালনা করেন যেভাবে তিনি চান'।[১৭] এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ অব্যাহত রাখতে হবে।

৫. আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী : তিনি কাউকে কিছু দিলে সেটা যেমন হিকমতপূর্ণ। আর কাউকে বঞ্চিত রাখলে তাও হিকমতপূর্ণ। সুতরাং অদৃশ্য হিকমতের অপেক্ষায় আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হ'তে হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ– 'আর অবশ্যই তোমরা এমন বহু কিছু অপসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর অবশ্যই এমন বহু কিছু পসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ সবকিছু জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*।

৬. বান্দার জন্য আল্লাহ্র পসন্দ তার নিজের পসন্দের চেয়ে উত্তম : এটা গোপন বিষয় যা আল্লাহকে ডাকার সময় বান্দাকে মনোযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে উপযোগী করে তোলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ বিচারক ও পরম দয়ালু। বান্দার জন্য কোনটা কল্যাণকর তিনিই অধিক জ্ঞাত। আর তিনি অধিক দয়াশীল তার স্বীয় ব্যক্তি জীবনের চেয়ে, এমনকি তার পিতা-মাতার চেয়েও। যখন তার উপর এমন কিছু নাযিল হয় যা সে অপসন্দ করে সেটাই তার জন্য কল্যাণকর। এটা আল্লাহ করে থাকেন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তাদের উপর দয়া স্বরূপ।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, তাকে না দেওয়াটাও একটা দান। এটা এজন্য যে তিনি তাকে কৃপণতা ও অন্য খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেন। মূলতঃ তিনি বান্দার কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখেন। অতঃপর তাকে না দেওয়াটাও কল্যাণকর বিষয়'।[১৮]

৭. মানুষ তার কাজের ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞাত : সে এমন কিছু চায় যা তার উপযোগী নয় বরং তার জন্য ক্ষতিকর। এর উদাহরণ ঐ উত্তেজিত শিশুর ন্যায় যে মিষ্টান্ন চায় অথচ সেটা তার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং মানুষের জন্য কোনটা কল্যাণকর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، 'তোমরা এমন বহু কিছু অপসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*।

---

১৬. *মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭।*

১৭. *বারদুল আকবাদ ইন্দা ফাকদিল আওলাদ, ৩৮ পৃ.।*

১৮. *মাদারিজুস সালিকীন ২/২১৫ পৃ.।*

৮. মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত পূর্ণ করা : আল্লাহ চান তাঁর বান্দারা মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত পূর্ণ করুক। তিনি তাদের বিভিন্ন রকমের মুছীবত দ্বারা পরীক্ষা করেন। কখনো দেরীতে দো'আ কবুলের মাধ্যমেও। যাতে তাঁর বান্দারা দো'আ নামক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের পূর্ণতার উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে। কেননা যথাযোগ্য ইবাদতেই বান্দার মর্যাদা পূর্ণ হয়। সুতরাং যখন একজন বান্দা যথাযোগ্য ইবাদত বৃদ্ধি করে তখন তার পূর্ণতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাথে সাথে তার মর্যাদাও বেশী হয়'।[১৯] ফলে দো'আ কবুল হ'তে দেরী হ'লে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে উত্তম কিছু পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাহ'লে ভাল কিছুই অর্জন হবে।

৯. প্রিয় ব্যক্তিদের নিকট কষ্ট আসে : আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের দুনিয়ায় কষ্টের সম্মুখীন করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ- 'আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন তখন দুনিয়ায় তাকে অতি তাড়াতাড়ি বিপদাপদের সম্মুখীন করেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তার গুনাহের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে ক্বিয়ামতের দিন তাকে এর পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদের তিনি পরীক্ষায় ফেলেন। যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি থাকে। আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ্র) অসন্তুষ্টি থাকে'।[২০]

সুতরাং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্র কাছে কল্যাণ কামনা করতে হবে। কেননা তিনিই একমাত্র জানেন বান্দার কল্যাণ কোথায়। মহান আল্লাহ বলেন, فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا- 'যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*।

পরিশেষে বলব, দো'আ করে কখনও নিরাশ হওয়া যাবে না। বরং দো'আ কবুল হোক বা না হোক, আল্লাহ্র নিকট দো'আ অব্যাহত রাখতে হবে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটি স্মরণ রাখতে হবে। যেখানে তিনি বলেছেন, কোন মুসলিম দো'আ করার সময় কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দো'আ না করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে এ তিনটির একটি দান করেন। (১) হয়তো তাকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দুনিয়ায় দান করেন, অথবা (২) তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন অথবা (৩) তার কোন অকল্যাণ বা বিপদাপদকে তার থেকে দূর করে দেন'।[২১] আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেককে কবুলযোগ্য দো'আ করার তওফীক দান করুন-আমীন!

---

১৯. *উবুদিয়াত লি ইবনু তাইমিয়াহ ৮০ পৃ.।*

২০. *তিরমিযী হা/২৩৯৬; ছহীহাহ হা/১২২০; মিশকাত হা/১৫৬৫।*

২১. *আহমাদ হা/১১১৪৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৩৩; মিশকাত হা/২২৫৯।*

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়
- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ূ নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ | ফোন : ৭৭৩০৬৬
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০।
শাখা-১
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫।
শাখা-২
ব্লক-এ, ৩নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৩য় কিস্তি)

(গ) লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ :

পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীছ সংকলন ও সংরক্ষণ প্রচেষ্টাও একই সাথে শুরু হয়েছিল। তবে রাসূল (ছা.) প্রথম পর্যায়ে কুরআনের মত হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছা.) বলেন, لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ ‘তোমরা আমার বাণী লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ব্যতীত আমার কোন কথা কেউ যদি লিপিবদ্ধ করে থাকে, তবে সেটা যেন মুছে ফেলে’।[১] ফলে ছাহাবীরা সাধারণত হাদীছ মুখস্থই সংরক্ষণ করতেন। তবে যেটি লক্ষ্যণীয় তা হ’ল, হাদীছ লিখিতভাবে সংরক্ষণে রাসূল (ছা.) ছাহাবীদেরকে সাধারণভাবে নিষেধ করেছিলেন, আবার একই সাথে কোন কোন ছাহাবীকে অনুমতিও দিয়েছিলেন। সমসাময়িক বিদ্বানগণ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং রাসূল (ছা.)-এর এই বিপরীতমুখী নির্দেশনার জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হ’ল।

নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ :

ক. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছা.) বলেন, لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ‘তোমরা আমার বাণী লিপিবদ্ধ করো না, যে ব্যক্তি আমার থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করে, সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা আমার পক্ষ থেকে (যা শোন তা) বর্ণনা কর, তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়’।[২]

খ. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا، ‘আমরা রাসূল (ছা.)-এর নিকট (হাদীছ) লেখার অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন’।[৩]

গ. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَكْتُبُ الْأَحَادِيثَ- فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي تَكْتُبُونَ؟ قُلْنَا: أَحَادِيثَ سَمِعْنَاهَا مِنْكَ. قَالَ: أَكِتَابًا غَيْرَ كِتَابِ اللهِ تُرِيدُونَ؟ مَا أَضَلَّ الْأُمَمَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلَّا مَا اكْتَتَبُوا مِنَ الْكُتُبِ مَعَ كِتَابِ اللهِ ‘রাসূল (ছা.) আমাদের নিকট আসলেন। এমতাবস্থায় আমরা হাদীছ লিখছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, এটা কি লিখছ তোমরা? আমরা বললাম, সেসব হাদীছ লিখছি, যা আপনার নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাব বাদ দিয়ে অন্য কোন কিতাব কামনা কর? তোমাদের পূর্বে যে উম্মতই আল্লাহ্র কিতাবের সাথে অন্য কোন কিতাব রচনা করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে’।[৪]

ঘ. যায়েদ ইবনু ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى أَنْ يُكْتَبَ حَدِيثُهُ ‘রাসূল (ছা.) তাঁর হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছেন’।[৫]

অনুমতি প্রদানের হাদীছসমূহ :

ক. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল ‘আছ (রা.) বলেন, كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أُرِيدُ حِفْظَهُ- فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ- فَقَالُوا : إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ بَشَرٌ- يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا- فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ- ‘আমি রাসূল (ছা.) থেকে যা কিছু শুনতাম, তা লিখে রাখতাম। এর দ্বারা আমি তা সংরক্ষণ করতে চাইতাম। কিন্তু কুরায়েশরা আমাকে এটা করতে নিষেধ করল এবং বলল, তুমি রাসূল (ছা.) থেকে যা-ই শোন তা-ই লেখ, অথচ রাসূল (ছা.) একজন মানুষ। তিনি কখনও রাগতবস্থায় কিংবা কখনও প্রশান্ত অবস্থায় কথা বলেন। তখন আমি লেখা থেকে বিরত হ’লাম এবং রাসূল (ছা.)-কে বিষয়টি অবহিত করলাম। তখন রাসূল (ছা.) বললেন, তুমি লেখ। সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! আমার মুখ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই বের হয় না’।[৬] রাসূল (ছা.)-এর উক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হাদীছের একটি সংকলন তৈরী করেছিলেন। যা ‘ছহীফাহ ছাদিক্বাহ’ নামে পরিচিত।

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّى، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ

---

১. মুসলিম হা/৩০০৪।
২. মুসলিম হা/৩০০৪।
৩. তিরমিযী হা/২৬৬৫; খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম (বৈরূত : ইহইয়াউস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ, ২য় প্রকাশ : ১৯৭৪খ্রি.), পৃ. ৩৩। হাদীছটির সনদ দুর্বল ও মুনকার। দ্র. মুছত্বফা আল-আ‘যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নাবাভী, পৃ. ৭৭)। তবে নাছিরুদ্দীন আলবানী সুনানুত তিরমিযীর তাহক্বীকে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
৪. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৩৩। হাদীছটির সনদ দুর্বল। দ্র. মুছত্বফা আল-আ‘যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, পৃ. ৭৭।
৫. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৩৫। হাদীছটির সনদ দুর্বল। দ্র. দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, পৃ. ৭৮।
৬. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৮০।

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ، 'রাসূল (ছা.)-এর এমন কোন ছাহাবী ছিলেন না যিনি রাসূল (ছা.) থেকে আমার চেয়ে অধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ব্যতীত। কেননা তিনি হাদীছ লিখতেন আর আমি লিখতাম না'।[৭]

গ. রাফি' ইবনু খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছা.)-কে বললাম, আমরা আপনার নিকট থেকে অনেক কিছু শুনি। আমরা কি সেগুলি লিখে রাখব না? রাসূল (ছা.) বলেন, اُكْتُبُوْا وَلاَ حَرَجَ 'তোমরা লেখ, কোন সমস্যা নেই'।[৮]

ঘ. মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছা.) একটি বক্তব্য প্রদান করেন। তখন শ্রোতাদের মধ্যে একজন আবূ শাহ ইয়েমেনী রাসূল (ছা.)-এর কাছে এই বক্তব্য লিখিত আকারে চাইলেন। তখন রাসূল (ছা.) ছাহাবীদেরকে বললেন, اُكْتُبُوا لأَبِى شَاهٍ 'তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও'।[৯]

ঙ. আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (ছা.) বলেছেন, قَيِّدُوا العِلْمَ بِالكِتَابِ، 'তোমরা জ্ঞানকে কলমবন্দী কর'।[১০]

চ. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রা.) বলেন, রাসূল (ছা.) বলেন, قيدوا العلم 'তোমরা জ্ঞানকে সংরক্ষণ কর'। আমি বললাম, কিভাবে সংরক্ষণ করব? তিনি বললেন, 'লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে'।[১১]

ছ. রাসূল (ছা.) আমর ইবনু হাযম সহ অন্যান্যদেরকে ছাদাকাহ, দিয়াত, উত্তরাধিকার সম্পত্তি এবং নানাবিধ সুন্নাহ লিখিত আকারে প্রদান করেছিলেন।[১২]

জ. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছা.) মৃত্যুশয্যায় যখন কাতরাচ্ছিলেন তখন বলেন, اِئْتُونِى بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، 'আমার কাছে একটি খাতা নিয়ে এসো। আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দেব, যাতে তোমরা পরবর্তীতে পথচ্যুত না হও'।[১৩] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, লেখনীর অনুমতি প্রমাণে এই হাদীছও একটি দলীল। তিনি উম্মতের জন্য এমন কিছু লিখতে চেয়েছিলেন যার দ্বারা তারা মতভেদ থেকে বাঁচতে পারে। আর তাঁর এই ইচ্ছা প্রকাশ নিঃসন্দেহে যথার্থ ছিল।[১৪]

৭. বুখারী হা/১১৩।
৮. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৭২।
৯. বুখারী হা/২৪৩৪, ৬৮৮০।
১০. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি হা/৩৯৫।
১১. বায়হাক্বী, আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, তাহক্বীক : ড. যিয়াউর রহমান আল-আ'যামী (কুয়েত, দারুল খুলাফা, ১৪০৪হি.) হা/৭৬৬; জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি হা/৪১২।
১২. জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি হা/৩৯২।
১৩. বুখারী হা/১১৪, ৩০৫৩, ৩১৬৮, ৪৪৩১, ৪৪৩২, ৫৬৬৯, ৭৩৬৬।
১৪. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ১/২১০।

সমন্বয়ী মত :

আজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উভয়মুখী হাদীছসমূহের মাঝে সমন্বয়ে ওলামায়ে কেরাম বেশ কিছু সমাধানসূচক মন্তব্য করেছেন। যেমন -

ক. নিষেধাজ্ঞাটি পরবর্তীকালে অনুমোদনের হাদীছ দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে নিষেধ করা হ'লেও পরবর্তীতে অনুমতি প্রদান করা হয়। যার প্রমাণ হ'ল ছাহাবীদেরকে রাসূল (ছা.) আবূ শাহের জন্য লিখে দিতে নির্দেশ দেন। আর তা ছিল মক্কা বিজয়ের দিন।[১৫]

খ. প্রাথমিক যুগে কুরআনের সাথে সংমিশ্রিত হওয়ার আশংকায় হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এমন শংকা দূর হ'লে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।[১৬] খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) বলেন, ونهي عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت , والمميزين بين الوحي وغيره، لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين، فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن، ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن 'হাদীছ লেখার ব্যাপারে প্রাথমিক যুগে শক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল এই যে, তখন এমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কম ছিল, যারা অহী এবং অন্য কিছুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কেননা অধিকাংশ আরব বেদুঈনরা তখনও দ্বীনের ব্যাপারে ভাল জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়নি এবং জ্ঞানী-গুণীদের সংস্পর্শে আসেনি। ফলে তারা সেসব (হাদীছের) পাণ্ডুলিপি কুরআনের সাথে মিশিয়ে ফেলবে না এবং তা আল্লাহ্র কালাম হিসাবে বিশ্বাস করে বসবে না, এমন নিশ্চয়তা ছিল না।[১৭]

১৫. ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীছ (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ৪১২; আল-খাত্তাবী, মা'আলিমুস সুনান শারহু আবূদাঊদ (আলেপ্পো : আল-মাতবা'আহ আল ইলমিয়াহ, ১৯৩২ খ্রি.), ৪/১৮৪; আন-নববী, আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম, ৯/১৩০; আস-সাখাভী, ফাৎহুল মুগীছ, ৩/৩৯। আব্দুল গনী আব্দুল খালেক এটিকে 'নসখ' বলতে রাযী নন। তিনি বলেন, সংমিশ্রণের আশংকা ব্যতীত সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করার কোন কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং প্রথমদিকে সম্পূর্ণভাবে হাদীছ লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সাধারণভাবে অনুমতি দেয়া হয় এ কথা ঠিক নয়। বরং ইবনু হাজারের কথাটিই যথার্থ যেখানে তিনি বলেছেন, النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس 'নিষেধাজ্ঞাটি প্রথম যুগের। আর অনুমোদনের বিষয়টি পরবর্তী যা পূর্বতন হুকুমকে বাতিল করেছে যদি না সেখানে সংমিশ্রণের আশংকা থাকে' (ফাৎহুল বারী, ১/২০৮)। অর্থাৎ সংমিশ্রণের আশংকা থাকলে সর্বাবস্থায় লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ। তবে সে আশংকা না থাকলে সর্বাবস্থায় জায়েয। সুতরাং এখানে 'নসখ' শব্দটি ব্যবহার করা অপ্রাসঙ্গিক। দ্র. আব্দুল গনী আব্দুল খালেক, হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৪৪। আমার মতে, এখানে 'নসখ' শব্দটি পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করেছেন, পারিভাষিক অর্থে নয়। সুতরাং শব্দ যেটিই ব্যবহৃত হোক না কেন, উদ্দেশ্য এটাই যে, প্রথমাবস্থায় কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকা ছিল। পরবর্তীতে সে আশংকা দূর হয়ে যাওয়ায় মুসলিম উম্মাহ হাদীছ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছে।- গবেষক।
১৬. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী, ১/৪৯৫।
১৭. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৫৭।

গ. নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ছিল কুরআনের সাথে একই স্থানে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা তারা রাসূল (ছা.)-এর নিকট থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা শুনতেন এবং কেউ সম্ভবতঃ তা কুরআনের সাথেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফলে তাতে সংমিশ্রণ এবং পাঠকের জন্য বিভ্রান্তির আশংকা সৃষ্টি হয় কিংবা একই ছহীফাতে উভয়টি লিখলে ক্বারী বা পাঠক তা একই বস্তু মনে করার আশংকা তৈরী হয়। সেজন্য এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। তবে কুরআন ব্যতীত পৃথক কোন পৃষ্ঠা বা বস্তুতে হাদীছ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি বহাল ছিল।[১৮]

ঘ. এই নিষেধাজ্ঞা কেবল অহী লেখক ছাহাবীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। যদি তাদেরকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হ'ত, তাহলে তা কুরআনের সাথে নিশ্চিতভাবে সংমিশ্রিত হয়ে যেত। অন্যদের ক্ষেত্রে এ আশংকা না থাকায় এটি জায়েয ছিল।[১৯]

ঙ. যাদের স্মরণশক্তি নির্ভরযোগ্য ছিল এবং ভুল থেকে নিরাপদ ছিল তাদের জন্য এরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, কেননা তারা হয়তো কেবল লেখনীর উপর নির্ভর করে বসতো। তবে যাদের ভুলে যাওয়ার আশংকা ছিল এবং স্মরণশক্তি দুর্বল ছিল তাদের জন্য লেখনীর অনুমতি ছিল।[২০]

চ. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ছিলেন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পাঠক। তিনি সুরিয়ানী এবং আরবী ভাষা লিখতে জানতেন। কিন্তু অন্য ছাহাবীরা অধিকাংশই লেখনীতে পারদর্শী ছিলেন না। ফলে তারা ভুল করবেন এই আশংকায় তাদের নিষেধ করা হয় এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের জন্য এই আশংকা না থাকায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল।[২১]

পর্যালোচনা :

প্রথমতঃ নিষেধাজ্ঞার হাদীছগুলির মধ্যে কেবল আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি ব্যতীত বাকি সবগুলিই যঈফ।[২২] উপরন্তু হাদীছটি মারফূ' না মাওকূফ তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ইমাম বুখারী (২৫৬হি.) বলেন, এটি মাওকূফ হওয়াই ছহীহ।[২৩] আর ছাহাবী এবং তাবেঈদের মধ্যে যারা লিপিবদ্ধকরণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন যেমন আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.), আবূ হুরায়রা (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) প্রমুখ, তারা প্রত্যেকেই মুখস্থ ছেড়ে লেখনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া এবং ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়ার শংকা থেকে এমন অবস্থান নিয়েছিলেন। যা তাদের বর্ণনায় স্পষ্ট। কিন্তু পরবর্তীতে তারা অধিকাংশই উক্ত অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকেও হাদীছ লিপিবদ্ধ করার দলীল পাওয়া গেছে।

রামহারমুযী (৩৬০হি.) বলেন, وإنما كره الكتاب من كره من الصدر الأول، لقرب العهد، وتقارب الإسناد ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله، أو يرغب عن تحفظه والعمل به، فأما والوقت متباعد، والإسناد غير متقارب، والطرق مختلفة، والنقلة متشابهون، وآفة النسيان معترضة، والوهم غير مأمون، فإن تقييد العلم بالكتاب أولى وأشفى، والدليل على وجوبه أقوى 'যারা লেখনী অপসন্দ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন প্রথম যুগের মানুষ। কেননা তাঁরা ছিলেন রাসূল (ছা.)-এর সমসাময়িক যুগের এবং তাঁদের সনদসূত্র ছিল নিকটবর্তী। এছাড়া তাঁরা এজন্য অপছন্দ করেছিলেন যেন লেখকরা লেখনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে অবহেলা না করে বসে এবং তা মুখস্থ সংরক্ষণ ও আমলে পরিণত করতে গাফলতী না করে। তবে যখন সময় অনেক দূরবর্তী হ'ল, সনদসূত্র দীর্ঘতর ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হ'ল, বর্ণনাকারীগণ পরস্পর মিশ্রিত হয়ে যেতে লাগল, ভুলে যাওয়ার বিপদ উপস্থিত হ'ল, সন্দেহ থেকে বাঁচার পথ অনিরাপদ হয়ে গেল, তখন লেখনীর মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণই ছিল অধিক অগ্রগণ্য ও নিরাপদ। আর এটা যে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ছিল সে ব্যাপারে শক্তিশালী দলীল বিদ্যমান।।[২৪]

সুতরাং হাদীছ লিপিবদ্ধকরণে রাসূল (ছা.)-এর নিষেধাজ্ঞা এবং ছাহাবী ও তাবেঈদের বিরূপভাব সবই ছিল একটি সাময়িক প্রেক্ষাপটে। এছাড়া লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, তাঁরা হাদীছ সংরক্ষণের প্রশ্নে কখনই বিতর্ক করেননি, বরং তাঁদের মধ্যে বিতর্ক ছিল কিভাবে সংরক্ষিত হবে– মুখস্থকরণ না কি লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে?

দ্বিতীয়তঃ খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) তাঁর 'তাক্বয়ীদুল ইলম' গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে এই বিতর্কটি সমাধানের উদ্যোগ নেন। এর প্রথম অংশে তিনি লেখনীর ব্যাপারে অনীহা প্রকাশক হাদীছ এবং ছাহাবী ও তাবেঈদের আছার উল্লেখ করেন। পরের অংশে ৩ জন ছাহাবী ও তাবেঈ'র নেতিবাচক অবস্থানের কারণ উল্লেখ করেছেন। আর শেষাংশে সে সকল হাদীছ এবং ছাহাবী ও তাবেঈদের আছার নিয়ে এসেছেন, যা হাদীছ লেখনীর বৈধতা প্রমাণ করে।[২৫] অতঃপর ড. মুছত্বফা

১৮. আল-খাত্তাবী, মা'আলিমুস সুনান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; ফাৎহুল বারী, ১/২০৮; তাদরীবুর রাবী, ১/৪৯৫।

১৯. আব্দুল গনী আব্দুল খালেক, হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৪৪।

২০. ফাৎহুল বারী, ১/২০; নববী, শরহ মুসলিম, ৯/১৩০; আস-সাখাভী, ফাতহুল মুগীছ, ৩/৩৯।

২১. ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীছ, পৃ. ৪১২।

২২. মুছত্বফা আল-আ'যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, ১/৭৬-৭৮; আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী, আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ, পৃ. ৩৪-৪৩; রিফ'আত ফাওযী, তাওছীকুস সুন্নাহ ফিল ক্বারনিছ ছানী আল-হিজরী, পৃ. ৪৬।

২৩. ফাৎহুল বারী, ১/২০৮; খত্বীব আল-বাগদাদীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন (তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৩১)।

২৪. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৩৬-৪৩, ৪৯-৬১, ৮৭-৯৮। দ্র. আর-রামহারমুযী, আল-মুহাদ্দিছুল ফাছিল, পৃ. ৩৮৬।

২৫. তিনি বলেন, '(হাদীছের গ্রন্থ রচনায়) প্রাথমিক বিরূপ মনোভাবের পর লোকেরা ব্যাপকাকারে হাদীছের কিতাবসমূহ ব্যবহার করা শুরু করল এবং তা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। কেননা বর্ণনাসমূহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সনদসূত্রসমূহ অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। হাদীছ বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের নাম, উপনাম, বংশীয় উপাধি

আল-আ'যামী (২০১৭খ্রি.) তাঁর সুদীর্ঘ আয়াসসাধ্য বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন, যে সকল ছাহাবী এবং তাবেঈ অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তাদের দু'একজন বাদে সকলের পক্ষ থেকেই হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের উদাহরণ রয়েছে। এতে তিনি ৫২ জন ছাহাবীর তালিকা সহ ১ম হিজরী শতকে হাদীছ লিপিবদ্ধকারী জ্যেষ্ঠ ৫৩ জন তাবেঈ এবং কনিষ্ঠ ২৫২ জন তাবেঈ'র তালিকা বৃত্তান্ত সহকারে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে তাদের হাদীছ লেখনীর অনুমোদন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।[২৬] নববী (রহঃ) বলেন, ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف অর্থাৎ '(প্রাথমিক দ্বিধাগ্রস্ততার পর) মুসলমানরা লেখনীর বৈধতার ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে মতপার্থক্য দূর হয়ে যায়'।[২৭] সুতরাং এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তৃতীয়তঃ হাদীছ সংকলন সম্পর্কে রাসূল (ছা.)-এর গৃহীত নীতি থেকে স্পষ্ট হয় যে, হাদীছ সংকলন প্রাথমিক পর্যায়ে দু'টি ধাপ অতিক্রম করেছিল। প্রথম ধাপে হাদীছ সংকলন নিষিদ্ধ করা হয় যেন তা কুরআনের সাথে সংমিশ্রিত না হয়ে যায়। কেননা ছাহাবীগণ তখন ছিলেন সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী। আর দ্বিতীয় ধাপে হাদীছ সংকলনের অনুমতি দেয়া হয় যখন দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ছাহাবীগণ কুরআনকে সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ও কুরআনের সাথে অন্যান্য লেখনীর পার্থক্য বুঝে নিয়েছিলেন। আস-সিবাঈ (১৯৬৪খ্রি.) বলেন, وأعتقد أنه ليس هنالك تعارض حقيقي بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن، إذا فهمنا النهي على أنه نهي عن التدوين الرسمي كما كان يُدَوِّنُ القرآن، وأما الإذن فهو سماح بتدوين نصوص مِنَ السُّنَّةِ لظروف وملابسات خاصة أو سماح لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون السُّنَّةَ لأنفسهم 'আমার বিশ্বাস এই যে, নিষেধাজ্ঞা ও অনুমোদনের হাদীছ সমূহের মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। যেহেতু আমরা বুঝতে পেরেছি যে, নিষেধাজ্ঞা ছিল কুরআনের মত হাদীছের আনুষ্ঠানিক সংকলনের ব্যাপারে। আর অনুমতি ছিল বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুন্নাহ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অথবা কিছু ছাহাবীর জন্য যারা ব্যক্তিগত সংরক্ষণের জন্য সুন্নাহ লিখে রাখতেন'।[২৮]

প্রভৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হাদীছের বর্ণসমষ্টিতেও বিভক্তি দেখা দিতে থাকে। এমতবস্থায় এত সব কিছু মুখস্ত রাখা মানুষের জন্য অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। ফলে হাদীছের কিতাবসমূহ এই যুগে মুখস্তকারীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠল। এর সাথে যুক্ত হ'ল সেসব লোকদের জন্য রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ লিখনের অনুমতি যাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল এবং সেই সাথে ছাহাবী, তাবিঈ এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের আমল, যারা একসময় লেখনীর বিরোধী ছিলেন। দ্র. খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৬৪।

২৬. *দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, ১/৮৪-৩২৫।*
২৭. *আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম, ১৮/১৩০।*
২৮. *মুছত্বফা আস-সিবাঈ, আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা, পৃ. ৬১।*

মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭খ্রি.) বলেন, 'সন্দেহ নেই যে, বিভিন্ন যুগে বেশ কিছু মুহাদ্দিছ ছিলেন যারা হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচি এবং বিশেষ পরিস্থিতির কারণে। অবশ্য তারা পরে কোন একসময়ে হাদীছ লেখার ব্যাপারে পুনরায় প্রবৃত্তও হয়েছিলেন। যাইহোক প্রথম যুগে লিখিত কুরআনের সাথে কিছু ব্যাখ্যামূলক শব্দ লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে কুরআনুল কারীমের কিছু কিছু অপ্রচলিত পাঠ্য (কিরাআত) সৃষ্টি হওয়া এবং বৃহৎ একদল ছাহাবীর হাদীছ সংকলন কর্ম খুব স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, লেখনীর প্রতি তাদের বিরূপভাব কখনই সর্বব্যাপী এবং স্থায়ী ছিল না'।[২৯]

চতুর্থতঃ রাসূল (ছা.) তাঁর বাণীসমূহ উম্মতের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তা সংরক্ষণ না করা হ'ত, তবে এই প্রচারের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। কেননা এতে ইলম হারিয়ে যেত এবং বহু হাদীছ এমন হ'ত যে উম্মতের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছাতই না। আর ভুলে যাওয়া অধিকাংশ মানুষের প্রাকৃতিক প্রবণতা। সুতরাং মুখস্থকরণ ভুলের হাত থেকে নিরাপদ নয়। সেজন্য রাসূল (ছা.) কেউ ভুলে যাওয়ার আশংকা করলে তাকে লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের দিনে আবূ শাহকে হাদীছ লিখে দিতে বলেছেন। পরে ছাদাকা, মুক্তিপণ প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ অবস্থায় ছাহাবীদেরকে প্রদান করেছিলেন। রাবীগণ এ ঘটনাগুলি বর্ণনাও করেছেন। পূর্ব যুগের এবং পরবর্তী যুগে কোন আলেমই এ বিষয়ে আপত্তি তোলেননি। সুতরাং এখান থেকে হাদীছ লেখনীর বৈধতা সুস্পষ্ট হয়।[৩০]

পঞ্চমতঃ রাসূল (ছা.) ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্‌র শিক্ষক। শরী'আত প্রণয়নকালে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণার্থে কোন বিষয়ে তিনি শুরুতে সাময়িকভাবে একরকম নির্দেশ দিয়েছেন, পরবর্তীতে সেটি পরিবর্তন করেছেন। যেমন ইসলামের প্রথম যুগে মুত'আহ বিবাহের অনুমতি ছিল।[৩১] কিন্তু খায়বারের যুদ্ধের দিন এটি নিষিদ্ধ করা হয়।[৩২] অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন সাময়িকভাবে আবার মুত'আহ বিবাহের অনুমতি দেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তা ক্বিয়ামত অবধি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৩৩] তেমনিভাবে রাসূল (ছা.) প্রাথমিকভাবে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।[৩৪] সুতরাং একইভাবে বিশেষ প্রেক্ষাপটে রাসূল (ছা.) লেখনীর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। আবার সেই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তিনি হাদীছ লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং নির্দেশও প্রদান করেছিলেন, যা বিগত দলীলসমূহে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

(ক্রমশঃ)

২৯. *দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, ১/৮৩।*
৩০. *মা'আলিমুস সুনান, ৪/১৮৪।*
৩১. *বুখারী হা/৫১১৭; মুসলিম হা/১৪০৫।*
৩২. *বুখারী হা/৪২১৬, ৫১১৫, ৫৫২৩, ৬৯৬১; মুসলিম হা/১৪০৭।*
৩৩. *মুসলিম হা/১৪০৬।*
৩৪. *মুসলিম হা/৯৭৭, ১৯৭৭।*

ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণতি

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

(২য় কিস্তি)

ছালাত ত্যাগকারীর ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের অবস্থান

ইসলামে ছালাত পরিত্যাগকারীর কোন অবস্থান নেই : যে সকল আমলের মাধ্যমে মানুষের ঈমান টিকে থাকে তার মধ্যে সর্বাধিক বড় মাধ্যম হ'ল ছালাত। কেউ ছালাত ত্যাগ করলে ইসলামে কোন অংশ থাকবে না বলে ছাহাবায়ে কেরাম সতর্ক করে দিয়েছেন। মুমূর্ষু অবস্থায় থাকাকালীন ছালাতের কথা বলা হ'লে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ أَضَاعَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، 'নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির ইসলামে কোন অবস্থান নেই, যে ছালাত বিনষ্ট করে। অতঃপর ওমর (রাঃ) ছালাত পড়লেন অথচ তার জখম হ'তে তখনও রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল'।[১]

ছালাত ত্যাগকারী ঈমানহীন মানুষ : ছালাতহীন মানুষ ঈমানহীন মানুষের মত। কেউ ছালাত পরিত্যাগ করলে তার ঈমান থাকবে না। এজন্য ছালাত ত্যাগ করা যাবে না। যেমন আছারে এসেছে, وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ صَلَاةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ، আবু দ্দারদা (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত পড়ে না তার ঈমান নেই। আর যে ব্যক্তি ওযূ করেনি তার ছালাত হবে না'।[২] عَنِ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلاَ دِينَ لَه، ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত ত্যাগ করে, তার দ্বীনই নেই'।[৩]

মুছ'আব বিন সা'দ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, হে পিতা! আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 'যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন' *(মা'ঊন ১০৭/৫)*। এই আয়াত সম্পর্কে আপনি কি বলেন? আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যার ছালাতে উদাসীনতা আসে না? কে এমন আছে ছালাত পড়তে গিয়ে যার মনে বিভিন্ন কথা স্মরণ হয় না? তিনি বললেন, لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ إِضَاعَةُ الْوَقْتِ يَلْهُو حَتَّى يَضِيعَ الْوَقْتُ বিষয়টা এরকম নয়। এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ছালাত নষ্ট করা। যারা আজে-বাজে (দুনিয়াবী) কাজে লিপ্ত থেকে ছালাতের সময়কে নষ্ট করে দিবে'।[৪]

জাবের বিন আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হ'ল- مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ، 'রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে আমলসমূহের মধ্যে কোন আমলটি আপনাদের নিকট ঈমান এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে বিবেচিত হ'ত? তিনি বললেন, ছালাত'।[৫]

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

যায়েদ বিন ওয়াহাব হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আমি হুযায়ফা (রাঃ)-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার রুকূ'-সিজদা পূর্ণ করছে না। সে ছালাত শেষ করলে তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি কতদিন থেকে এভাবে ছালাত আদায় কর? লোকটি বলল, চল্লিশ বছর। হুযায়ফা (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি ছালাত আদায় করনি। শাক্বীক্ব বলেন, আমার মনে হয় হুযায়ফা এ কথাও বলেছেন, যদি তুমি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর, তাহ'লে নবী করীম (ছাঃ)-কে যে প্রকৃতির উপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, তুমি তার বাইরে মৃত্যুবরণ করবে'।[৬]

অনুরূপ বর্ণনা রাসূল (ছাঃ) থেকেও এসেছে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ يَنْقُرُ فِيْ سُجُودِهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا– 'একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার ছালাতে পূর্ণভাবে রুকূ' করছে না এবং ঠকঠক করে (তাড়াতাড়ি) সিজদা করছে। এ দেখে তিনি বললেন, এ ব্যক্তি যদি এই অবস্থায় মারা যায়, তাহ'লে তার মরণ মুহাম্মাদী মিল্লাতের উপর হবে না। অতঃপর তিনি

১. *বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৬৭৩; আবুবকর ইবনুল খাল্লাল, আস-সুন্নাহ হা/১৩৮৮; মারওয়াযী, তা'যীমু ক্বাদরিস ছালাত হা/৯২৯, সনদ ছহীহ, জামে'উল উছূল হা/৫২২৫।*
২. *ছহীহুত তারগীব হা/৫৭৫; আস-সুন্নাহ হা/১৩৮৪।*
৩. *তাবারানী কাবীর হা/৮৮৪৭-৪৮; ছহীহুত তারগবি হা/৫৭৪।*
৪. *আবু ইয়া'লা হা/৭০৪; ছহীহুত তারগীব হা/৫৭৬; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৩৭৭, সনদ হাসান।*
৫. *ইবনু বাত্ত্বা, আল-ইবানাতুল কুবরা হা/৮৭৬; মারূযী, তা'যীমু ক্বাদরিছ ছালাত হা/৮৯৩।*
৬. *বুখারী হা/৩৮৯, ৮০৮; মিশকাত হা/৮৮৪।*

বললেন, যে ব্যক্তি তার রুকূ' সম্পূর্ণরূপে করে না এবং ঠকাঠক (তাড়াহুড়া করে) সিজদা করে তার উদাহরণ সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত, যে একটি অথবা দু'টি খেজুর তো খায় অথচ তা তাকে মোটেই পরিতৃপ্ত করে না'।[৭] বিলাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একদা দেখলেন একজন লোক রুকূ'-সিজদা পরিপূর্ণরূপে করছে না। তখন তিনি বললেন, এ লোক (এ অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ধর্মের বাইরে মৃত্যুবরণ করবে।[৮] ছালাত আদায় করার পরেও যখন ত্রুটি হওয়ার কারণে মিল্লাতে মুহাম্মাদীর উপর টিকে থাকা যাচ্ছে না সেখানে ছালাত পরিত্যাগকারীর অবস্থা কতটা ভয়াবহ হবে তা সহজে বুঝা যায়।

ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ বলেন, قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافِرٌ، 'রাসুল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত, ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের। অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত বিদ্বানগণের অভিমত হ'ল, বিনা কারণে ইচ্ছাকৃত-ভাবে ওয়াক্তের শেষ সীমাতেও ছালাত বর্জনকারী কাফের।[৯]

ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ فَرْضٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ. 'ছাহাবীদের মধ্যে ওমর, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ, মু'আয বিন জাবাল ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা এসেছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত একটি ফরয ছালাত পরিত্যাগ করবে এমতাবস্থায় যে, ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে গেল তাহ'লে সে কাফের মুরতাদ'।[১০]

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يُشْرِكَ فَيَكْفُرَ أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ 'আমার নিকট এ মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীরা বলতেন, বান্দা এবং শিরককারীর মধ্যে পার্থক্য হ'ল এই যে, সে বিনা ওযরে ছালাত পরিত্যাগ করল'।[১১]

সূরা মা'আরিজ ২৩ আয়াতের তাফসীরে ইমাম কাতাদা (রহঃ) বলেন, ذُكِرَ لَنَا أَنَّ دَانْيَالَ نَعَتَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يُصَلُّونَ صَلَاةً لَوْ صَلَّاهَا قَوْمُ نُوحٍ مَا أُغْرِقُوا، وَعَادٌ مَا أُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الرِّيحُ، وَثَمُودُ مَا أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا خُلُقٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حَسَنٌ، 'দানিয়াল (আঃ) উম্মতে মুহাম্মাদী (ছাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, তারা ছালাত আদায় করে। যদি নূহের সম্প্রদায় ছালাত আদায় করত তাহ'লে তারা ডুবে মরত না। আ'দ সম্প্রদায় ছালাত আদায় করলে তাদের প্রতি ঝড়-তুফান পাঠিয়ে ধ্বংস করা হ'ত না। ছামূদ সম্প্রদায় ছালাত আদায় করলে তাদেরকে গর্জন-ভূমিকম্প পাকড়াও করত না। অতএব তোমাদের জন্য ছালাত আদায় করা আবশ্যক। কারণ এটি মুমিনদের জন্য সুন্দর চরিত্রের অংশ'।[১২]

ছালাত ত্যাগকারীর ব্যাপারে চার ইমামের অভিমত :

হানাফী মাযহাবের অভিমত :

হানাফীদের অভিমত হ'ল অলসতাবশত ইচ্ছাকৃত ছালাত পরিত্যাগকারী গুনাহগার। তাকে হত্যা করা যাবে না। বরং শিক্ষাদানের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তাকে বন্দি করা যাবে, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করে অথবা তওবা করে'।[১৩] ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত উল্লেখ করার পর মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, وَنِعْمَ الرَّأْيُ رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ ; إِذِ الْأَقْوَالُ بَاقِيهَا ضَعِيفَةٌ 'আবু হানীফা (রহঃ)-এর অভিমতটি কতই সুন্দর! যেখানে অন্যান্য অভিমতগুলো দুর্বল।[১৪]

মালেকী মাযহাবের অভিমত :

মালেকী মাযহাবের মতে, تَرْكُ الصَّلَاةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلاً لاَ جُحُودًا فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَل حَدًّا أَيْ أَنَّ حُكْمَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَيُغَسَّل، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، 'অস্বীকার নয় বরং উদাসীনতা এবং অলসতাবশত ছালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে মালেকী ও শাফেঈ মাযহাবের অভিমত এই যে, দণ্ড হিসাবে তাকে হত্যা করা হবে। তবে মৃত্যু পরবর্তীতে সে মুসলিমের বিধানে থাকবে। ফলে তাকে গোসল দেওয়া হবে, জানাযার ছালাত আদায় করা হবে এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে'।[১৫]

মালেকী বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনু রুশদ আল-কুরতুবী (রহঃ) বলেন, الصحيح أنه لا يكون كافراً وإن تركها مضيعاً لها أو مفرطاً فيها، إذا كان مقراً بفرضها، 'বিশুদ্ধ মত হ'ল এই যে, সে কাফের হয়ে যাবে না। যদিও সে নিয়মিত ছালাত আদায় না করে বা এ ব্যাপারে সীমালংঘনকারী হয় যতক্ষণ না সে

৭. *তাবারানী কাবীর হা/৩৮৪০; ছহীহুত তারগীব হা/৫২৮।*
৮. *ছহীহুত তারগীব হা/৫৩০।*
৯. *ছহীহুত তারগীব হা/৫৭৫-এর আলোচনা।*
১০. *মুহাল্লা ২/১৫।*
১১. *আবু বকর ইবনু খাল্লাল, আস-সুন্নাহ হা/১৩৭২; ইবনু বাত্তাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা হা/৮৭৭।*
১২. *মুহাম্মাদ বিন নাছর মারূযী, তা'যীমু কাদরিছ ছালাত হা/৬৮।*
১৩. *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া ২৭/৫৪।*
১৪. *মিরকাত ২/৫১০।*
১৫. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৭/৫৪।*

এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার করবে’।[১৬] এরপর তিনি দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীছ পেশ করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيلَةَ، مَن جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيئًا اسْتِخْفَافاً بِهَن، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أن يُدْخله الجنة، ومَن لَم يأتِ بهن، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، ‘আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা সঠিকভাবে আদায় করবে এবং অলসতাহেতু তার কিছুই পরিত্যাগ করবে না, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য অঙ্গীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা (সঠিকভাবে) আদায় করবে না, তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন’।[১৭]

তিনি এই হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, ‘ছালাত বিনষ্টকারীদের জন্য গুনাহগার নাম আবশ্যক করে, কুফর বা কাফের নাম আবশ্যক করে না। আর হাদীছের বাণী, ‘তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন’-এর মর্ম হ’ল, তিনি চাইলে কিছু শাস্তি দিয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বা কোন শাস্তি না দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কেননা যে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদিও সে জাহান্নামে প্রবেশ করে তবে শাফা‘আতের মাধ্যমে তা থেকে বের হয়ে যাবে যেমনটি আছারগুলো স্পষ্টভাবে প্রমান করে’।[১৮] ইবনু রুশদ বলেন, وسألته عمن ترك الصلاة، قال: يقال له: صل، وإلا ضربت عنقه، ‘আমি ইমাম মালেক (রহঃ)-কে ছালাত ত্যাগকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তাকে বলতে হবে, তুমি ছালাত আদায় কর। সে আদায় না করলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। এরপর ইবনু রুশদ বলেন, يريد أنه تضرب عنقه إن أبى أن يصلي حتى خرج الوقت مغيب الشمس للظهر والعصر أو طلوعها للصبح، أو طلوع الفجر للمغرب والعشاء. وهذا ما لا اختلاف فيه في المذهب، ‘এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন যদি সে মাগরিব পর্যন্তও যোহর ও আছরের ছালাত আদায় করতে, সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের ছালাত আদায় করতে এবং ফজর উদয় পর্যন্ত মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহ’লে তার গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে মালেকী মাযহাবে কোন মতভেদ নেই’।[১৯] তিনি আরো বলেন, وإن لم يكن شيء من ذلك في نفسه كفرا على الحقيقة، ‘এর কোনটিই পরিত্যাগ করা প্রকৃত অর্থে কুফর নয়। কিন্তু যে ছালাত, ছিয়াম ও ওযূর ফরযিয়াতকে স্বীকৃতি দিবে এবং তা পালনে অস্বীকৃতি জানাবে অথচ সে তা পালনে সক্ষম। এ বিষয়ে ইমাম মালেকের অভিমত হ’ল- এ সকল বিষয়ে তাকে তওবা করতে বলা হবে। সে যদি কোন একটি বিষয়ে তওবা করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহ’লে তাকে হত্যা করা হবে। বুঝা যায় যে, তাকে হত্যা করা হবে কাফের হিসাবে। তখন তার যাবতীয় সম্পদ মুসলিম জামা‘আতের জন্য হয়ে যাবে যেমন মুরতাদ, যখন তাকে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হত্যা করা হয়’।[২০]

শাফেঈ মাযহাবের অভিমত :

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ صَلَاةً حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتَهَا كَانَ قَدْ تَعَرَّضَ شَرًّا إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللهُ. ‘যদি কোন লোক এক ওয়াক্ত ছালাতও ছেড়ে দেয় এবং এভাবে ওয়াক্ত পার হয়ে যায় তাহ’লে সে মন্দে নিপতিত হয়। তবে আল্লাহ যদি ক্ষমা করে দেন’।[২১] তিনি আরো বলেন, ‘ইসলামে প্রবেশ করার পরে যে ব্যক্তি ফরয ছালাক পরিত্যাগ করে তাকে বলা হবে, কেন ছালাত আদায় করো না? যদি সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে তাহ’লে আমরা তাকে বলব, যখন তোমার স্মরণ হবে তখনই ছালাত আদায় করে নিবে। যদি সে অসুস্থতার কথা বলে তখন আমরা বলব, সাধ্যমত তুমি দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে বা ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সে যদি বলে, আমি সুন্দরভাবে ছালাত আদায়ে সক্ষম কিন্তু ছালাত আদায় করি না। যদি সে স্বীকৃতি দেয় যে, আমার উপর ছালাত ফরয। তাহ’লে তাকে বলা হবে, ছালাত তোমার জন্য এমন এক ফরয ইবাদত, যা তোমার পক্ষ থেকে অন্য কেউ আদায় করতে পারবে না এবং এটা কেবল তোমার কাজের মাধ্যমে সম্ভব। তুমি ছালাত আদায় কর অন্যথায় তোমার নিকট তওবা কামনা করছি। তুমি যদি তওবা কর তাহ’লে ভালো। অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হবে। কারণ যাকাত অপেক্ষা ছালাতের গুরুত্ব অনেক বেশি’।[২২]

হাম্বলী মাযহাবের অবস্থান :

ছালাত পরিত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবে বলা হয়েছে, ‘অলসতাবশত ছালাত ত্যাগকারীকে তা আদায় করার জন্য আহ্বান করা হবে। তাকে বলা হবে, ছালাত আদায় কর অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হবে। এমতাবস্থায় যদি সে ছালাত আদায় করে তো ভালো। অন্যথায় তাকে হত্যা করা আবশ্যক। তবে তাকে হত্যার পূর্বে তিনদিন বন্দি করে রাখতে হবে। আর প্রত্যেক ছালাতের সময় ছালাতের দিকে আহ্বান করতে হবে। এরপরেও যদি সে ছালাত আদায় না

১৬. *আল-বায়ান ওয়াত তাহছীল ১৭/২৩৩।*
১৭. *আবুদাউদ হা/১৪২০; নাসাঈ হা/৪৬১; ছহীহুল জামে‘ হা/৩২৪৩।*
১৮. *আল-বায়ান ওয়াত তাহছীল ১৭/২৩৩।*
১৯. *ঐ, ১/৪৭৬।*
২০. *ঐ, ১৬/৩৯৪।*
২১. *কিতাবুল উম্ম ১/২৩৯।*
২২. *কিতাবুর উম্ম ১/২৯১।*

করে তাহ'লে তাকে হদ্দ বা দণ্ড হিসাবে বা কুফরী হিসাবে হত্যা করতে হবে। অর্থাৎ তাকে গোসল দেওয়াবে না, তার জানাযা পড়বে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে না। তবে তার পরিবার-পরিজন এবং সন্তানকে দাস বানানো যাবে না এবং বন্দি করাও যাবে না। যেমন মুরতাদের পরিবার ও সন্তানদের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে'।[২৩] হাম্বলী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য অভিমত হ'ল- ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের হয়ে যাবে না। বরং কবীরা গুনাহগার হবে এবং কালেমায় বিশ্বাসী হ'লে হদ্দ বা দণ্ড হিসাবে তাকে হত্যা করা হবে। যেমন ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، يُقْتَلُ حَدًّا، مَعَ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ، كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ بَطَّةَ، وَأَنْكَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَكْفُرُ. وَذَكَرَ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَلَى هَذَا، لَمْ يَجِدْ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافًا فِيهِ. 'দ্বিতীয় অভিমত হ'ল তাকে মুসলিমের বিধানে রেখেই দণ্ড হিসাবে হত্যা করা হবে যেমন বিবাহিত যেনাকারকে হত্যা করা হয়। আর এই অভিমতই গ্রহণ করেছেন আবু আব্দিল্লাহ ইবনু বাত্তাহ। তিনি ঐ সকল বিদ্বানের অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন যারা বলেন যে, ছালাত পরিত্যাগকারী কাফের হয়ে যাবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এর উপরেই হাম্বলী মাযহাব। তিনি এ ব্যাপারে মাযহাবে কোন মতপার্থক্য পাননি'।[২৪]

মোট কথা চার মাযহাবের চূড়ান্ত অভিমত হ'ল কেউ ছালাতকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু মাঝে মধ্যে আদায় করলে বা এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার না করলে কাফের হবেনা। বরং সে ছালাত ত্যাগ করায় মহাপাপী হবে।[২৫] *(ক্রমশঃ)*

২৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া ২৭/৫৫।*

২৪. *ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৩৩১।*

২৫. *https://www.islamweb.net/ar/fatwa/130853*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭১৫ ৭৬০৩৪৩

নিজস্ব মৌচাক থেকে সংগ্রহকৃত মধু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং দেশী কালোজিরা থেকে সংগ্রহকৃত কালোজিরার তেল খুচরা এবং পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ : সেফ সতেজ, সেফ সতেজ সুপার মার্কেট সারদা বাজার, চারঘাট, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭২ ৮০৩৫৩৮, ০১৭১৭ ৮৮০২৮৮।

ATAB MEMBER | Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চি দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

(৪র্থ কিস্তি)

ইতিপূর্বে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, সাত আসমান এবং পৃথিবীর সাত স্তর সম্পর্কে কুরআনের নিদর্শন এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণায় কি আছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচ্য নিবন্ধে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তা হ'ল আল্লাহ তা'আলা আসমানকে কিভাবে পৃথিবীর ছাদ হিসাবে স্থাপন করেছেন, নিদ্রাকে কেন বিশ্রামের জন্য নির্ধারণ করেছেন, অন্ধকার কেন ঘুমানোর জন্য প্রয়োজনীয়, রাত দ্বারা কিভাবে পৃথিবীর নিরাপত্তা প্রদান করেছেন, পৃথিবীই কেন একমাত্র বাসযোগ্য গ্রহ এবং পৃথিবীর বাইরে প্রাণী থাকা সম্ভব কি-না? এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা কুরআনের বক্তব্য এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

আসমান হ'ল সুরক্ষিত ছাদ :

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا 'আর আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদে পরিণত করেছি' *(আম্বিয়া ২১/৩২)*।

যেকোন ভবনের একটা ছাদ থাকে, যা ঐ ভবনকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক বস্তু এবং ক্ষতি হ'তে রক্ষা করে। যেমন রোদের তাপ, বৃষ্টি এবং বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের আক্রমণ হ'তে রক্ষা করে। ছাদ ভবনের নিরাপত্তা প্রদান করে।

আমাদের ভূমির উপরের অংশকে বলা হয় বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলে রয়েছে ৭৮% নাইট্রোজেন, ২১% অক্সিজেন আরোও অন্যান্য গ্যাস এবং সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প। আমাদের এই বায়ুমণ্ডলের ভর প্রায় ৫.১৫×১০১৮ কেজি।[১] এই বায়ুমণ্ডলের রয়েছে ৫টি স্তর। যথাঃ এক্সোস্ফেয়ার, থার্মোস্ফেয়ার, মেসোস্ফেয়ার, স্ট্রেটোস্ফেয়ার, ট্রপোস্ফেয়ার।

১ম স্তর হ'ল ট্রপোস্ফেয়ার, যা উপরের দিকে ৮-১৬ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে রয়েছে ৪ঃ১ আয়তন অনুপাতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন অণু, জলীয় বাষ্প, কার্বনডাই অক্সাইড, ধুলিকণা এবং অন্যান্য কিছু গ্যাস। এই স্তর মূলতঃ ভূ-পৃষ্ঠের তাপ রক্ষায় কম্বলের মত কাজ করে। যদি এই স্তর না থাকতো তবে রাতের বেলা পৃথিবী হ'তে সকল তাপ বের হয়ে যেত। ফলে পৃথিবী অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়ে যেত এবং বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ত। ট্রপোস্ফেয়ারের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'গ্রীণ হাউস ইফেক্ট'।

এই স্তরের উপরের স্তরের নাম হ'ল স্ট্রেটোস্ফেয়ার, যা উপরের দিকে ৭০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের রয়েছে ওজোন নামের একটি পদার্থ, যা তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এটা সূর্য হ'তে আগত অতিবেগুনী রশ্মি এবং এক্স-রেকে পৃথিবীতে আসতে বাধা দেয়। ফলে সম্পূর্ণ জীবজগত এই রশ্মির ক্ষতি হ'তে রক্ষা পায়।

এই স্তরের উপরের স্তরের নাম হ'ল মেসোস্ফেয়ার, যা উপরের দিকে ৫০ কি.মি. থেকে ৮০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অংশের তাপমাত্রা -৮৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। পৃথিবীর মেঘমালা এই স্তরে বিদ্যমান থাকে, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। এই অংশ পৃথিবীতে কোন উল্কা প্রবেশের চেষ্টা করলে তা পুড়িয়ে ফেলার মাধ্যমে রক্ষা করে।

এর উপরে রয়েছে থার্মোস্ফেয়ার, যা ৮০ কি.মি. থেকে ৭০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের নীচের অংশে রয়েছে আয়োনোস্ফেয়ার। এই অংশে কোন ধরনের মেঘ বা জলীয় বাষ্প থাকে না।

এর উপরে রয়েছে এক্সোস্ফেয়ার, যা ৭০০ কি.মি. থেকে ১০,০০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তর হ'ল বায়ুমণ্ডলের সর্বশেষ স্তর, যা অতিক্রম করলেই যেকোন বস্তু মহাশূন্যে চলে যায়।[২]

উপরের NASA প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি ছাদ হিসাবে আসমানে এই বায়ুমণ্ডল তৈরী না করতেন, তবে পৃথিবীর সকল প্রাণী এবং গাছপালার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হ'ত না। দিনের বেলা সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মিসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক রশ্মির প্রভাব এবং রাতের বেলা অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় বসবাসের জন্য এই পৃথিবী অযোগ্য হয়ে যেত। যদি এই বায়ুমণ্ডল না থাকত তবে পাখির আকাশে উড়া সম্ভব হ'ত না, সমুদ্রের পানি ফুলেফেপে উঠতো। আল্লাহ প্রদত্ত এই ছাদ পুরো পৃথিবীকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হ'তে রক্ষা করছে। তাই আমাদের এই সৃষ্টির রহস্য জানার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বেশী বেশী ইবাদত করতে হবে।

নিদ্রা দ্বারা বিশ্রামের বৈজ্ঞানিক তথ্য :

১৯৫০ সালের পূর্বে মানুষ ধারণা করত যে, ঘুম হ'ল একটি নিষ্ক্রিয় কার্যকলাপ। এই সময় মানুষের শরীর এবং মস্তিষ্ক কোন কাজ করে না বরং সুপ্ত থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে গবেষকগণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন যে, ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করে, যা জীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় *(Johns Hopkins medicine)*।

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا 'এবং তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী' *(নাবা ৭৮/৯)*।

নিদ্রা ব্যতীতও মানুষ কোন স্থানে শীতলতায় বসে বিশ্রাম নিতে পারে। এতেও শরীরের ক্লান্তি অনেকটাই দূর হয়। আল্লাহ তা'আলা সুনির্দিষ্টভাবে নিদ্রাকে বিশ্রাম বা ক্লান্তি দূর করার মাধ্যম বলার কারণ কি?

---

১. *Lide, David R. Handbook of Chemistry and Physics.*

২. *The Atmosphere : Earth's Security Blanket by Alan Buis, october 2, 2019.*

মানুষ ঘুমালে তার শরীরে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সংঘটিত হয় :

১. যখন মানুষ ঘুমায়, তখন শরীরের Immune cell এবং প্রোটিন বিভিন্ন রোগবালাই যেমন ঠাণ্ডা, সর্দি ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশ্রাম পায়।

২. পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমানোর ফলে শরীরে Ghrelin নামক হরমোনের বৃদ্ধি ঘটে যা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

৩. পর্যাপ্ত ঘুম না হ'লে উচ্চ রক্তচাপ বা হার্ট অ্যাটাকের মতো স্বাস্থ্য সমস্যা হ'তে পারে। অল্প ঘুমের কারণে Cortisol নামক এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় যা হার্টের ক্রিয়া জটিল করে দেয়।

৪. পর্যাপ্ত ঘুম মানুষের স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করে *(OASH, Healthy Living)*।

ঘুমের মাধ্যমে যখন আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করি তখন আমাদের শরীরে উপরোক্ত কার্যাদি সম্পাদিত হওয়ার মাধ্যমে শরীর সুস্থ থাকে। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ 'ঘুমানোর সময় তোমরা বাতি নিভিয়ে দাও'।[৩]

ঘুমানোর জন্য অন্ধকার অতীব যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুমানোর সময় বাতি নিভিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ যেন অন্ধকার তৈরী হয়। এখন প্রশ্ন ঘুমানোর জন্য অন্ধকার কেন যরূরী?

মানুষের মস্তিষ্ক খুবই সংবেদনশীল। মস্তিষ্ক খুব সামান্য পরিমাণ আলোও বুঝতে পারে। যদি ঘুমানোর সময় অন্ধকার না থাকে, তবে মস্তিষ্ক মেলাটনিন নামক হরমোন উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এই মেলাটনিন হরমোন শরীরের Circadian rhythms (২৪ ঘণ্টার বায়োলজিকাল ঘড়ি) নিয়ন্ত্রণ করে।[৪]

উপরোক্ত আলোচনা হ'তে বলা যায় যে, বিশ্রামের জন্য ঘুম অপরিহার্য এবং ঘুমের জন্য অন্ধকার অপরিহার্য। আমাদের অনেকে রাতের বেলা ডিমলাইট জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে থাকে, যা পরিত্যাগ করা উচিত। যেহেতু মস্তিষ্ক সামান্য আলোতেই হরমোন উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। তাই ডিমলাইটের সামান্য আলোও পরিহার করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের যে কাজ যখন যেভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যদি সে কাজ সেভাবে করি তবে আমরা দুনিয়াতেও উপকৃত হব এবং পরকালেও উত্তম প্রতিদান পাব।

রাত পৃথিবীতে বৈষয়িক নিরাপত্তা প্রদান করে :

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا 'আমরা রাত্রিকে করেছি আবরণ' *(নাবা ৭৮/১০)*।

لِبَاسًا -এর অর্থ বস্ত্র। আমরা পোষাক পরিধান করি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বা ঢেকে রাখার জন্য। আল্লাহ তা'আলা সূরা নাবার ১০নং আয়াতে রাতকে বস্ত্র বলার মাধ্যমে এটা বুঝিয়েছেন যে, রাত এই পৃথিবীকে নিরাপত্তা দেয় বা ঢেকে রাখে। এখন জানতে হবে রাত কিসের নিরাপত্তা দেয় বা কি ঢেকে রাখে?

বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ পেয়েছে যে, পৃথিবীর জন্য অন্ধকার যরূরী।

আমরা অনেক ধরনের দূষণের নাম শুনেছি। যেমন শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ ঠিক তেমনি একটা দূষণ হ'ল আলোর দূষণ।

আলোর দূষণ : আলো দ্বারা রাতের অন্ধকার নষ্ট হওয়াকে আলোর দূষণ বলে। মানুষের তৈরী আলোক উৎস আলোক দূষণের প্রধান কারণ। এটা বন্য প্রাণীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে, পরিবেশে কার্বনডাই অক্সাইড বৃদ্ধি করে, মানুষের ঘুমকে ব্যাহত করে এবং আকাশের তারা অস্পষ্ট করে ফেলে।[৫]

যে সকল কারণে পৃথিবীর অন্ধকার প্রয়োজন :

১. প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের (Ecosystems) সঠিক কার্যকারিতার জন্য রাতের অন্ধকার গুরুত্বপূর্ণ।

২. Species migration অর্থাৎ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর Ecosystems এর কারণে এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে গমন রাতের বেলা ঘটে।

৩. বিভিন্ন প্রাণীর Circadian rhythms (শারীরিক, মানসিক এবং আচরণগত পরিবর্তন) এর জন্য অন্ধকার প্রয়োজন।

৪. পৃথিবীতে যদি সবসময় সূর্যের আলো থাকত তবে পৃথিবীর গ্লোবাল ওয়ার্মিং বেড়ে যেত এবং পৃথিবী বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে যেত। রাতের অন্ধকার পৃথিবীর তাপমাত্রার মধ্যে সমতা আনে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দেন যাতে পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রাণীরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং নিজেদের উন্নতি ঘটাতে পারে।

অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি? বা অন্য গ্রহ মানুষের জন্য বসবাসযোগ্য কি?

কুরআন হচ্ছে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর। কুরআনে মহাবিশ্ব সৃষ্টি, পরিচালনা এবং অবস্থার যে তথ্য দেওয়া আছে তা মানুষ এখনো সবগুলো বের করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য খুঁজে বের করে এবং আমরা তা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাহায্যে যাচাই করে গ্রহণ করি। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা চিন্তাশীলদের নিকট নিদর্শন তুলে ধরেন মানুষকে তাওহীদ এবং পরকালের দিকে নিয়ে আসার জন্য। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ،

৩. *বুখারী হা/৩৩১৬।*

৪. *Myisense, Marie Ysais, March 21, 2021.*

৫. *education.nationalgeographic.org, july 15, 2022.*

'নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে এবং নৌযানসমূহে যা সাগরে চলাচল করে, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং বৃষ্টির মধ্যে, যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন; অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করেন ও সেখানে সকল প্রকার জীব-জন্তুর বিস্তার ঘটান এবং বায়ু প্রবাহের উত্থান-পতনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সঞ্চালিত মেঘমালার মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৬৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ 'আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে, সবই আল্লাহকে সিজদা করে এবং ফেরেশতাগণ। আর তারা অহংকার করে না' *(নাহল ১৬/৪৯)*।

আল্লাহ আরো বলেন, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، 'তিনি কোন স্তম্ভ ছাড়াই আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখছ। আর পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে তা তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে এবং এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীব-জন্তু। আর আমরা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর এতে উৎপন্ন করি সকল প্রকার সুন্দর উদ্ভিদ জোড়া' *(লোকমান ৩১/১০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، 'আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই। আর তিনি জানেন তার বসবাস ও মৃত্যুর স্থান। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(হূদ ১১/৬)*।

উপরের আয়াতগুলোতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় : (১) الْأَرْضِ শব্দ দ্বারা সুনির্দিষ্ট যমীন উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সুনির্দিষ্ট যমীন হ'ল পৃথিবী। (২) এই যমীনে সকল প্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا 'আমরা কি যমীনকে বিছানাস্বরূপ করিনি?' *(নাবা ৭৮/৬)*।

উক্ত আয়াতে مهاد শব্দের অর্থ বিছানা, শয্যা, বিশ্রামের স্থান। আমরা বিছানা বা বিশ্রামের স্থান বলতে এমন স্থানকে বুঝি যে স্থানে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব, কেউ কোন প্রকার বিরক্ত করবে না। যেমন হাট-বাজার, যানবাহন, অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কোনটিই বিশ্রাম নেওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু এরপরও এ সকল স্থানে আমরা গমন করি আমাদের প্রয়োজনে। ঠিক তেমনিভাবে এই পৃথিবী হ'ল আমাদের জন্য একমাত্র শান্তিতে থাকার স্থান অর্থাৎ বসবাসের জন্য উপযোগী। এই পৃথিবীর বাইরে যত গ্রহ আছে তা মানুষের বসবাসের জন্য উপযোগী নয়। বিজ্ঞানীরা খুঁজে যাচ্ছেন মানুষের জন্য বাসযোগ্য গ্রহ পাওয়া যায় কি-না। যদিও অনেক বিজ্ঞানী এরূপ সম্ভব নয় বলে উক্ত কাজ থেকে বিরত রয়েছেন। ১৬শ' শতাব্দীতে গ্যালিলিও সর্বপ্রথম এই ধারণা প্রদান করেন যে, সূর্যকে কেন্দ্র করে সকল কিছু ঘুরছে। এরপর থেকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণা জন্ম নেয় যে, এরূপ আরোও গ্রহ রয়েছে যাদের নিজস্ব সূর্য রয়েছে। এই গ্রহগুলোকে বলা হয় Exoplanets। এই এক্সোপ্লানেট সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৯৫ সালে। কিন্তু তা মানুষের বসবাসের জন্য উপযুক্ত নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এবং বিজ্ঞানীরা যে নীতির মাধ্যমে বাসযোগ্য গ্রহ সন্ধান করেন তা 'Goldilocks' নামে পরিচিত। এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মানে হ'ল এমন গ্রহের সন্ধান করা যেখানে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য পানি বিদ্যমান এবং এই পানি অধিক ঠাণ্ডাও নয়, অধিক গরমও নয়। (Exoplanet, NASA) একটি বাসযোগ্য গ্রহের সঠিক তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডল এবং নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণনের জন্য কক্ষপথ থাকতে হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিজ্ঞানীরা প্রচুর পরিমাণে এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু কোনটিই মানুষের বসবাসের উপযোগী নয়। উদাহরণস্বরূপ কেপলার ১০বি, অন্য সৌরজগতের একটি এক্সোপ্ল্যানেট যা পৃথিবীর আকারের কাছাকাছি। কিন্তু এটি এর নক্ষত্রের বা সূর্যের খুব কাছাকাছি হওয়াতে তা বসবাসের উপযোগী নয়।

২০১৫ সালে বিজ্ঞানীরা কেপলার-৪৫২বি আবিষ্কার করেছিলেন, পৃথিবীর কাছাকাছি আকারের আরেকটি গ্রহ যা আমাদের মতো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং এই গ্রহে ২০দিনে এক বছর হয়। যদিও এর তাপমাত্রা পৃথিবীর চেয়ে সামান্য বেশী। তবে গ্রহটি সম্পূর্ণরূপে আগ্নেয়গিরিতে আচ্ছাদিত বলে মনে করা হয়।

সম্প্রতি নাসা একটি এক্সোপ্লানেটের সন্ধান পেয়েছে, যার নাম TOI 700 e। তাদের দাবী এই এক্সোপ্লানেটের সাইজ পৃথিবীর প্রায় ৯৫% এবং এটি একটি পাথুরে এক্সোপ্লানেট। তাদের ধারণা এটি পৃথিবীর মত একটি বাসযোগ্য গ্রহ। যদিও এর কোন বাস্তবিক প্রমাণ এখনো তারা পেশ করতে পারেনি।

কুরআনের উপরোক্ত আয়াত এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণার আলোকে বলা যায় যে, পৃথিবীই হচ্ছে একমাত্র বাসযোগ্য গ্রহ এবং সকল ধরনের প্রাণী এই পৃথিবীতেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যা সূরা লোকমানের ১০নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাই বলা যায়, পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব নেই। সর্বোপরি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি পরিচালনায় যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদের নিকট কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত নিদর্শন জানা সহজ করে দিয়েছেন। এগুলো জানার মাধ্যমে আমাদের ঈমান আরোও দৃঢ় হবে এবং যারা কুরআনকে এই যুগের জন্য অচল বলে সাব্যস্ত করতে চায় তাদের জন্য উৎকৃষ্ট জবাব হবে। *[ক্রমশঃ]*

এক নযরে হজ্জ

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) (ক) ৮ই যিলহজ্জ মক্কায় স্বীয় অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বেঁধে মিনায় গমন ও সেখানে দুপুরের পূর্বে অবস্থান। (খ) ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফা গমন ও সেখানে মাগরিব পর্যন্ত অবস্থান। (গ) মাগরিবের পর মুযদালেফা গমন ও সেখানে রাত্রিযাপন। অতঃপর ১০ই যিলহজ্জ ফজরের পর মিনায় প্রত্যাবর্তন এবং সূর্যোদয়ের পর 'বড় জামরা'য় কংকর নিক্ষেপ। অতঃপর কুরবানী, মাথামুণ্ডন ও মক্কায় গিয়ে ত্বাওয়াফে ইফাযাহ শেষে পুনরায় মিনায় প্রত্যাবর্তন। একইদিনে মক্কায় ফেরা ও ত্বাওয়াফে ইফাযাহ করা সম্ভব না হ'লে যিলহজ্জ মাসের মধ্যে এটি সম্পন্ন করবেন ও পূর্ণ হালাল হবেন। (ঘ) ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান ও প্রতিদিন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ। (ঙ) অতঃপর মিনা থেকে মক্কায় ফিরে বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন (মোট ৬ দিন)।

(২) 'মীক্বাত' থেকে ইহরামের কাপড় পরে 'হজ্জে তামাত্তু' পালনকারীগণ ওমরাহ্র নিয়ত করবেন এবং সংক্ষিপ্ত তালবিয়াহ বলবেন 'লাব্বায়েক ওমরাতান'। 'হজ্জে 'ক্বিরান' পালনকারীগণ একই সাথে হজ্জ ও ওমরাহ্র নিয়ত করবেন এবং সংক্ষিপ্ত 'তালবিয়াহ' বলবেন 'লাব্বায়েক ওমরাতান ওয়া হাজ্জান'। হজ্জে 'ইফরাদ' পালনকারীগণ শুধুমাত্র হজ্জের নিয়ত করবেন এবং বলবেন 'লাব্বায়েক হাজ্জান'।

বদলী হজ্জ হ'লে এবং মুওয়াক্কিল পুরুষ হ'লে তার নিয়ত করে সংক্ষিপ্ত 'তালবিয়াহ' বলবেন, 'লাব্বায়েক 'আন ফুলান' (অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির)। আর মহিলা হ'লে বলবেন, 'লাব্বায়েক 'আন ফুলা-নাহ'। যদি 'আন ফুলান বা ফুলা-নাহ বলতে ভুলে যান, তাতেও অসুবিধা নেই। নিয়তের উপরেই আমল কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন।

(৩) কা'বাকে বামে রেখে 'হাজারে আসওয়াদ' বরাবর ডাইনে সবুজ বাতি হ'তে ডান দিক থেকে ত্বাওয়াফ শুরু করে পুনরায় হাজারে আসওয়াদে এসে এক ত্বাওয়াফ শেষ করবেন। এসময় পুরুষেরা 'ইযতিবা' করবেন। অর্থাৎ ডান কাঁধ ফাঁকা করে বাম কাঁধের উপর চাদর রাখবেন। প্রথম তিন ত্বাওয়াফে একটু দ্রুত চলবেন। যাকে 'রমল' বলা হয়। কেবল ত্বাওয়াফে কুদূম ও ওমরার প্রথম তিন ত্বাওয়াফে 'রমল' করবেন, অন্য কোন ত্বাওয়াফে নয়। মহিলারা সর্বদা স্বাভাবিক পোষাকে ও স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। এভাবে সাত ত্বাওয়াফ শেষ করবেন। 'রুক্নে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে *'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা 'আযাবান্না-র'* দো'আটি বারবার পড়বেন।

(৪) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে অথবা হারামের যেকোন স্থানে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবেন। এসময় সূরা ফাতেহা শেষে প্রথম রাক'আতে 'সূরা কাফেরূন' ও দ্বিতীয় রাক'আতে 'সূরা ইখলাছ' পাঠ করবেন। অন্য সূরাও পড়া যাবে। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

(৫) এরপর ছাফা ও মারওয়া সাঈ করবেন। প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত তুলে কমপক্ষে তিন বার *'লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; আ-য়েবূনা তা-য়েবূনা 'আ-বেদূনা সা-জেদূনা লি রব্বিনা হা-মেদূন; ছাদাক্বাল্ল-হু ওয়া'দাহূ ওয়া নাছারা 'আবদাহূ ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহূ'* দো'আটি পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দু'টি দীর্ঘ সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়া'য় গিয়ে দো'আ পাঠ শেষে 'সাঈ' সমাপ্ত হবে।

(৬) 'সাঈ' শেষে ডাইনে বেরিয়ে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সব চুল ছোট করে ছাঁটবেন। মহিলাগণ বেণীর অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ ছাঁটবেন।

(৭) 'হজ্জে তামাত্তু' পালনকারীগণ ত্বাওয়াফ-সাঈ শেষে ওমরাহ থেকে হালাল হবেন ও সাধারণ পোষাক পরবেন। কিন্তু 'ক্বিরান' ও 'হজ্জে ইফরাদ' পালনকারীগণ ইহরামের পোষাকে থেকে যাবেন।

(৮) ৮ই যিলহজ্জ সকালে মক্কায় স্বীয় অবস্থানস্থল থেকে ওযূ-গোসল সেরে ও সুগন্ধি মেখে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। অতঃপর *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক; ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক; লা শারীকা লাক'* বলে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন।

(৯) মিনায় পৌঁছে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করবেন না।

(১০) ৯ তারিখ সূর্যোদয়ের পর ধীর-স্থিরভাবে 'তালবিয়াহ' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফাহ ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু করবেন ও সেখানে গিয়ে যেকোন স্থানে অবস্থান নিবেন। অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ-ইস্তেগফার ও যিকর-আযকারে রত হবেন। বিশেষ করে আল্লাহ যেন আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন, সেই দো'আ করবেন। অতঃপর হজ্জের খুৎবা শ্রবণ করবেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমে ঢলার পর এক আযান ও দুই এক্বামতে যোহর ও আছরের ছালাত ইমামের সাথে যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ 'জমা তাক্বদীম' করবেন। না পারলে যার যার তাঁবুতে জমা ও ক্বছরের সাথে ছালাত পড়বেন। এ সময় প্রত্যেকের আযান দেওয়া যরূরী নয়।

(১১) সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে মুযদালেফায় রওয়ানা হবেন। সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ছালাত ক্বছর সহ এশার

আউয়াল ওয়াক্তে ‘জমা তাখীর’ করবেন। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনা মতে, আযান ছাড়াই প্রত্যেকে দুই এক্বামতে ছালাত ‘জমা তাখীর’ করবেন।[১] অতঃপর ঘুমিয়ে যাবেন। ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু’হাত তুলে দো‘আ-দরূদ ও যিকর-আযকারে লিপ্ত হবেন। অতঃপর আকাশ ফর্সা হ’লে সূর্যোদয়ের আগেই মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। এ সময় মুযদালেফা থেকে ৭টি কংকর সংগ্রহ করবেন।

(১২) মিনায় পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর ‘জামরাতুল আক্বাবা’য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন ও প্রতিবারে ‘আল্লাহু আকবার’ বলবেন। কংকর মারার পর একটু দূরে গিয়ে দু’হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট প্রাণ ভরে দো‘আ করবেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমস্ত মাথার ছোট করে চুল ছাঁটবেন। অতঃপর কুরবানী করবেন। তবে এগুলিতে আগপিছ হ’লে দোষ নেই।

(১৩) এরপর ইহরাম খুলে ‘প্রাথমিক হালাল’ হবেন ও স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করবেন। এসময় স্ত্রী মিলন ব্যতীত বাকী সব কাজ করা যাবে।

(১৪) অতঃপর মক্কায় গিয়ে ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ করবেন। এসময় তামাত্তু হাজীগণ ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। কিন্তু ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় পৌঁছে ত্বাওয়াফ ও সাঈ করে থাকলে শেষে ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্’র পর আর সাঈ করবেন না।

(১৫) কা‘বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে আসবেন ও সেখানে রাত্রি যাপন করবেন। অতঃপর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিদিন দুপুরে সূর্য ঢলার পর তিন জামরায় ৩×৭=২১টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলবেন। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু’হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করবেন।

---

১. শরহ নববী হা/১২১৮-এর আলোচনা ৮/১৮৮ পৃ.।

(১৬) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু ১২ তারিখে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই যদি মিনায় সূর্যাস্ত হয়, তাহ’লে সেখানেই অবস্থান করবেন ও ১৩ তারিখ অপরাহ্নে কংকর মেরে মক্কায় ফিরবেন।

(১৭) সবশেষে মক্কা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ‘ত্বাওয়াফে বিদা’ বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী নারীদের জন্য এটা মাফ। ‘ত্বাওয়াফে বিদা‘র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ।[২]

বি.দ্র. হজ্জের বিস্তারিত নিয়মাবলী জানার জন্য প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত ‘হজ্জ ও ওমরাহ’ বইটি পাঠ করুন!

---

২. মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫; ‘বিদায় হজ্জের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ
স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম
এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।
Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪
বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।
আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮
লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮
মৌচাক মধু
বি.এস.টি.আই অনুমোদিত
১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
যোগাযোগ
লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮
প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সঊদী আরবের বিভিন্ন শহরে অবস্থানরত অসংখ্য দ্বীনী ভাই প্রতিনিয়তই নওদাপাড়া মারকাযে আসেন। তাদের প্রবাস জীবন, দাওয়াতী কাজের হাল-হাকীকত বর্ণনা করেন। কখনও দাওয়াত দেন নিজ নিজ শহরে-কর্মস্থলে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রবাসী সংগঠনের সুপ্রিয় দায়িত্বশীলগণও প্রায়শঃই দাওয়াত দিয়ে থাকেন। ইতোমধ্যে সঊদী সরকার ওমরা ভিসা উন্মুক্ত করে দেয়ায় মক্কা-মদীনা ভিন্ন অন্যান্য শহরগুলো সফরের দুয়ার অবারিত হয়ে যায়। সবমিলিয়ে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ও আকাংখার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে সঊদী আরব সফরের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক প্রতিনিধি দল নির্বাচন করা হয়। তবে কারণবশতঃ সফরের সময়ে একটু হেরফের করা হয় এবং বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩-এর পর সফরসূচী নির্ধারণ করা হয়। সেই সাথে গন্তব্যে যুক্ত হয় আরো একটি রাষ্ট্র। সংযুক্ত আরব আমিরাত। ভিসা ও টিকেট সংক্রান্ত বিষয়াদি সামাল দিলেন আমাদের আইটি বিভাগের বিশ্বস্ত দায়িত্বশীল মুজাহিদ ভাই, যিনি এই সফরে আমাদের একজন সফরসঙ্গীও বটে। দুবাইয়ে বর্তমানে তার নিয়মিত যাতায়াত। আমাদের যাত্রার সপ্তাহখানেক পূর্বেই তিনি দুবাই পৌঁছে গেলেন।

১৩ই মার্চ ২০২৩ রাত সাড়ে নয়টায় শুরু হ'ল আমাদের ইলমী ও দ্বীনী সফর। রাত সাড়ে ৯টায় ফ্লাই দুবাইয়ের একটি বিমানে করে আমরা ঢাকা থেকে রওয়ানা হ'লাম। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী এবং আমি। ঘটনার পিছনে লুকিয়ে থাকে হাযারো ঘটনা। সংক্ষেপণের জন্য সেসবের বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। তবে একটু বলতে হয় যে, প্রথমবার যারা দুবাই সফরের যান, তাদেরকে বাংলাদেশী ইমিগ্রেশন পার হ'তে বেশ হেনস্থা হ'তে হয়। অকারণ প্যাঁচে ফেলে ও নানা প্রশ্নের মুখে ফেলে বিব্রত করা হয়। কেননা অপরাধচক্রের লোকজন দুবাইকে হামেশা ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহার করে। আমরাও বোধহয় সেই ফাঁদে আটকা পড়লাম। বিশেষ ডেস্কে বেশ কিছুক্ষণ বিব্রতকর অপেক্ষার পর উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার এসে আমাদেরকে দেখে কিছু জিজ্ঞেস না করেই পাসপোর্টে সাইন করে দিলেন। অধঃস্তন অফিসার তাতে সন্তুষ্ট না হ'লেও কিছু বলতে পারলেন না। আমরা একরাশ কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, এমন ভদ্র অফিসারও দায়িত্ব পালন করেন ইমিগ্রেশনে!

দীর্ঘ প্রায় ছয় ঘন্টা যাত্রার পর স্থানীয় সময় রাত দেড়টার দিকে দুবাই এয়ারপোর্টের টার্মিনাল-২ -এ নামলাম। এটাই দুবাই এয়ারপোর্ট! টার্মিনালের নাজুক অবস্থা দেখে বেশ অবাক হ'লাম। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশনে এত লম্বা লাইন! কয়েকটি কাউন্টার বাদে অধিকাংশ কাউন্টার বন্ধ। দায়িত্বরত অফিসারদের মধ্যে খানিকটা গাছাড়া ভাব! এমনকি আমাদের তিনজনের ব্যাগও পাওয়া গেল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ফ্লাইটের বেল্টে। বস্তুবাদী সভ্যতার শীর্ষচূড়ায় থাকা মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে জাকজমকপূর্ণ শহরটিতে প্রবেশের পূর্বে এমন খাঁপছাড়া অভিজ্ঞতা বেশ বেমানান ঠেকে।

বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন দুবাইপ্রবাসী কক্সবাজারের রূহুল আমীন এবং মহিউদ্দীন ভাই। উপস্থিত ছিলেন অপর ভাই মুনীরুল ইসলামও, তবে এয়ারপোর্টে তাঁর সাথে দেখা হয়নি। বাইরে বের হয়ে আমরা এলাম কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে দুবাইয়ের বাঙ্গালী অধ্যুষিত 'দেরা' এলাকায়। এখানকার বাংলা সাইনবোর্ড আর বাংলা ভাষাভাষীদের জয়জয়কার দেখে মনে হবে না যে ভিন্ন কোন দেশে এলাম। দেরা মূলতঃ দুবাইয়ের ঐতিহ্যবাহী পুরনো শহর। দুবাই ক্রীক খালের পূর্ব অংশে অবস্থিত এই দেরা এলাকাটি আধুনিক দুবাইয়ের আবির্ভাবের পূর্বে মাছ ধরা ও মুক্তা চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও এটি মাছ, স্বর্ণ ও মসলার বাজারের জন্য সুপরিচিত।

একটু পর মুনীরুল ইসলাম ভাই এসে যোগ দিলে আমরা এক বাঙালী হোটেলে রাতের খাবার খেলাম। ফজর হ'তে খুব বাকী নেই। রূহুল ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা মুনীর ভাইয়ের সাথে জেএলটি বা জুমেইরাহ লেক টাওয়ার্সের দিকে রওয়ানা দিলাম। সেখানেই আমাদের সাময়িক নিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। দুবাই ক্রীক খাল পার হয়ে শেখ যায়েদ রোড ধরে শহরের পশ্চিমের দিকে এগুতেই দুবাইয়ের আসল চেহারা দৃশ্যমান হ'তে লাগল। আকাশচুম্বী টাওয়ারে ভরপুর রাতের আলো ঝলমলে দুবাইয়ের দৃশ্যপট একে একে হাযির হতে থাকে। দুবাই ফ্রেম, মিউজিয়াম অফ দ্যা ফিউচার অতিক্রম করে দূর থেকে নযরে আসল বুর্জ আল-খলীফা, বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন। ১৬৩ তলা বিশিষ্ট ভবনটি উচ্চতা সাড়ে আটশ মিটার অর্থাৎ প্রায় এক কিলোমিটার। ধাপে ধাপে কলমের নীবের মত চিকন হয়ে ছুঁয়েছে আকাশ। ২০১০ সালে উদ্বোধন হওয়া মনুষ্য সৃষ্ট এই বিস্ময় বিশ্ববাসীর কাছে দুবাইকে আলাদাভাবে চিনিয়েছে। চতুর্দিকে শত শত নানা ধরণ ও বরণের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের ভবনগুলো দেখলে একটা কথাই মনে হবে- 'টাওয়ারের শহর দুবাই'। এই শহরে এত বেশী বিখ্যাত জিনিসের উপস্থিতি যে, 'বিখ্যাত' শব্দটাকেই বাহুল্য মনে হবে।

মুনীর ভাই মুত্তাকী-পরহেযগার, সজ্জন মানুষ। কেমন আছেন দুবাইয়ে- জিজ্ঞেস করতেই গল্পের ঝাপি খুলে দেন। অনেকদিন হ'ল দুবাইয়ে আছেন। এখানকার বিলাসী জীবন তাকে মোটেও টানে না। ইউরোপীয়দের অবাধ সয়লাব দুবাইয়ে। সেটা এতটাই যে, কখনও মনে হয় এটা কোন ইউরোপীয় শহর। পশ্চিমা নারীদের খুল্লামখুল্লা বিচরণে

নিজের ঈমান-আমল ধরে রেখে অফিস করা বা চালানো যে কতটা কঠিন যুদ্ধের শামিল, তার বিবরণ দিলেন। শাসকরা ইসলামী সংস্কৃতি ধরে রাখার নানা চেষ্টা বজায় রাখলেও পর্যটন আর বিনোদনের যে বৈশ্বিক পসরা সাজিয়েছেন এবং বিদেশীদের আকর্ষণের জন্য হাজারো প্রলুব্ধকর সুযোগ-সুবিধা রেখেছেন, তাতে নর্দমার উপচেপড়া স্রোতের মত বিজাতীয় সংস্কৃতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে একসময়ের এক রক্ষণশীল ঐতিহ্যবাহী মুসলিম দেশটিতে। যেখান থেকে বাঁচার পথ দিনে দিনে যেন প্রায় রুদ্ধ হয়ে উঠছে।

প্রায় আধাঘন্টা পর আমরা পৌঁছলাম জেএলটির ক্লাস্টার-পিতে অবস্থিত আরমাদা টাওয়ার-১ য়ে। বুর্জ খলীফা থেকে প্রায় ১৫/২০ কি. মি. দূরত্বে এই জেএলটি দুবাইয়ের অন্যতম অভিজাত এরিয়া। তিনটি কৃত্রিম লেক দিয়ে ঘেরা এই এলাকা বর্ধিত দুবাইয়ের সুপরিকল্পিত বিলাসবহুল আবাসিক ও অর্থনৈতিক অঞ্চল। দুবাইকে যদি টাওয়ারের শহর বলা হয়, তবে এই এলাকাটিকে টাওয়ারের কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়, যেখানে এক প্রজেক্টেই ৩৫ থেকে ৬৬ তলা বিশিষ্ট ৮০টি টাওয়ার রয়েছে। আমরা আরমাদা টাওয়ার-১ এর ২৭ তলায় এক পরিচিত ভাইয়ের বাসায় উঠলাম। দুই রুম আর এক কিচেনের ছোট ফ্লাট। সন্তানের জন্য কিনেছেন। তবে কেউ সাধারণতঃ থাকে না। রাত তখনও ফুরোয়নি। বাসার পূর্ব দিকে সুপরিসর উন্মুক্ত ব্যালকনি। সেখানে বসে সময় কাটানোর জন্য চেয়ার, টেবিল রাখা। আমরা আনন্দে আটখানা হই। ২৭ তলা উঁচু থেকে দুবাই শহরটা এত অদ্ভুত স্বপ্নপুরীর মত মনে হয়! যেন অন্য কোন গ্রহ! সুবহানাল্লাহ!

দৃষ্টি ফেরাতে পারি না। পুঁজিপতিদের স্বর্গে বসে সূরা আলে ইমরানের ১৪নং আয়াতটি একসময় আনমনে স্মরণ হয়- 'মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, ধনভাণ্ডার, বিশেষ ঘোড়া (বাহন), প্রাণী ও ক্ষেতখামারের প্রতি মুগ্ধতা। এসব দুনিয়াবী জীবনের ভোগ্যবস্তু মাত্র। আর আল্লাহ- তাঁর কাছেই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল'।

মুনীর ভাই আমাদের রেখে চলে গেলেন। আমরা ফজর পড়ে ঘুমাতে গেলাম। সকাল দশটার দিকে পার্শ্ববর্তী ক্যারিফোর শপ থেকে পাউরুটি, বিস্কুট কিনে নাশতা সেরে নিলাম। ১১টার দিকে আসলেন মুর্শিদাবাদের ছফিউর রহমান ভাই। মতীউর রহমান মাদানীর আত্মীয়। আগেই তার সম্পর্কে খবর পেয়েছিলাম। মধ্যবয়সী, স্বাস্থ্যবান মানুষটি খুব রসিক। দু'চার কথাতেই তিনি আমাদের বড় আপনজন হয়ে উঠলেন। তিনি নিজে ও তার স্ত্রীসহ পরিবারের সবাই কুরআনের হাফেয। তিনি জানান, তার এক মামা একসময় সন্ত্রাসী ছিলেন। এলাকার লোকজন তাকে একনামে চিনত অপরাধকর্মের জন্য। একসময় আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি দ্বীনের পথে ফিরে আসেন এবং তার পরিবারে দ্বীনের তা'লীম শুরু করেন। তার মাধ্যমেই গোটা পরিবারে বর্তমানে প্রায় জনা ত্রিশেক সদস্য হাফেয হয়েছে। *সুবহানাল্লাহ!*

ছফিউর রহমান ভাইয়ের সাথে আমরা নিচে নেমে আসলাম দুবাই শহর দেখার জন্য। মাশাআল্লাহ তিনি দেখি বিখ্যাত টেসলার ধুসর কালো এক্স মডেলের কার নিয়ে হাজির। বৈদ্যুতিক এই গাড়ি চার্জে চলে। একবার চার্জ দিলে প্রায় সাড়ে চারশত কি.মি. চলে। শব্দহীন কারটি মাত্র তিন সেকেণ্ডেই ১৫০ কি.মি. গতিবেগ ওঠাতে পারে। জ্বালানী তেলের বিকল্প হিসাবে আগামী প্রজন্মের এই গাড়ি সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে। দুবাইয়ের রাস্তায় এই গাড়ির যথেষ্ট আনাগোনা দেখা গেল।

প্রথমেই আমরা গেলাম দুবাই মেরিনাতে। সেখান থেকে সেই সুবিখ্যাত খেঁজুর গাছ আকৃতির পাম জুমেইরা আইল্যাণ্ডের সম্মুখভাবে এলাম। কৃত্রিম এই দ্বীপের মুখেই আইকনিক হোটেল আটলান্টিস দ্যা পাম। অপরদিকে পারস্য উপসাগরের তীর ঘেষে মেরিন ড্রাইভ রোড ও ওয়াকওয়ে। নীল সাগরের ঠান্ডা বাতাসে প্রাণ ভরে ওঠে। দূরে দেখা যায় দুবাইয়ের আরেক আইকনিক হোটেল ৫৬ তলা বিশিষ্ট বুর্জ আল-আরব। জাহাযের পালের আকৃতিতে তৈরী করা এই হোটেল বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল হোটেল। কিছুক্ষণ মেরিন ড্রাইভের পার্শ্বে সাগরপাড়ে সময় কাটিয়ে আমরা আবার আরমাদায় ফিরে আসি।

ইতোমধ্যে মুজাহিদ ভাইসহ দুবাই প্রবাসী ভাই রূহুল আমীন, মহিউদ্দীন এবং বশীর আহমাদ আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলেন। সাথে নিয়ে এলেন আরবের জনপ্রিয় খাবার খাবছাসহ বিভিন্ন খাবার। সবাই মিলে দুপুরের খাবার খেলাম। রাতে এশার ছালাতের পর দেরাতে একটি হোটেলে স্বল্প সময়ের নোটিশে দ্বীনী আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। সেই বৈঠক নিয়ে কিছু কথা হ'ল। দুবাইয়ে যে কোন ধর্মীয় প্রোগ্রাম করতে হ'লে ধর্মমন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নেয়া লাগে। এর জন্য অবলম্বন করতে হয় দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যা এখন মোটেই সম্ভব নয়। এজন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঘরোয়া আয়োজনে প্রোগ্রামটির ব্যবস্থা করেছেন দুবাইয়ের দ্বীনী ভাইরা।

আছর ছালাত পড়ে আমরা প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে বের হ'লাম। রাস্তায় যথেষ্ট জ্যাম। সুপ্রশস্ত রাস্তায় শত শত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রাজধানী ঢাকার মত জ্যাম দুবাইয়ে দেখে মনটা বিরক্তির পরিবর্তে কেন যেন খুশী খুশী লাগে। হয়তো বিশ্বসেরা পুঁজিপতিদেরও আমাদের মত একই পরিণতি দেখে। নিজের মধ্যে সাম্যবাদীদের মত শ্রেণী সংগ্রামের উষ্মা টের পেয়ে নিজেই হাসলাম।

এবারে আমরা গেলাম দুবাই মেরিনার পার্শ্ববর্তী ব্লু ওয়াটার্স আইল্যাণ্ডে। এটিও একটি কৃত্তিম দ্বীপ যেটি ২০১৩ সালে উন্মুক্ত করা হয়েছে। এখান থেকে পারস্য উপসাগর, পাম জুমেইরাহ্‌র দৃশ্য চমৎকারভাবে দেখা যায়। বহু পর্যটক এখানে স্কাই ডাইভিং করে, সাগরের খাড়িতে দ্রুতগতিতে ওয়াটার মটরসাইকেল চালিয়ে যায়, সী ক্রুজে বের হয়, সমুদ্র তীরে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে। এই দ্বীপে রয়েছে 'আইন দুবাই' বা দুবাই চোখ হুইল। এটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হুইল বা আমাদের ভাষায় নাগরদোলা, যা উচ্চতায় প্রায় সাড়ে আট'শ ফুট। করোনার পর থেকে এটি অবশ্য বন্ধ

রয়েছে। এখান থেকে দুবাই স্কাইলাইনের চোখ ধাঁধানো আধুনিক সভ্যতার কিছু অংশ দেখে সেখানে দাঁড়িয়েই আফসোসে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলাম- A modernity with cruel luxuries, insanity and obscenity অর্থাৎ এ এক নিষ্ঠুর বিলাসিতা, উন্মাদনা ও অশ্লীলতাময় সভ্যতা।

সেখান থেকে বের হয়ে আমরা দুবাই ডাউনটাউনের দিকে রওয়ানা হলাম। পথে জ্যাম আর জ্যাম। নামী-দামী ব্র্যাণ্ডের গাড়ির পসরা। অবশেষে সন্ধ্যার আগ দিয়ে দুবাই মল পৌঁছলাম। একই স্থানে আকাশছোঁয়া বুর্জ খলীফা। শেষ বিকেলের আলোর প্রতিফলনে ঝলমলে বুর্জ খলীফা। উদ্ধতভাবের চেয়ে তার কমনীয় ভঙ্গিটাই দৃষ্টি কাড়ে। আমরা রুদ্ধশ্বাসে মনুষ্য সৃষ্ট এই অপার বিস্ময়গাঁথা উপভোগ করি। সাথেই লাগোয়া দুবাই মল। এটিও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শপিং মল, যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী মানুষ আগমন করে। মলে প্রবেশ করে বোঝার উপায় নেই এটা কোন আরব দেশ। এ যেন সম্পূর্ণই পশ্চিমা এবং বিদেশীদের অভয়ারণ্য।

স্থানীয় ইমারতীদের পোষাক দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তাদের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। বেশীক্ষণ থাকার উপায় নেই এই পাপময় পরিবেশে। বিনোদনের কী উপকরণ নেই সেখানে। ইনডোর ঝর্ণা, ফোয়ারা, এ্যাকুরিয়াম, বিরাটকায় ডাইনোসরের আসল ফসিল, আধুনিক ও প্রাচীন নানা ঐতিহ্যের ছোঁয়া সবমিলিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য। হাটতে হাটতে আমরা নীচ তলায় এক চোখ ধাঁধানো এক প্রকাণ্ড এ্যাকুরিয়াম ও আন্ডার ওয়াটার জু'র সামনে দাঁড়াই। হাঙ্গর, রে, ডলফিনসহ ৩০০ প্রজাতির নানা রং ও আকারের হাযারো সামুদ্রিক প্রাণীর সমাহার এখানে। বিমলানন্দে কী সুন্দর ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাণীগুলো। কারো সাথে কারো ঝগড়া নেই। মনে হয় রঙ-বেরঙের কোরাল, শৈবালভরা সমুদ্র তলদেশে যেন সরাসরি বসে প্রাণীগুলোর বিচরণ দেখছি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা, সুবহানাল্লাহ!

মাগরিবের ছালাতের পর আমরা উন্মুক্ত চত্বরে বের হলাম। সন্ধ্যার পর থেকে বুর্জ খলীফা সংলগ্ন কৃত্রিম লেকে ঝর্ণা ও লাইট শো শুরু হয়। ভীষণ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। কিন্তু মিউজিক আর আশেপাশের পাপময় পরিবেশ সেখানে আর দাঁড়াতে দেয় না। আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে দেরা সিটি সেন্টারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। এশার ছালাতের পর একটি বাঙালী হোটেলে প্রোগ্রাম শুরু হ'ল। প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় আলোচনায় তারা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অংশগ্রহণ করলেন। পরিশেষে রাতের খাবারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটল। দ্বীনী ভাইদের এই মিলনমেলায় বলা যায় সারাদিনের সবচেয়ে সুন্দর সময় কাটলো। তাদের আগ্রহ, ভালোবাসা, আন্তরিকতা, আতিথেয়তায় আমরা খুবই প্রীত হলাম। আরব আমিরাতের বাঙালী আহলেহাদীছ কম্যুনিটির অন্যতম প্রাণ শারজাহ্র আকরাম হোসাইন (কিশোরগঞ্জ) ভাই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর ইখলাছ ও সাংগঠনিক দক্ষতা আমাদের দৃষ্টি কেড়েছে। এছাড়া বশীর ভাই, রূহুল আমীন ভাই প্রমুখ অনুষ্ঠানটি সুন্দর করার জন্য সর্বাত্মক ভূমিকা রেখেছেন। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন!

রাতে রূহুল আমীন ভাই এবং মহিউদ্দীন ভাই আমাদেরকে আরমাদায় রেখে গেলেন। আমরা রাত্রি দ্বিপ্রহরে বারান্দায় বসে দুবাইয়ের রূপসুধা দেখতে থাকি আর ভাবনার জগতে হারিয়ে যাই। মনে হয় ভোগবিলাসী জীবন মানুষকে কী অকৃতজ্ঞভাবে তার রব থেকে দূরে ঠেলে দেয়! মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে, তখন তার স্বেচ্ছাচারী মন যা খুশী তাই করতে চায়। পাপাচার, সীমালংঘন তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে যায়। ভুলে যায় সে তার অতীত, ভবিষ্যৎ; স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ। বর্তমানের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে জীবনকে সর্বোচ্চমাত্রায় উপভোগই হয়ে ওঠে তার একান্ত কর্মসূচী। ফ্যান্টাসী কিংডমের মত সাময়িক কিছু আনন্দক্ষণই হয় তাদের জীবনের সম্বল। সেই রাজ্য থেকে বের হওয়ামাত্রই আবার সবকিছু হারিয়ে সর্বহারা হওয়া ছাড়া যে এই আত্মভোলাদের গত্যন্তর নেই, তা তারা জানে না।

এই ফিৎনার সমুদ্রে আবার ঈমানদার ভাইদেরকে দেখে মনে হয় চক্ষুশীতলকারী সবুজাভ দ্বীপের মত, যারা হাযারো পাপ ও অন্যায়ের হাতছানি থেকে নিজেদের সযত্নে হেফাযতে রাখার চেষ্টা করেন। যে কোন মূল্যে পাল ঠিক রেখে হালটা শক্ত করে ধরে ছিরাতুল মুস্তাকীমের পথ আঁকড়ে থাকার জন্য অবিরাম যুদ্ধ করেন। গন্তব্যে পৌঁছানোর দুর্নিবার তাকীদ তাদেরকে পথ হারাতে দেয় না। আল্লাহর তাদের উপর রহম করুন। আমীন! আবার কিছু মানুষের কপট চেহারা যুগপৎ বিস্মিত ও আহত করে। অন্যের উপকার তো দূরের থাক, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মত নিকৃষ্ট কাজ করতেও তাদের এতটুকু বাধে না। অথচ এর পরিণাম সম্পর্কে তারা অজ্ঞ নয়। স্বেচ্ছাচারী আত্মভোলা পাপাচারী মানুষদের চেয়ে এদেরকে তখন ঢের হীনকর মনে হয়। অন্ততঃ তারা নিজ বিলাসব্যসনে মত্ত থাকলেও অন্যের ক্ষতি তো করছে না।

বিচিত্র পৃথিবীর এই কুচিত্র পটভূমিগুলো হঠাৎ মাথায় ঢুকে পড়ে বিনিদ্র রজনীর অনন্য ভালোলাগার মুহূর্তগুলো নিমিষে তিক্ত করে ফেলে। দুবাই নগরীর আকাশছোঁয়া টাওয়ারগুলো ছাপিয়ে দূরের বিরান ধুধু মরুভূমির অন্ধকার থেকে হাহাকার ধ্বনি এসে অন্তর্জগতকে বিবশ করে দেয়। সবকিছু থাকলেও কোনকিছু নেই- এরই নাম বোধহয় পৃথিবী। পৃথিবীকে জান্নাত তথা সর্বসুখের জায়গা বানানোর ব্যর্থ প্রতিযোগিতা তাই কখনও সফল হওয়ার নয়। জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু মুমিনের আসল ঠিকানাও হওয়ার নয়। সুখ-দুঃখের প্রান্তসীমায় গিয়েও যেন আমরা এই মহান সত্যটাকে ভুলে না যাই। মহান রবের প্রতি এই হোক আমাদের কায়মনো দো'আ। আমীন!

রাত্রি গভীর হয়। বারান্দার অসহ্য সৌন্দর্য থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে আমরা ঘরে ঢুকি। কাঁচ ঘেরা দেয়াল থেকে ভারী পর্দাটা সরিয়ে শেষরাতের তারাভরা আকাশ আর আলোকসজ্জিত শহর দেখতে দেখতে ঘুমের ঘোরে হারিয়ে যাই.. আরেকটি সুন্দর ভোরের প্রত্যাশায়। *[ক্রমশঃ]*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

রাজশাহী	: **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র**, নওদাপাড়া, ০১৭৭০-৮০০৯০০; ওয়াহীদিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার ০১৭৩৭-১৫২০৩৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, হেতেম খাঁ ছোট মসজিদ ০১৭৫১-৪৫৪৫৭৯ হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, তাহেরপুর ০১৭৩৮-৬৭৩৮৭০।
ঢাকা	: **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র**, ২২০ বংশাল ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; **প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স**, বাংলা বাজার ০১৭৮৪-০১২৯৬৪; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, জিরানী, সাভার ০১৬০৮-০৮৮১২৮।
ময়মনসিংহ	: আবুল কালাম ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫। **মুন্সিগঞ্জ :** সুজন মাহমুদ, মাওয়া ০১৯২৬-১৬২৩০১। **মানিকগঞ্জ :** ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম ০১৭৭২-৮৬৭৮৯৮। **নরসিংদী :** আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২।
কুমিল্লা	: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।
কুষ্টিয়া	: শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।
খুলনা	: আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১; মাসঊদুর রহমান ০১৯১৮-৯১৬৮৮১; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮।
গাযীপুর	: বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০; খাইরুল ইসলাম, আমান টেক্স, বৈরাগীর চালা, গাযীপুর ০১৭২৯-৫৯৫১৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বোর্ড বাজার ০১৭৫৪-৩৯৪১৯১। **গোপালগঞ্জ :** খন্দকার অহীদুল ইসলাম, ব্যাংকপাড়া ০১৭২৫-৩৮৪১৭৫।
গাইবান্ধা	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯; ডাঃ মোঃ হারূণুর রশীদ, আত-ত্বাকওয়া লাইব্রেরী, ০১৭২০-৫১১১৬৫; মোঃ আব্দুল আউয়াল, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাঘাটা ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮।
চট্টগ্রাম	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা ০১৭১৫-৮৮০৮৬৬।
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রূহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।
চুয়াডাঙ্গা	: সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।
জামালপুর	: আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।
জয়পুরহাট	: হালাল সলিউশন, জয়পুরহাট সদর ০১৯৮০-৬৪৬০৬০; আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।
ঝিনাইদহ	: আসাদুল্লাহ, কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।
ঠাকুরগাঁও	: আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; যিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।
দিনাজপুর	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্র, লালবাগ, সদর দিনাজপুর ০১৭৭৪-০২৪৯২৬; বাংলাহিলি হিলফুল ফুযুল মাদ্রাসা, হাকিমপুর ০১৯৮১-১২৮১২৪।
নওগাঁ	: আফযাল হোসাইন ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। আব্দুল আযীয, রহমানিয়া লাইব্রেরী, আনন্দনগর আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন ০১৭৭২-৮৫৫৭৮৬।
নীলফামারী	: আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।
পাবনা	: রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭১৮-১২০৩১৫।
পটুয়াখালী	: ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, নতুন বাসষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে ০১৭৫৮-৯৩৯৪৩৭।
পঞ্চগড়	: আব্দুল ওয়াজেদ, ঝিলিমিলি কসমেটিক্স, ফুলতলা বাজার ০১৭১৩-৬৮৭৫৮০।
ফরিদপুর	: দেলোয়ার হোসাইন কোর্ট কম্পাউন্ড ০১৭১৩-৫৯৮৪৭৬। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।
বগুড়া	: শাহীন লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; শরীফুল ইসলাম, সেনানিবাস ০১৪০৪-৫৩৫৫৯১; মদীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।
মেহেরপুর	: জোনাকী লাইব্রেরী ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।
যশোর	: মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা ০১৯৭২-৩২৪৭৮২।
রংপুর	: রেযাউল করীম, **দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী**, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮; আর রহমান লাইব্রেরী শঠিবাড়ী ০১৮১০-০১০৮৭৮।
লালমণিরহাট	: শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।
সিরাজগঞ্জ	: সত্যের আলো লাইব্রেরী, জামতৈল পূর্ব বাজার, কামারখন্দ ০১৭১৬-৯৬৯৭৯৬।
সিলেট	: ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫; শহীদুল ইসলাম, আত-তাকওয়া মসজিদ ০১৭৬১-৯৮২৫৯৭।
সাতক্ষীরা	: হাবীবুর রহমান ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া ০১৭৪৮-৯১০৮২৫। **বাগেরহাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

গরমে শরীর চাঙ্গা ও ফুরফুরে রাখে যেসব খাবার

গরমে অল্পতেই শরীর দুর্বল হয়ে যায়। প্রচণ্ড রোদে ঘেমে শরীর একেবারে কাহিল হয়ে পড়ে। ঘামের কারণে শরীর থেকে সব তরল বেরিয়ে যায়। এ কারণে অল্পতেই পানিশূন্যতার শিকার হ'তে হয় গ্রীষ্মে। তাই এই সময়ে খাওয়া-দাওয়ার দিকে নযর দেওয়া খুবই যরূরী। এসময় এমন সব খাবার খেতে হবে যা খেলে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে, তার সঙ্গে জোগাবে পুষ্টি।

ভিটামিন সি : ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। এই ভিটামিন ত্বক সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে। গরমের সময় ত্বক সবচেয়ে বেশী অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে আসে, যা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের উৎপাদন এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়াতে পারে। ভিটামিন সি অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ফ্রি র‍্যাডিক্যাল নিষ্ক্রিয় করে এবং ত্বকের ক্ষতি হ'তে দেয় না। এই সময় কমলালেবু, কিউই, পাতিলেবু, বাতাবি লেবু, টমেটো, আলু, স্ট্রবেরি, ব্রকোলি, পেঁপে- এসব ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

ম্যাগনেশিয়াম : পেশি সুস্থ রাখতে এবং স্নায়ুর কার্যকারিতা ঠিক রাখার জন্য ম্যাগনেশিয়াম অপরিহার্য। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং ইমিউনিটি শক্তিশালী করে তোলে। গরমের সময় প্রচুর ঘাম হয়, যে কারণে ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে। ম্যাগনেসিয়াম শরীরে তরলের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। গরমে সুস্থ থাকতে চিয়া বীজ, আমন্ড, পালং শাক, কাজুবাদাম, চিনাবাদাম, সয়া দুধ, ডার্ক চকোলেটের মতো ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেতে পারেন।

পটাশিয়াম : ম্যাগনেশিয়ামের মতো, পটাশিয়ামও এক ধরনের ইলেক্ট্রোলাইট এবং শরীরে তরল ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গরমকালে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে পটাশিয়াম বেরিয়ে যায়। যার ফলে পেশিতে খিঁচুনি, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা অনুভব হয়। তাই শরীর থেকে হারিয়ে যাওয়া ইলেক্ট্রোলাইট পূরণে পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার অবশ্যই খান। বিনস, মসুর ডাল, ব্রকলি, অ্যাভোকাডো, কলা, কিশমিশ এগুলি পটাশিয়ামের দুর্দান্ত উৎস। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এসব খাবার রাখুন।

জিঙ্ক : জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার গরমকালে বেশী পরিমাণে খান। ইমিউনিটি বাড়াতে এবং ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে জিঙ্ক। কর্নফ্লেক্স, দই, কাজুবাদাম, বাদাম, আস্ত শস্যদানা ও কুমড়োর বীজে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকে।

প্রোটিন : পেশি, হাড়, হরমোন এবং অ্যান্টিবডি-সহ শরীরের প্রতিটি কোষ প্রোটিন থেকে তৈরি। তাই শরীরের প্রতিটি কোষের প্রোটিন খুবই প্রয়োজন। বিভিন্ন সামুদ্রিক খাবার, ডিম, দুগ্ধজাত পণ্য, ডাল, বীজ এবং বাদাম প্রোটিনে ভরপুর। তাই এসব খাবার অবশ্যই রাখুন ডায়েটে।

পানি : গ্রীষ্মকালে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে প্রচুর তরল বেরিয়ে যায়। তাই এই সময় হাইড্রেট থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা দিনে প্রচুর পানি পান শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি পানি পানের ফলে হজমও ভালো হয় এবং ত্বকও ভালো রাখে। প্রতিদিন কমপক্ষে ১০-১৫ গ্লাস পানি পান করুন। এছাড়া, তরমুজ, শসা এবং সাইট্রাস ফলের মতো হাইড্রেটিং খাবার নিয়মিত খান।

সদ্য প্রকাশিত কিছু মোবাইল এ্যাপ
এ্যাপগুলো পেতে স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন- https://cutt.ly/aGkuINB

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২
GET ON Google Play

শখের বশে এলাচ চাষ করে সফল চট্টগ্রামের শরীফ ও যশোরের নযরুল ইসলাম

পাঁচ বছর আগে শখের বশে এলাচ চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ওমর শরীফ। গুয়েতেমালা, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভারত, ইরান ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ২০০টি চারা সংগ্রহ করে আনেন। এরপর সেই চারা দিয়ে এলাচের এক মিশ্র বাগান করেন চট্টগ্রামের মিরসরাই উপযেলার পাহাড়ী অঞ্চলে। মিরসরাই উপযেলায় প্রথমবারের মতো এলাচের চাষ করেছেন তিনি।

ওমর শরীফ একজন তরুণ কৃষি উদ্যেক্তা ও বৃক্ষপ্রেমী যুবক। তার সংগ্রহে রয়েছে দেশী-বিদেশী অনেক ফুল, ফল ও ঔষধি গাছের চারা। চারা সংগ্রহ করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও ছুটে গেছেন চলেছেন থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ভারত সহ বিভিন্ন দেশে। স্বপ্ন একসময় দেশে গড়ে তুলবেন সবধরনের দুর্লভ গাছের চারা। গড়ে তুলেছেন জোহরা এগ্রো ফার্মস অ্যান্ড নার্সারী। তার দেখাদেখি অনেক বেকার যুবক বাগান করার দিকে ঝুঁকছেন।

এ ব্যাপারে তিনি বলেন, পাহাড়ে আমার মিশ্র ফলের বাগান রয়েছে। পাঁচ বছর আগে মনস্থির করি এই এলাকায় এলাচের চাষ করব। পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভারত, ইরান ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ২০০টি চারা সংগ্রহ করি। তবে পথটা অত সহজ ছিল না। চারা এনে লাগিয়ে দিলেই হয়ে যায় না। এর চাষের রীতিপদ্ধতিও রয়েছে। তা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে। এর বাইরে আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু হাল ছাড়িনি। বিভিন্ন দেশের এলাচ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি। সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে এলাচ চাষে সফলতা পেয়েছি।

ওমর শরীফ জানান, আষাঢ় মাসে এলাচ গাছে ফুল আসে। আর ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের শেষদিকে এলাচ পরিপক্ক হয়। তখন বাগান থেকে কাঁচা এলাচ সংগ্রহ করে রোদে শুকাতে হয়। অধিক উৎপাদন হ'লে ড্রায়ার মেশিনে শুকাতে হয়। না শুকিয়ে ঘরে রাখলে পচন ধরবে। ফল পরিপক্ক হ'লে দেখতে কিছুটা সবুজের ওপর লালচে হবে। চারা লাগানো থেকে ফল পেতে তিন বছর অপেক্ষা করতে হয়।

বিভিন্ন জাতের এলাচের মধ্যে সবুজ-কালো, নীল-সাদা ও বেগুনিসহ ১৩ জাতের এলাচ আমদানি করা হয় বাংলাদেশে। তবে দেশে এলাচ চাষ নতুন নয়। সিলেট, বগুড়া, সাতক্ষীরা, তিন পার্বত্য যেলাসহ বেশ কয়েক অঞ্চলে যে এলাচ জন্মে সেগুলো 'মোরঙ্গ এলাচ' নামে পরিচিত।

কিন্তু সবুজ দানার এলাচ চাষ এটাই প্রথম। নিজের সাফল্যের পর কৃষকদের মাঝে এলাচের চাষ ছড়িয়ে দিতে জোহরা এগ্রো ফার্ম ও নার্সারিতে এখন চারা উৎপাদনেও মন দিয়েছেন তিনি।

বাণিজ্যিকভাবে এলাচ চাষে আগ্রহীরা এই বছর আমার কাছ থেকে চারা কিনতে পারবেন। চারা বড় হ'লে আগ্রহী চাষীদের কাছে বিক্রি করতে পারব। তাতে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে আর এলাচ আমদানি করতে হবে না বলে জানান এই কৃষি উদ্যোক্তা। ভারত, চীন ও মিয়ানমারসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশের উর্বর জমি এলাচ চাষের উপযোগী। এলাচ চাষে আলাদা কোন জমি প্রয়োজন হয় না।

ওমর শরীফ বলেন, পাঁচ বছরের পরিশ্রমে আমি দেখেছি, অন্য গাছের ছায়া তলে এলাচের ভালো ফলন হয়। তাই আমি মিশ্রফলের বাগানে এলাচ চাষ শুরু করেছি। যে কেউ বাড়ির আঙিনা অথবা ফলদ বৃক্ষের বাগানে এ জাতের সবুজ মসলা এলাচের চাষ করতে পারবেন।

এদিকে যশোরের চৌগাছায় বাণিজ্যিকভাবে এলাচ চাষ করেছেন নযরুল ইসলাম। বসত বাড়ির পাশে মেহগনি বাগানের পতিত জমিতে এলাচ চাষ করে এলাকায় সাড়া ফেলেছেন তিনি।

জানা যায়, শখের বসে বেনাপোলে শাহজাহান আলীর এলাচ বাগান দেখতে গিয়ে এই চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেন তিনি। তারপর ভারতে গিয়ে চারা সংগ্রহ করেন এবং সেখান থেকেই চাষ পদ্ধতি শিখে বসত ভিটার আঙিনায় এক বিঘা মেহগনি বাগানে চারাগুলো রোপণ করেন। বর্তমানে তার এলাচ বাগানের বয়স প্রায় তিন বছর। এখন পর্যন্ত তার বাগানে মোট খরচ হয়েছে ৪০ থেকে ৫০ হাযার টাকা। বর্তমানে বাগান ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে যেলার বিভিন্ন এলাকায় এলাচ চাষে আগ্রহীরা আমার কাছ থেকে চারা কিনেতে আগ্রহী হয়েছেন। তারাও বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু করতে চান। চলতি বছরে চারা বিক্রি করে পাঁচ লাখেরও অধিক আয় হবে বলে আশাবাদী তিনি।

তিনি বলেন, এলাচ গাছে ফল আসতে তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লাগে। এক একর জমিতে এক হাযার ২০০টি এলাচ চারা রোপণ করা যায়। পাঁচ বছর পর থেকে এক একর জমির এলাচ গাছ থেকে বছরে প্রায় দেড় হাযার কেজি ফল পাওয়া যাবে। এর বাজারমূল্য ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা। এছাড়া একটি এলাচ গাছ ৩০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে ও ফল দেয়।

এছাড়া এলাচ চাষে রাসায়নিক সার খুবই কম লাগে। জৈব সারই যথেষ্ট। তাই অন্য মসলা চাষের তুলনায় এলাচ অনেক লাভজনক।

কবিতা

তাহাজ্জুদ

-আশিকুর রহমান খাঁন
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পৃথিবী যখন নিস্তব্ধ ঠিক তখন জেগে ওঠে মুত্তাক্বী
নরম বিছানা ত্যাগ করে ছালাতে দাঁড়ায় রবের লাগি।
গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে,
নীরব প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় সে শেষ রাতে জাগে।
তন্দ্রা-নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে দু'নয়নে সে অশ্রু ঝরায়
ভাগ্যবান মুমিন সেই যে রবের ডাকে সাড়া দেয়।
শেষ রাত্রিতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন আল্লাহ,
তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দু'হাত তুলে বান্দা।
পাপী-তাপী, দীন-দুঃখীদের ডাকতে থাকেন রব
তাঁর ডাকে সাড়া দেয় যে, পূরণ হয় তার চাহিদা সব।

পাবে নাজাত

-মুহাম্মাদ জাবেদ আলী সরকার
ভাড়াহার, বগুড়া।

কুরআন বীচে আছে লেখা
খুঁজে দেখ তার।
ছালাত তোমরা কায়েম কর
বিরাশি বার॥
আল্লাহ্‌র আদেশ পালন কর
হে মুসলমান!
দিনে রাতে পাঁচ বার
কুরআনের ফরমান॥
ছালাত ছাড়া উপায় নাই
নাই জান্নাতের আশা,
কর্মগুণে পাবে সবে
আল্লাহ্‌র ভালোবাসা॥
নবীর দ্বীনকে যিন্দা রেখে
আদায় কর ছালাত।
জীবন মরণ ধন্য হবে
পাবে তবে নাজাত॥

ইসলামের জয় হবে

-জাবের আহমাদ জিহাদ
চিনাডুলী, ইসলামপুর, জামালপুর।

অন্যায়-যুলুম যতই আসুক ভয় করি না কিছু
আমরা মুসলিম বীরের জাতি কেউ হটবো না পিছু।
দ্বীন কায়েমে নামবো মাঠে যাবো নাহি সরি
মুসলিম আমরা বীরের জাতি কাউকে নাহি ডরি।
যতই আসুক যুলুম কভু পাবো না কেউ ভয়
যুলুমকারীর ধ্বংস হবে মোদের হবে জয়।
দ্বীনবিরোধী কথা শুনলে গরম হয় মোর রক্ত
ইসলাম যেন হয় প্রতিষ্ঠা সেদিক থাকবো শক্ত।
বাতিলেরা ধ্বংস হবে শুন মুসলিম ভাই
ইসলামেতে শান্তি আছে, সেই শান্তি আমরা চাই।
সত্যের পথে অটল থাকবো আমরা মুসলিম সবে
লক্ষ্য মোদের একটাই কিন্তু ইসলাম বিজয় হবে।
আমরা মুমিন চুপ থাকবো না মোদের উচ্চ শির
সংবিধান ভাই হবে কুরআন আমরাই হবো বীর।
এসো মুসলিম আমরা সবে হাতে হাত ধরি
বাতিল সবাই ধ্বংস হবে এই কামনা করি।

আত-তাহরীক

-শফীকুল ইসলাম
বাটুপাড়া, মৌগাছী, মোহনপুর, রাজশাহী।

সত্যের দিশারী মাসিক আত-তাহরীক,
দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দিতে তুমি সদা নির্ভীক।
সমাজে যখন শিরক-বিদ'আত আর নানা কু-সংস্কার,
অহি-র জ্ঞান ছড়িয়ে কর তুমি সব কিছু পরিষ্কার।
পীরপূজা আর কবরপূজা, পূজার নাইতো শেষ
এদের দ্বারাই যুগে যুগে জাতী হচ্ছে নিঃশেষ।
হারিয়েছে জাতি মহা সম্পদ ঈমান ও আমল,
ফিরিয়ে আনো তুমি হারানো সেই ঈমানী শক্তি-বল।
এপথে যাত্রা সহজ নয় সে কথা মোদের জানা,
পদে পদে তোমাকে বাতিল দিবেই দিবে হানা।
পারবে না করতে কোনই ক্ষতি আল্লাহ তোমার সহায়,
তোমার কাছে বাতিল একদিন হয়ে যাবে অসহায়।
বাতিলের বৃথা আস্ফালনে ভয় পেওনা তুমি,
বাতিল একদিন সব হারিয়ে হয়ে যাবে শুধু মমি।
তোমার মাঝে পাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোচনা,
সঠিক পথের দীশা দাও তুমি কর না ছলনা।
জবাব পাই নানা প্রশ্নের খবর পাই কত শত,
প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে ঘটছে ঘটনা যত।

এ পথেই জান্নাত

-মীযানুর রহমান
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

ভুল করো না ভুল করো না সঠিক পথে চল,
বাতিল ফিরক্বা ছেড়ে দিয়ে সরল পথে চল।
শিরক নয় বিদ'আত নয় তাওহীদ মেনে চল,
বিদ'আতী কর্ম ছেড়ে দিয়ে সুন্নাত আঁকড়ে ধর।
এতেই পাবে নাজাত তুমি এতেই তোমার জান্নাত,
সেথায় পাবে আল্লাহ্‌র দীদার পাবে অফুরান রহমত।
বিদ'আত করলে কাওছার হারাম হাদীছ প্রমাণ করে,
'সুহকান' 'সুহকান' বলবেন নবী বিদ'আতীদের তরে।
জান্নাতের পথ একটিই আছে কুরআন-সুন্নাতে
সকল তরীকা বাতিল হ'ল কুরআন-হাদীছ মতে।

স্বদেশ

দেশের মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি, মুসলিম ৯১%

২০২২ সালের চূড়ান্ত হিসাবে দেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাযার ৯১১ জন। জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী এ তথ্য জানিয়েছে বিবিএস। সর্বশেষ ২০১১ সালের শুমারিতে জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৯৮ লাখ। এ হিসাবে গত ১০ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে দুই কোটি ২৮ হাযার ৯১১ জন। গত ৯ই এপ্রিল রোববার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ এর সমন্বয়কৃত জনসংখ্যার তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় ১৬ লাখ বেশী। নারী-পুরুষের পাশাপাশি দেশে হিজড়া ১২ হাযার ৬২৯ জন। এছাড়া মোট পরিবার বা খানার সংখ্যা চার কোটি ১০ লাখ।

প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশের মোট জনসংখ্যার ৯১ শতাংশই মুসলিম। যাদের সংখ্যা ১৫ কোটি ৪৫ লাখ ৪২ হাযার ৭৮ জন। এছাড়া হিন্দু জনগোষ্ঠী ৭.৯৫ শতাংশ, খৃষ্টান ০.৩০ শতাংশ এবং বৌদ্ধ ০.৬১ শতাংশ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম শুমারিতে দেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬৪ লাখ।

'কালু কসাই'-এর মানবতা
৫৮০ টাকায় গরুর গোশত বিক্রি

ফজরের পরই বেরিয়ে পড়েন নযরুল ইসলাম। এলাকায় 'কালু কসাই' বলে পরিচিত। স্থানীয় বাজার থেকে গরু কিনে গোশত বিক্রি করেন তিনি। বাজারে গরুর গোশত ৭০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হ'লেও তিনি বিক্রি করছেন ৫৮০ টাকাতে।

কালু কসাই বলেন, বাজারে একটি গরু যবেহ করে বিক্রি করলে খাজনা দিতে হয় ৪ হাযার টাকা। দিনে ৪টা গরু যবেহ করলে ১৬ হাযার টাকা কমিটিকে দিতে হয়। এই খাজনার পরিমাণ অতিরঞ্জিত। ফলে আমি বাজার থেকে বের হয়ে বাড়ির পাশে ৩ রাস্তার মোড়ে গোশত বিক্রি করা শুরু করেছি। বাজার কমিটিকে যে টাকা দিতে হ'ত সেই টাকা সাধারণ মানুষের কাছে বেশি দামে গোশত বিক্রি করে তুলতে হ'ত। এখন সেই টাকা দিতে হয় না। ফলে আমি কম দামে গোশত দিতে পারছি। গাবতলী উপযেলার কদমতলী ৩ রাস্তার মোড়। সেখানেই কালু কসাইয়ের গোশতের দোকান। প্রতিদিন সকালে সেখানে দেখা যায় ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়।

ইউটিউব-ফেসবুক দুনিয়ায় কালু কসাইয়ের কম দামে গোশত বিক্রির খবর ছড়িয়ে পড়ায় বেশ দূর থেকে মানুষ গোশত কিনতে আসছেন তার কাছে। সকাল ৬টা থেকে দুপুরের পর পর্যন্ত চলে তার বিক্রি। শুক্রবার ১০টির অধিক এবং অন্য দিনগুলোতে ৫-৬টি করে গরু যবেহ হয় তার দোকানে। গোশত বিক্রির জন্য কালু কসাইয়ের দোকানে ৫ জন কর্মচারী কাজ করছেন। দোকানে কর্মরত তার বড় ছেলে হোসাইন আল-মাহমূদ জানান, আমাদের দোকানের অধিকাংশ গ্রাহক নিম্ন আয়ের মানুষ। আমরা দাম কমানোর পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের উপকারার্থে ১০০ গ্রাম থেকে শুরু করে চাহিদা অনুযায়ী গোশত বিক্রি করি। তিনি বলেন, বাজারে গরুর দাম অনুযায়ী ৬০০ টাকা কেজিতে গোশত বিক্রি করলেও লাভ হবে। অধিক মুনাফা লাভের আশায় গোশত ব্যবসায়ীরা ৭০০ টাকা কেজিতে বিক্রি করছেন। তাই এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যরূরী।

বিবিএ-এমবিএ করে মাছের ব্যবসা, এখন মাসে মুনাফা লাখ টাকা

নীলফামারীর মাহফূয (৩১) উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় এসে মেসজীবনে দেখেন, বাজার থেকে মাছ কিনে আনলে গৃহপরিচারিকা বিরক্ত হন। কারণ মাছ কাটা-ধোয়া তার জন্য বেশ ঝামেলার কাজ। পরে তিনি বুঝতে পারেন, এ শহরের অন্যরাও একই সমস্যায় আছেন। ব্যবসার ধারণাটি তখনই তার মাথায় আসে। ভাবলেন, ঢাকার বাইরে থেকে তাজা মাছ সংগ্রহ করে কেটে-ধুয়ে একদম রান্নার উপযোগী করে যদি বাসায় বাসায় পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহ'লে নগরবাসীর ঝামেলা কমবে। তার আয়ও হবে। এ ভাবনা থেকে শিক্ষার্থী অবস্থাতেই স্বল্পপরিসরে ঢাকায় এ ব্যবসা শুরু করেন তিনি। বিবিএ-এমবিএ শেষ করে চাকরীর পেছনে না ছুটে তিনি পুরোদমে এ ব্যবসায় নেমে পড়েন। এই তরুণ উদ্যোক্তার এখন মাসে মুনাফাই আসে দেড় লাখ টাকার উপরে।

২০১৬ সালে 'ফিশ মার্ট' নামের অনলাইন ভিত্তিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ শুরু করেন বলে জানান মাহফূয। তিনি বলেন, শিক্ষক পিতা-মাতার সন্তান আমি। মাছ সংগ্রহ-বিক্রির কিছুই আমি জানতাম না। বিষয়টি বুঝার জন্য প্রথমে আমি ঢাকার বাইরে যাই। যেখানে ভালো ও তাজা মাছ পাওয়া যায়, তা ঘুরে দেখি। ফেসবুকে পেজ খুলে শুরুতে আস্ত মাছ বিক্রি করি। পরে কেটে-ধুয়ে বিক্রি করি। মূলত তখনই আমার ব্যবসায় গতি আসে। চাহিদা বাড়ায় ২০১৭ সালে এক কক্ষের একটি অফিস নেই। তারপর করোনার কারণে ফেসবুক পেজে অর্ডারও অনেক বেড়ে যায়। ফলে আয়ও বাড়তে থাকে।

মাহফূযের প্রতিষ্ঠানে এখন সব মিলিয়ে ২৭ কর্মী। ঢাকার অদূরের মৈনটঘাট, চাঁদপুর, ভৈরব, বরিশালসহ বিভিন্ন স্থান থেকে তাজা মাছ সংগ্রহ করেন তিনি। এই মাছ কেটে-ধুয়ে পুরোপুরি রান্নার উপযোগী করে তা ক্রেতাদের ঘরে পৌঁছে দেন তাঁর কর্মীরা। মাছের পাশাপাশি গোশতও বিক্রি করেন মাহফূয। ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ক্রয়াদেশ গ্রহণ করে তাঁর প্রতিষ্ঠান।

মাছের মানের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন বলে জানান মাহফূয। তিনি বলেন, এখন দিনে কম করে হ'লেও ৮০ হাযার টাকার মাছ বিক্রি করি। সব খরচ বাদ দিয়ে মাসে দেড় লাখ টাকা মুনাফা হয়। আগামীতে দেশের সব ক'টি বিভাগীয় শহরে প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে তার।

বিদেশ

বিশ্বের ৩০ কোটি কর্মী চাকরী হারাতে পারেন

বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। নানা প্রতিষ্ঠান এখন এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় বিভিন্ন কাজ করছে। আগে থেকেই অনেকের ধারণা ছিল, প্রযুক্তি মানুষের কাজ কেড়ে নেবে। আর এবার মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংকিং সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাকসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে বিশ্বের ৩০ কোটি পূর্ণকালীন কর্মী চাকরী হারাবেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মোট কাজের এক-চতুর্থাংশ কাজ করে ফেলতে পারে। এছাড়া এর কারণে নতুন চাকরী ও উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি হ'তে পারে। আর বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবার মোট বার্ষিক মূল্য ৭ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এআইয়ের প্রভাব সেক্টর ভেদে আলাদা আলাদা হবে। প্রশাসনিক কাজের ৪৬ শতাংশ ও আইন পেশার ৪৪ শতাংশ কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হ'তে পারে। আর শুধু নির্মাণ খাতের ৬ শতাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের ৪ শতাংশ কাজ এআই করতে পারবে।

ইতিমধ্যে সৃজনশীল জগতে অনেক কাজই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা করে দিচ্ছে। ছড়া লেখা, বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেল, বইয়ের অডিও ভাষ্য তৈরি এসব কাজের জন্য মানুষের প্রয়োজন পড়ছে না।

মুসলিম জাহান

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সমীকরণ : ক্ষুব্ধ ইস্রাঈল, হতাশ যুক্তরাষ্ট্র

সঊদী আরব-ইরান সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ও ইয়ামন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা শুরু

দীর্ঘ সাত বছর পর গত ১০ই মার্চ পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে রাযী হয়েছে ইরান ও সঊদী আরব। এ ব্যাপারে আলোচনা এগিয়ে নিতে ইতিমধ্যে সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিনিধি দলসহ তেহরান সফর করেছেন। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে আবার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নিরাপত্তা সহযোগিতাও শুরু হবে। সেই সাথে দুই মাসের মধ্যে দু'দেশ পরস্পরের রাজধানীতে তাদের দূতাবাসের কার্যক্রম শুরু করবে। চীনের মধ্যস্থতায় বেইজিং-য়ে দু'দেশের মধ্যে এক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। উভয় দেশই এক্ষেত্রে বেইজিং-এর ভূমিকার প্রশংসা করেছে।

২০১৬ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের এই দুই বড় দেশের মধ্যে কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। সেবছর সঊদী আরব এক শী'আ নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর তেহরানের সঊদী দূতাবাসে হামলা হয়েছিল। তারপর দুই দেশের সম্পর্কে নাটকীয় অবনতি ঘটে।

দেশ দু'টির কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে ঐক্যমতের পর মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি প্রশমিত হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ ফিরে আসার সুযোগ তৈরী হয়েছে। বিশেষত ইয়ামনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গত ৬ই এপ্রিল ইয়ামন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা রিয়াদে সঊদী আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খালিদ বিন সালমানের সাথে বৈঠক করেছেন। সেখানে তারা ইয়ামনে শান্তির রোডম্যাপ এবং হুথিদের সহ যৌথ সরকার গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এদিকে সিরিয়ার সাথেও সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছে সঊদী আরব। গত ১২ই এপ্রিল সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়ছাল-এর আমন্ত্রণে সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়ছাল মেকদাদ জেদ্দায় এক বৈঠকে মিলিত হন এবং দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে উভয় পররাষ্টমন্ত্রী নমনীয়তা প্রকাশ করেন।

বিশ্বের অন্যতম তেল রফতানিকারক ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ সঊদী আরবে অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগে ব্যাপক আগ্রহী চীন। এরই মধ্যে রিয়াদের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদারও বেইজিং। রিয়াদের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশী জ্বালানী ক্রয় করে বেইজিং।

দীর্ঘ দিনের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইরান ও সঊদীর পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনকে বাহ্যিকভাবে স্বাগত জানালেও ভালোভাবে নিচ্ছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ ঘটনার পর পূর্বঘোষণা ছাড়াই সঊদী আরব সফরে যান সিআইএ প্রধান বিল বার্ন। এ সময় তিনি সঊদী ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমানের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক শত্রুপক্ষ ইরান ও সিরিয়ার সাথে রিয়াদের এভাবে সম্পর্ক স্থাপনকে ভালোভাবে নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে এ চুক্তিতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ইস্রাঈল। শত্রুপক্ষ ইরানের প্রভাব রুখতে আরব দেশগুলোর সঙ্গে নিজেদের সহযোগিতামূলক সম্পর্কে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা করছে দেশটি।

এ ব্যাপারে সঊদী বিশ্লেষক ও লেখক আলী শিহাবী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সঊদী আরবের একচেটিয়া সম্পর্ক বোধ হয় শেষ হ'তে চলেছে। আমরা এখন আরও বেশী খোলামেলা সম্পর্কের দিকে যাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক আছে ঠিক আছে। তবে সমানতালে আমরা চীন, ভারত, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক যোরদার করতে চাই।

৭০ বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করলেন ফিলিস্তীনী নারী

বয়সের ভারে ন্যুব্জ আয়েশা বেগম। ৭০ বছর বয়সে এসে খুব তীব্রভাবে অনুভব করছেন শূন্যতা- আমি তো কুরআনের হাফেযা নই। এ শূন্যতা বারবার খোঁচা দেয় মনে। ফলে কুরআন মুখস্থের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। শেষমেশ ঠিক করেন, যেভাবেই হোক কুরআন মুখস্থ করবেন তিনি। আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে শুরু করেন কুরআন হিফয। কিন্তু কোনভাবেই যেন তা আয়ত্বে আসতে চায় না। থেমে যেতে চান তিনি। এ সময় তার স্বামী এগিয়ে আসেন। অনুপ্রেরণা নিয়ে পাশে দাঁড়ান। আবার তিনি এগিয়ে চলেন। সামনে চলার গতি অব্যাহত রাখেন। এভাবেই বয়স আর হতাশাকে জয় করে হিফয সম্পন্ন করেন তিনি। ইতিমধ্যে গত হয়ে যায় পাঁচ পাঁচটি বছর। জীবনের প্রারম্ভে হেফয করতে পারেননি আয়েশা বেগম। এ নিয়ে তার আক্ষেপের শেষ নেই। তিনি চান, পরের প্রজন্ম এ আফসোস না করুক। তারা জীবনের রঙিন প্রভাতেই কুরআন ধারণ করে নিক। সেজন্য তিনি নাতিদের ছোট থেকেই কুরআন শিক্ষা দিচ্ছেন। এভাবেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চান ৭০ বছর বয়সী আয়েশা।

[আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই এবং সম্ভব হ'লে প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা শুরু থেকেই কুরআনের হাফেয হৌক- এই কামনা করি (স.স.)]

সরকারী চাকরী থেকে আত্মীয়-স্বজনদের বাদ দিতে তালেবান সরকারের নির্দেশ

চাকরী থেকে স্বজনদের বাদ দিতে সরকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার। তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা এক ডিক্রিতে এ ঘোষণা দেন।

সরকারী বিভিন্ন দফতরে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছেলে ও অন্য স্বজনদের বাদ দিয়ে তাদের স্থলে নতুনদের নিয়োগ দিতে বলেছেন আখুন্দজাদা। এছাড়া ভবিষ্যতে এসব পদে স্বজনদের নিয়োগ দিতেও ডিক্রিতে নিষেধ করেছেন তিনি।

২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে ক্ষমতা গ্রহণ করে তালেবান। এ সময় বেশ কিছু সরকারী কর্মকর্তা দেশ ছেড়ে পালান, আর অন্যদের তালেবান সরকার চাকরীচ্যুত করে। এরপর

সরকারী বিভিন্ন পদে নিজেদের পসন্দমতো ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। যাদের অধিকাংশই ছিলেন অদক্ষ। এছাড়া ক্ষমতা গ্রহণের পর বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ তালেবান কর্মকর্তা সরকারী বিভিন্ন দফতরে তাঁদের সন্তানদের নিয়োগ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা এ ডিক্রি জারী করলেন।

[নিঃসন্দেহে এটি ধন্যবাদ যোগ্য। অন্যদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহার : চিন্তা করার ক্ষমতা হারাচ্ছে মানুষ!

হঠাৎ যদি আপনার চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি হারিয়ে যায়! তবে কি হবে? বা ধরুন কোন পরীক্ষায় উত্তর দেয়া তো দূরের কথা প্রশ্নগুলো বুঝতেই অক্ষম হচ্ছেন, তবে কেমন মনে হবে? আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এমনই অবস্থা হ'তে চলেছে মানুষের। কিন্তু কেন মানুষের এই অবস্থা হ'তে চলেছে সে বিষয়ে জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা।

তারা জানিয়েছেন যে, প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহারের ফলে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও বুঝার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং এক দশক বা তার কিছু সময় পরে মানুষের চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে।

আমেরিকার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক পিউ রিসার্চ এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় জানা যায় যে, প্রযুক্তি নিজেই হয়ে উঠবে মানুষের মনের সবচেয়ে বড় শত্রু। মানুষ প্রযুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার কারণেই এই ঘটনা ঘটবে।

পিউ রিসার্চের সমীক্ষা রিপোর্ট অনুসারে, মাত্র ১২ বছরের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষকে খুব খারাপভাবে প্রভাবিত করবে এবং মানুষ যেকোন সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হবে। মানুষ তার ছোট-বড় জিনিসের জন্য তাদের ওপর নির্ভর করতে থাকবে এবং তার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা একেবারেই লোপ পেতে শুরু করবে।

রাক্ষুসে কৃষ্ণগহ্বর আবিষ্কার : তিন হাযার কোটি সূর্যের চেয়ে বড়!

খোঁজ পাওয়া গেল মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরের। এটি দু'-দশ লাখ নয়, গ্রাস করতে পারে প্রায় তিন হাযার কোটি সূর্যকে। এমনই জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের দাবী, এই কৃষ্ণগহ্বরের ভর সূর্যের ভরের তিন হাযার কোটি গুণ বেশী। সহজ কথায় এই কৃষ্ণগহ্বরে এঁটে যেতে পারে প্রায় তিন হাযার কোটি সূর্য। যদিও এই কৃষ্ণগহ্বর আমাদের নক্ষত্রমণ্ডল থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে বলেও জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

সাম্প্রতিক সময়ে কৃষ্ণগহ্বরটিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। 'রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি'র মাসিক গবেষণাপত্রে এই আবিষ্কারের কথা উঠে এসেছে। বিশেষ শক্তিশালী লেন্স ব্যবহার করে প্রায় দুই দশক ধরে গবেষণা চালিয়ে এই কৃষ্ণগহ্বরটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। ২০০৪ সালে ডারহাম ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যালিস্টার এজ প্রথম এই কৃষ্ণগহ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন। তারপর থেকে কৃষ্ণগহ্বরটিকে নিয়ে লাগাতার গবেষণা চলছিল।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী যে, ভবিষ্যতে বড় আকারের টেলিস্কোপ দিয়ে আরো দূরের কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে খোঁজ-খবর চালানো সম্ভব হবে।

একটি নক্ষত্রের মৃত্যুতে কৃষ্ণগহ্বরের জন্ম হয়। কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষমতা এতটাই বেশী যে তার মধ্য থেকে আলোও বেরোতে পারে না। গিলে নেয় ছোট-বড় অনেক গ্রহ-নক্ষত্রকে। এর মধ্য দিয়ে আলো পার হ'তে পারে না বলে কৃষ্ণগহ্বরকে দেখতে পাওয়া যায় না।

হেলিকপ্টারের চেয়ে দ্রুতগতির ইলেকট্রিক ফ্লাইং ট্যাক্সি তৈরি করল ভারত

এবার ভারতে তৈরি হয়েছে ইলেকট্রিক ফ্লাইং ট্যাক্সি। যাত্রী পরিবহনে ফ্লাইং ট্যাক্সিটি হেলিকপ্টারের চেয়ে দ্রুতগতিতে চলতে সক্ষম বলে দাবী করেছে নির্মাতা সংস্থা 'ই প্ল্যান কোম্পানী'। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত 'এরো ইন্ডিয়া শো'-তে প্রদর্শিত হয়েছে আকাশযানটি। নির্মাতা সংস্থা বলছে, একবার চার্জ দিলেই ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে সক্ষম এ আকাশযানটি। এছাড়া ঐ বিশেষ যান সাধারণ চার চাকার গাড়ির চেয়ে ২০ গুণ অধিক দ্রুতগতির। ফলে শহরের মধ্যে কোন যানজট ছাড়াই মানুষ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে অনেক দ্রুত যেতে পারবে। তবে এই যানে যাত্রী পিছু খরচ সাধারণ গাড়ির চেয়ে দ্বিগুণ বা তার কিছু বেশী হবে।

ইফতারের শুরুতে খেজুর খাওয়া নিয়ে বিজ্ঞান যা বলছে

ইফতারে খেজুর ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। ছিয়াম ভাঙ্গার জন্য আমরা খেজুর খেয়ে থাকি। মূলত রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাত অনুসরণেই এ রীতি পালন করা হয়। তবে খেজুর দিয়ে ইফতার করার পেছনে রয়েছে সুদূর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টির জোগান দেয় খেজুর। এ ফলটি খুব সহজেই হজম হয়। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট। সারাদিন উপোস থাকার পরে শরীরে প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট দ্রুত পূরণ করে এই ফল।

এছাড়াও খেজুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, তামা, সেলেনিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম। এসব রাসায়নিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

ইফতারের সময় খেজুর খেয়ে শুধু ক্ষুধা নিবারণই হয় না; সারা দিন না খেয়ে থাকার পর অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত রাখে। কারণ খেজুরে প্রচুর ফাইবার থাকে, যাতে অল্পতেই খাবারের চাহিদা পূর্ণ হয়।

মরুর বুকে রাসূল (ছা.) ও ছাহাবায়ে কেরাম শুধু খেজুর খেয়েই দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন। তারা এতো কাজ করেও ক্লান্ত হ'তেন না। কারণ খেজুর খেলে শারীরিক ক্লান্তি দূর হয় এবং দ্রুত শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। এছাড়া খেজুরে থাকা ডায়েটারি ফাইবারও আমাদের শরীরে দীর্ঘ সময় এনার্জি বজায় রাখে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনোনীত দায়িত্বশীলগণ সফর করেন। উক্ত সফর সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ ।-

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ৮ই রামাযান ৩১শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টা হ'তে যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন নাওরা- পশ্চিমপাড়া তিন তলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'রংধনু গ্রুপ'-এর চেয়ারম্যান জনাব রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর **মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ.ন.ম সাইফুল ইসলাম নাঈম, ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'রংধনু গ্রুপ'-এর এমডি মীযানুর রহমান এবং চেয়ারম্যান জনাব রফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

রাজশাহী থেকে সকাল ৯-০৫ এর ফ্লাইটে ঢাকা পৌঁছে আমীরে জামা'আত প্রথমে রূপগঞ্জ থানাধীন পূর্বাচলে অবস্থিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর অধিভুক্ত মাদ্রাসা 'মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী' পরিদর্শন করেন এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন। এ সময় তাঁর সাথে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা উপদেষ্টা ও পূর্বাচল ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন। অতঃপর বেলা সাড়ে ১১-টায় তিনি সেখানে যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয আবু সাঈদের মৃত পিতা মুহাম্মাদ শাহজাহান (৭০)-এর জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর তিনি ৫ কি.মি দূরে নাওরা-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন ও সেখানে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বিকাল ৫-টায় তিনি অত্র মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেলের বাসায় রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সকাল ৯.৩০ এর ফ্লাইটে তিনি রাজশাহী প্রত্যাবর্তন করেন।

আরামনগর, জয়পুরহাট ৮ই রামাযান ৩১শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বেলা ১০-টায় যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাহিবুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার তারিক হাসান, অর্থ সম্পাদক ডা. যোবায়ের হাসান, 'আল-'আওনের'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল ও সোনামণি রাজশাহী-সদর যেলার সহ-পরিচালক জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি নাজমুল হক।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৯ই রামাযান ১লা এপ্রিল শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলায় রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ এবং বাদ আছর পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষন দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা প্রমুখ।

খুলনা ৯ই রামাযান, ১লা এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের নবীনগর (গোবরচাকা) মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ এবং ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শু'আয়েব ও মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুল্লাহ।

কালিগঞ্জ, শেরপুর ১২ই রামাযান ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কালীগঞ্জ দমদমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাসউদ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীক।

চিনাডুলি, ইসলামপুর, জামালপুর ১৩ই রামাযান ৫ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ইসলামপুর থানাধীন চিনাডুলি

আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল।

চক শাহবাজপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১৩ই রামাযান ৫ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কামারখন্দ থানাধীন চক শাহবাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুর রঊফ, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আবু রায়হান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাবীবুর রহমান রাসেল।

কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ১৩ই রামাযান ৫ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর লালমণিরহাট যেলা শহরের সেলিমনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম ১৪ই রামাযান ৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ভুরুঙ্গামারী থানাধীন আন্ধারীঝাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

সরিষাবাড়ী, জামালপুর ১৪ই রামাযান ৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন সেঙ্গুয়া পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন।

মহিষখোচা, লালমণিরহাট ১৫ই রামাযান ৭ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

টাঙ্গাইল ১৫ই রামাযান ৭ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কালিহাতি থানাধীন ছাতিহাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন।

হাতেম খাঁ, রাজশাহী ১৮ই রামাযান ১০ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অত্র মসজিদ কমিটির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি আব্দুর রাক্বীব মুকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, রাজশাহী সদর যেলার সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর ও অত্র মসজিদের সাবেক ইমাম মাওলানা নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন বর্তমান ইমাম আমীনুল ইসলাম আমীন। অনুষ্ঠানে মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সদর যেলার সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ সহ 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মী ও সুধীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ৩ তলা মসজিদের সর্বত্র কানায় কানায় উপচে পড়া ভিড় ছিল।

কুমিল্লা ১৯ই রামাযান ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

মহারাজপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর ৭ই রামাযান ৩০শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার গুরুদাসপুর উপযেলাধীন মহারাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য তরীকুয্যামান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

কুষ্টিয়া-পূর্ব ৮ই রামাযান ৩১শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে ১০০, ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর।

নওগাঁ ৯ই রামাযান ১লা এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মহাদেবপুর উপযেলাধীন বাগডোব বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও যেলা শহরের আনন্দনগর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১০ই রামাযান ২রা এপ্রিল রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন দৌলতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

কালদিয়া, বাগেরহাট ১২ই রামাযান ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী ১৩ই রামাযান ৫ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বাগমারা উপযেলাধীন ভবানীগঞ্জ হেলিপ্যাড মাঠে রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

সাঘাটা, গাইবান্ধা ১৪ই রামাযান ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন শিমুলবাড়ী সালাফী মাদ্রাসায় গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুর রঊফ।

গাংনী, মেহেরপুর ১৪ই রামাযান ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গাংনী উপযেলাধীন সাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হায়দার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর প্রমুখ।

ফরিদপুর ১৫ই রামাযান ৭ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের কোর্ট কম্পাউণ্ডে উকিলবার সংলগ্ন 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ রাকীবুল ইসলাম।

হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ১৫ই রামাযান ৭ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার হরিপুর উপযেলাধীন খিরাইচণ্ডী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঠাকুরগাঁও যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন।

বি-বাড়িয়া ১৬ই রামাযান ৮ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নবীনগর থানাধীন রতনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বি-বাড়িয়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ বিন জামশেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন।

কানসাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৬ই রামাযান ৮ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ উপযেলাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কানসাটে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার

মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১৬ই রামাযান ৮ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন টি এন্ড টি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুর রঊফ ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

মৈশালা, রাজবাড়ী ১৬ই রামাযান ৮ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গা ১৭ই রামাযান ৯ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন জয়রামপুর দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চুয়াডাঙ্গা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ।

মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১৭ই রামাযান ৯ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজারস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

গাযীপুর ১৮ই রামাযান ১০ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের কাথোরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন।

ছোট বেলাইল, বগুড়া ১৮ই রামাযান ১০ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২২শে রামাযান ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান।

পুড়িয়ে ফেলা মসজিদ উদ্বোধন

বালিয়াডাঙ্গা, নাটোর ১৭ই মার্চ শুক্রবার : অদ্য জুম'আর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে যেলার সদর থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। আহলেহাদীছ আন্দোলন সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ছানাইয়া কাদীমা ইসলামিক সেন্টার, রিয়াদের দাঈ আব্দুল হাই মাদানী উদ্বোধনী খুৎবা প্রদান করেন। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিপুল সংখ্যক মুছল্লী জুম'আর ছালাতে উপস্থিত ছিলেন। ছালাতের পর উক্ত মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী।

উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রামের কয়েকজন যুবক ২০১৩ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পেয়ে তদনুযায়ী ছালাত আদায় শুরু করলে তাদেরকে গ্রামের মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। ফলে তারা বাধ্য হয়ে পৃথক জায়গায় একটি টিনশেড মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় করা শুরু করেন। ২০১৪ সালের ৯ই অক্টোবর মাযহাবী আলেমদের বক্তব্যে উত্তেজিত জনতা স্থানীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে মসজিদটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। অতঃপর ২০২২ সালে উক্ত স্থানে তিন তলা ভিত্তি দিয়ে নতুন জামে মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। নির্মাণ কাজ শেষ হ'লে গত ১৭ই মার্চ ২০২৩ মসজিদটি উদ্বোধন করা হয়। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

প্রবাসী সংবাদ

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আরব আমীরাত ও সঊদী আরব সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম গত ১৪ই মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাই, শারজাহ, আবুধাবী এবং সঊদী আরবের রিয়াদ, দাম্মাম, খাফজী, আল-কাছীম আল-খাবরা, উনায়যাহ, বুরাইদাহ,

মক্কা, মদীনা, তায়েফ প্রভৃতি শহরে দাওয়াতী ও সাংগঠনিক সফর করেন। এ সময়ে তারা পবিত্র ওমরাহও পালন করেন।

দেরা, দুবাই ১৪ই মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য রাত ৯-টায় দুবাইয়ের পুরাতন সিটির বাঙালী অধ্যুষিত দেরায় বাঙালী হোটেল গ্রান্ড নবাব-এর দ্বিতীয় তলায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংক্ষিপ্ত নোটিশে প্রবাসী দ্বীনী ভাইদের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দুবাইয়ে আহলেহাদীছ কম্যুনিটির অন্যতম সংগঠক জনাব মুহাম্মাদ আকরাম। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমানগণ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন এবং প্রবাস জীবনে দাওয়াতের গুরুত্ব ও জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব আলোকপাত করেন। প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জনাব আরীফুল ইসলাম বশীর (বরগুনা) ও মুহাম্মাদ রূহুল আমীন (কুতুবদিয়া, কক্সবাজার)।

শারজাহ ১৫ই মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ এশা শারজাহর আল-জাযাত এলাকার জনাব মুহাম্মাদ হাসান (চট্টগ্রাম)-এর বাসায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সৌজন্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শারজাহ ও ফুজাইরাহতে অবস্থানরত রাজশাহী, নওগাঁ, চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন যেলার প্রবাসী দ্বীনীভাইগণ সেখানে যোগদান করেন। প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ আহলেহাদীছ আন্দোলনের মৌলিক দাওয়াত তাদের সামনে তুলে ধরেন। সেই সাথে 'আন্দোলন'-এর গৃহীত প্রকল্প সমূহের কথাও তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। এ সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাদেরকে আমীরে জামা'আতের তরজমাতুল কুরআন সহ বেশ কিছু বই সৌজন্য প্রদান করেন।

আবুধাবী ১৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আবুধাবীর আল-মুছাফফায় (শিল্প এলাকা) বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব ফাহাদ বিন বদীউল ইসলাম (চট্টগ্রাম)-এর দাওয়াতে তাঁর প্রিন্টিং প্রেসে পৌঁছান। অতঃপর আবুধাবীতে অবস্থানরত দ্বীনী ভাইদের সাথে স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে দুপুরের আহার গ্রহণ করেন এবং সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে জনাব আবুল হোসাইন, রাসেল মাহমূদ, জাহিদ হোসাইন, জামালুদ্দীন প্রমুখ দ্বীনী ভাই উপস্থিতি ছিলেন। এ সময় তাদের সামনে বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কার্যক্রম ও অগ্রগতি তুলে ধরা হয় এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বাদ মাগরিব ফাহাদ বিন বদীউল ইসলাম ভাইয়ের বাসায় পুনরায় তারা মিলিত হন এবং এ সময় আবুধাবী প্রবাসী ভাইদের মধ্যে হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ সৌজন্য প্রদান করা হয় *[বাকী রিপোর্ট আগামী সংখ্যায়]*।

যুবসংঘ

'শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য' শীর্ষক সেমিনার

টিএসসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৭ই রামাযান ৯ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে 'শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য' শীর্ষক এক সেমিনার ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান **প্রফেসর (অব.) ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. এ বি এম সারোয়ার আলম (রাজশাহী) ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ তরুণ হাসান (মেহেরপুর)। সেমিনারে 'শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুন নাঈম। অতঃপর বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আরবী বিভাগের ছাত্র আব্দুল ওয়াদূদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ। সেমিনারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চার শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। ৩৯৯ সীটের টিএসসি মিলনায়তন পূর্ণ হয়ে ভিতরে-বাইরে সর্বত্র উপচে পড়া ভিড় ছিল। উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সাল থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাবি শাখা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধিত ছাত্র সংগঠন।

সোনামণি

জালিবাগান, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৮ই রামাযান ৩১শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর জালিবাগান আয়েশা খাতুন হাফেযিয়া ইসলামিয়াহ মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেয আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

আমতলী বাজার, ইসলামপুর, জামালপুর ১৩ই রামাযান ৫ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ইসলামপুর থানাধীন আমতলী বাজার হাফেযিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয যোবাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মশীউর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ শাকিল আহমাদ।

পাথালিয়া, মেলান্দহ, জামালপুর ১৪ই রামাযান ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৮-টায় যেলার মেলান্দহ থানাধীন মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী কমপ্লেক্স মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও অত্র কমপ্লেক্সের পরিচালক মুহাম্মাদ ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুল গণী ও 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক হাফেয হাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আলম।

একই দিন বেলা সাড়ে ১১-টায় যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন আল-ফালাহ হাফেযিয়া মাদ্রাসায় সোনামণি জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা

'সোনামণি'র পরিচালক জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুশ শাকূর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রোমান ও জাগরণী পরিবেশন করে আবু সাঈদ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৫ ও ১৬ই মার্চ বুধ ও বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে খুলনা-সাতক্ষীরা যোনের দু'দিনব্যাপী আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'শিক্ষাবোর্ড'-এর সচিব শামসুল আলম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সীমান্ত আদর্শ ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আযীযুর রহমান, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মহিদুল ইসলাম, ইংরেজী প্রভাষক ইয়ারুল ইসলাম, কাযীরহাট ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন, আশাশুনি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ. ন. ম. আলমগীর কবীর, সাতক্ষীরা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইকবাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল আহসান প্রমুখ।

আমতলা মোড়, বরিশাল ১৮ই মার্চ শনিবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলা শহরের আমতলা মোড়স্থ হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানদের এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর বরিশাল যোনের কো-অর্ডিনেটর রাকীবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'শিক্ষাবোর্ড'-এর সচিব শামসুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন দারুলহাদীছ আস-সালাফী ভোলার প্রধান শিক্ষক মাওলানা অযীউল্লাহ ও মারকাযুস সুন্নাহ, পিরোজপুরের প্রধান শিক্ষক হাফেয মাওলানা আল-আমীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র যোনের আঞ্চলিক পরিদর্শক কায়েদ মাহমূদ ইমরান।

বৃ-কুষ্টিয়া, শাহজাহানপুর, বগুড়া ২৯ ও ৩০শে মার্চ বুধ ও বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার শাহজাহানপুর থানাধীন বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে বগুড়া যোনের দু'দিনব্যাপী আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যোনের আঞ্চলিক পরিদর্শক ও ইছলাহুল উম্মাহ মহিলা মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানার পরিচালক হাফেয মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র সচিব শামসুল আলম ও 'শিক্ষাবোর্ড'-এর রাজশাহী যোনের পরিদর্শক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী'র শিক্ষক ফায়ছাল মাহমূদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আব্দুর রাযযাক, অত্র মাদ্রাসার মুহতামিম ও অত্র যোনের কো-অর্ডিনেটর আব্দুল কারীম, সহকারী মুহতামিম মাওলানা শাহাদাৎ হোসাইন ও সহকারী শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ, আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুরের শিক্ষক হোসাইন আল-মাহমূদ, বগুড়া সদরের সমাজসেবা কর্মকর্তা আতাউর রহমান, হেরিটেজ আইডিয়াল একাডেমীর শিক্ষক, ইসমাঈল হোসেন ও আবু সাঈদ, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিছ তাওহীদুল ইসলাম (গাইবান্ধা), শাহজাহানপুর উপযেলার একাডেমিক সুপার ভাইজার আমীরুল ইসলাম, বাইগুনী দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আল-আমীন, বামুনিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মামূনুর রহমান, কালেক্টর স্কুল এণ্ড কলেজের শিক্ষক জাহিদ হাসান, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজের ভাষাতাত্ত্বিক শিক্ষক মিনহাজুল ইসলাম প্রমুখ।

চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ৫ ও ৬ই এপ্রিল বুধ ও বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় হ'তে যেলার বিরামপুর উপযেলাধীন চাঁদপুর দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে রংপুর-দিনাজপুর যোনের দু'দিনব্যাপী আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষাবোর্ড'-এর সচিব শামসুল আলম 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও 'শিক্ষাবোর্ড'-এর রাজশাহী যোনের আঞ্চলিক পরিদর্শক ফায়ছাল মাহমূদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক যাকির হোসাইন, অত্র প্রশিক্ষণের কো-অর্ডিনেটর মাওলানা আবু তাহের, রাঘবেন্দ্রপুর আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা এনামুল হক, বিরামপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইফুল ইসলাম, আতীকুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি সাইফুর রহমান, সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ ও অত্র মাদ্রাসার সাধারণ সম্পাদক অহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

মাসিক আত-তাহরীকের নিয়মিত লেখক ও অনুবাদক এবং নড়াইল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক-এর স্ত্রী হাফিযা নাছরীন (৫৩) ব্রেইনস্টেম ডেথ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১২ই মার্চ রবিবার সন্ধ্যা ৬-টায় ঢাকাস্থ বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, ৮ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। পরদিন একাধিক স্থানে জানাযা শেষে তাকে ঝিনাইদহ পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় ইমামতি করেন মৃতের স্বামী জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।

[আমরা মৃতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]

মাসিক আত-তাহরীক মে ২০২৩ ২৬তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : শূকরের গোবর সার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে কি? এ থেকে উৎপাদিত শাক-সবজি খাওয়ার হুকুম জানতে চাই।

-আব্দুর রায্যাক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : নাপাক প্রাণীর গোবর যমীনে ফেলে রাখলে তার বিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। সে হিসাবে শূকরের গোবর ব্যবহারে দোষ নেই। তবে অনেক বিদ্বান তা অপসন্দ করেছেন *(নববী, আল-মাজমূ‘ ৪/৪৪৮; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ ৫/৬৬৪)*।

প্রশ্ন (২/২৮২) : প্রতিবেশী একজন অভাবী। দামী জমি-জমা আছে। কিন্তু দুনিয়াবী কারণে তা বিক্রি করতে পারে না। তাদেরকে যাকাতের অংশ দেওয়া যাবে কি?

-তাওফীকুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : প্রকৃত অভাবী হ’লে এবং জায়গা-জমি বিক্রয়ে সক্ষম না হ’লে, তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। নদী পারাপারের নৌকার মালিককে আল্লাহ ‘মিসকীন’ বলেছেন *(কাহফ ১৮/৭৯)*। অতএব অভাবী প্রতিবেশীকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে *(নববী, আল-মাজমূ‘ ৬/১৭৪-৭৬)*। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাকাতগ্রহীতা যেন স্বভাবে মিসকীন না হয়, আর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে মিসকীন হিসাবে যাহির করে।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : অমুসলিম কেউ মুসলিম হ’তে চাইলে একাকী কালেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করতে পারবে কি?

-সাজিদ শাহরিয়ার, মাগুরা।

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রাথমিক শর্ত তিনটি। (১) ইসলাম গ্রহণের জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা *(নিসা ১২৫; লোকমান ২২)*, (২) জেনে-বুঝে কালেমায়ে শাহাদত তথা-*‘আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ’* পাঠ করা *(হুজুরাত ৪৯/১৫; মুসলিম হা/১৭৬৪, ৮৬৮; মিশকাত হা/৩৯৬৪, ৫৮৬০)*। (৩) ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ পালন করা *(বুখারী হা/২৫; মুসলিম হা/২২)*। এক্ষণে ইসলাম গ্রহণকালে সাক্ষী রাখা ও তা সামাজিকভাবে প্রকাশ করা মৌলিক শর্ত নয়; বরং মুস্তাহাব। বিশেষত আইনগতভাবে কার্যকর করার জন্য কোন মুত্তাক্বী আলেমের নিকট ইসলাম কবুল করা ও আদালতে এফিডেভিট করা উত্তম। তবে আত্মরক্ষা বা শারঈ ওযর থাকলে প্রয়োজনে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখা দোষণীয় নয়। যেমন বাদশাহ নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে একাকী কালেমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণে বাধা নেই।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : আমার আত্মীয় একজন খৃষ্টান নারীকে বিবাহ করেছে। যে নিজেই বলেছে যে, সে কেবল বিবাহের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরূপ নারীর সাথে সংসার করা জায়েয হবে কি?

-আফরীন, সুইডেন।

উত্তর : কোন অমুসলিম নারী ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে বিবাহ করা এবং তার সাথে সংসার করা জায়েয, যদিও সে বিবাহের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। কারণ এখানে মৌখিক স্বীকৃতিই গ্রহণীয়। আল্লাহ বলেন, ‘আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে’ *(বাক্বারাহ ২/২২১)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : হায়েয শেষ হওয়ার আলামত বুঝার পর গোসল না করে স্বামীর সাথে মিলিত হওয়া যাবে কি?

-আল-আমীন, রংপুর।

উত্তর : স্ত্রীর হায়েয বন্ধ হওয়ার পরে গোসল বা তায়াম্মুম না করা পর্যন্ত তার সাথে দৈহিক মিলন করা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেন, ‘আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে, তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। আল্লাহ তা‘আলা স্ত্রী মিলনের জন্য দু’টি শর্তারোপ করেছেন; (১) হায়েয বা নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়া (২) জানাবাতের গোসল করা *(তাফসীরে তাবারী ৪/৩৮৪; নববী, আল-মাজমূ‘ ২/৩৭০; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/২৪৫)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : একটি বিশেষ খাবারকে হালীম নামকরণ করা হয়ে থাকে। কোন কোন বক্তা আল্লাহ্র নাম হিসাবে এই শব্দটি কোন খাবারের নাম হিসাবে ব্যবহার করাকে নিষিদ্ধ মনে করেন। এটি কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ, কলিকাতা, ভারত।

উত্তর : হালীম ডাল ও গোশতের মিশ্রণে একটি জনপ্রিয় খাবার, যাকে আরবীতে হারিস বলা হয়ে থাকে। কালক্রমে উপমহাদেশে এটি হালীম নামে পরিচিতি লাভ করেছে। হালীম শব্দটি খাদ্যের নাম হিসাবে ব্যবহারে কোন দোষ নেই। কেননা হালীম শব্দটি আল্লাহ্র নাম ব্যতীত সৃষ্টির নাম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ নিজেই ইব্রাহীম ও শু‘আইব (আঃ)-কে ‘হালীম’ বা ধৈর্যশীল বলেছেন *(তওবাহ ৯/১১৪; হূদ ১১/৭৫, ৮৭)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : আমি একজন ওষুধ ব্যবসায়ী। আমি জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ বিক্রি করতে পারব কি?

-শাকিল আহমাদ
ঝাড়খন্ড, পাকুড়, ভারত।

উত্তর : সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ বিক্রি করা যাবে। তাছাড়া কোন স্ত্রী তার

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না এবং স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ করা নিষিদ্ধ *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/১৯৩; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৩৯৪)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : আমার মৃত দাদীর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২০ শতক। তার ৪ ছেলে এবং ১ মেয়ে। এখন ঐ জমি কিভাবে বণ্টন হবে?

-রাফী, ঝালোপাড়া, সিলেট।

উত্তর : এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান *(নিসা ৪/১১)* ভিত্তিতে সম্পদ ভাগ হবে। সে হিসাবে জমিতে মোট ভাগ হবে ৯টি। যার ৮ ভাগ পাবে ৪ ছেলে এবং একভাগ পাবে ১ মেয়ে।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : হিজড়াদের সামনে পুরুষ বা নারীদের পর্দার বিধান কি?

-আবুল কালাম আযাদ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : হিজড়াদের সামনে পর্দা করতে হবে। হাদীছে এসেছে, উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়াকে উদ্দেশ্য করে এক হিজড়াকে বলতে শুনলেন, আল্লাহ যদি আগামীতে তায়েফ বিজয় দান করেন তবে আমি তোমাকে এমন এক নারীকে দেখাবো, যে চার ভাজে সামনে আসে এবং আট ভাঁজে পিছনে যায়। নবী করীম (ছাঃ) এ কথা শুনে বললেন, এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও *(ইবনু মাজাহ হা/১৯০২; আবুদাউদ হা/৪৯২৯, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, 'সাবধান! এরা যেন কখনো তোমাদের কাছে আসতে না পারে' *(বুখারী হা/৪৩২৪; মুসলিম হা/২১৮০; মিশকাত হা/৩১২১)*। অতএব প্রত্যেক নারী-পুরুষ হিজড়াদের থেকে পূর্ণ পর্দা করবে *(মিরক্বাত ৫/২০৫৭)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় দুনিয়াবী বই-পুস্তক যেমন পাঠ্যপুস্তক, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং বই ইত্যাদি অধ্যয়ন করা যাবে কি?

-শাহীনুর রহমান
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : ই'তিকাফ অবস্থায় নফল ছালাত, যিকির, তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদতে ব্যস্ত থাকা মুস্তাহাব। তবে একান্ত প্রয়োজনে ইবাদতের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য বইপত্র পড়তে পারে *(বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ২/৩৬৩; নববী, আল-মাজমূ' ৬/২২৮)*। উল্লেখ্য যে, ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য নিরন্তর ইবাদতের মাধ্যমে লায়লাতুল কদর অন্বেষণ করা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : আমরা নতুন দম্পতি। এখনই সন্তান নিতে চাই না। কিন্তু একান্ত সময় ভুলবশতঃ কিছু হয়ে গেছে। এক্ষণে ঔষধের মাধ্যমে তা বন্ধ করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-জামীল হোসাইন
মৌলভীবাজার।

উত্তর : সন্তান গর্ভে আসার পর কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না বা গর্ভপাত করা যাবে না। সুতরাং গর্ভে যখন সন্তান চলে এসেছে তখন ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহ্র ফয়ছালার জন্য অপেক্ষা করবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা বন্দী দাসীর সাথে মিলিত হই। কিন্তু আমরা তাদের (বিক্রয় করে) মূল্য হাছিল করতে চাই। এমতাবস্থায় আযল সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ করে থাক! তোমরা যদি তা (আযল) না কর তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা যে সন্তান জন্ম হওয়ার ফায়ছালা করে রেখেছেন, তা অবশ্যই জন্ম নিবে *(বুখারী হা/২২২৯; মুসলিম হা/১৪৩৮)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : মসজিদের ছাদে টয়লেট থাকলে তাতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বগুড়া।

উত্তর : ক্ষতি হবে না। তবে মসজিদের সম্মানার্থে সরাসরি মুছাল্লার উপরে বাথরুম নির্মাণ না করাই উত্তম *(আলবানী, রিহলাতুল খায়র, টেপ নং ১০)*।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : আমি রাত সাড়ে ৯-টায় ঢাকা থেকে আবুধাবীতে ট্রানজিট হয়ে পরদিন সকাল ১০-টায় আমেরিকা পৌঁছি। এর মধ্যে সবমিলিয়ে ২৫ ঘণ্টা সময় পার হয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের ফলে মাঝখানে আমি কেবল ফজরের ওয়াক্ত পেয়েছি। এক্ষণে অন্য ওয়াক্তের ছালাতগুলোর ক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-নোমান, ফেনী।

উত্তর : দিন-রাত হয় ২৪ ঘণ্টায়। অতএব ২৪ ঘণ্টার হিসাব করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে নিবে। দাজ্জাল আগমনের সময়কালে যখন একদিন এক বছরের সমান হবে তখনকার ছালাতের ব্যাপারে ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বলেন, না। তোমরা (দিন রাতের ২৪ ঘণ্টা হিসাবে) অনুমান করে ছালাত আদায় করবে *(মুসলিম হা/২৯৩৭; মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : বর্তমান সময়ে যে পাখির ব্যবসা করা হয় তা তাদের আটকিয়ে রেখে করা হয়। কিন্তু যদি তাদের সঠিকভাবে পরিচর্যা ও লালন-পালন করা হয় তাহ'লে এটা জায়েয হবে কি?

-মুজাহিদ, পাবনা।

উত্তর : খাঁচায় বন্দী রেখে পাখি লালন-পালন করা এবং এগুলোর ব্যবসা করা যাবে। কেননা বন্দী না রাখা ব্যতীত তা

থেকে উপকার গ্রহণ করা যায় না। তবে পাখিকে পানি ও খাদ্য ঠিক মত প্রদান করতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/১৯৩; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৯/১৪৮)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : আমি গোপনে কিছু টাকা মসজিদে দান করার প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু আমার পিতা-মাতা অসহায়। এমতাবস্থায় প্রতিশ্রুত অর্থ থেকে কিছু অংশ তাদের পিছনে ব্যয় করা যাবে কি?

-মতীউর রহমান
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় নিয়ত পরিবর্তন করে পিতা-মাতার জন্য ব্যয় করায় কোন বাধা নেই। কারণ আল্লাহ বলেন, 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হ'তে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করবে' *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*। অত্র আয়াতে খরচের সর্বোত্তম স্তর সম্পর্কে বলা হয়েছে পিতা-মাতার প্রতি খরচ করা। উল্লেখ্য যে, দানের নিয়ত করার পর তা গ্রহীতার হস্ত গত হওয়ার পূর্বে দাতা নিয়ত পরিবর্তন করতে পারেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/১৮৭; বাহূতী, কাশশাফুল কেনা' ২/২৯৮)*।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : হাদীছ নাকি এসেছে যে, সফরকালে পাঁচটি সূরা পাঠ করলে সফরের চাইতে সাথীদের চেয়ে বরকত বেশী হয়। উক্ত সূরাগুলো কি কি?

-আব্দুল্লাহ
দক্ষিণ কোরিয়া।

উত্তর : বিসমিল্লাহসহ সূরা কাফিরূন, নাছর, নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ পাঠ করলে সফরকালীন বিশেষ ফযীলত পাওয়া যায় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ ও মুনকার *(আলবানী, যঈফাহ হা/৬৯৬৩; যঈফুল জামে' হা/৮৮)*। অতএব এটি আমলযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : কুরআনে বলা হয়েছে স্বজাতীয় মহিলা ব্যতীত অন্যদের সামনে পর্দা করতে হবে। এক্ষণে অমুসলিম মহিলাদের সামনে পর্দা করতে হবে কি?

-আল-ইয়ামীন
সান্তাহার, বগুড়া।

উত্তর : বিশুদ্ধমতে মুসলিম নারীরা অমুসলিম নারীদের থেকে সেভাবে পর্দা করবে যেভাবে মাহরাম পুরুষদের থেকে পর্দা করে থাকে। অর্থাৎ অমুসলিম নারীদের সামনে সাধারণভাবে মাথা, মুখমণ্ডল, হাত ও পা প্রদর্শন করতে পারবে *(ওছায়মীন, ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ১/৪১৭, ২/৫৮২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৩৯; কুরতুবী, তাফসীর সূরা নূর ৩১ আয়াত)*।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : ক্বায়লূলা কখন এবং কতক্ষণ যাবৎ করা সুন্নাত? যোহরের ছালাতের আগে না পরে? হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ইয়াসীন আরাফাত, গাইবান্ধা।

উত্তর : ক্বায়লূলা তথা দুপুরের পর স্বল্প বিশ্রাম করা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্বায়লূলা কর, কারণ শয়তান ক্বায়লূলা করে না' *(ছহীহাহ হা/১৬৪৭)*। আর ক্বায়লূলার সময় হচ্ছে যোহর ছালাতের পর। যেমন ছাহাবীগণ বলেন, জুম'আর (ছালাতের) পরই আমরা ক্বায়লূলা এবং দুপুরের খাবার গ্রহণ করতাম *(বুখারী হা/৯৩৯; মিশকাত হা/১৪০২)*। অতএব যোহরের পর থেকে আছরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যেকোন সময় ক্বায়লূলা করা মুস্তাহাব *(ইবনু কাছীর, সূরা নূর ৫৮ আয়াতের তাফসীর)*।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : আমার পিতা ধার্মিক মানুষ। কিন্তু নকশবন্দী তরীকার কঠোর অনুসারী। এর পিছনে বহু অর্থ ব্যয় করেন। কুরআন-হাদীছের অবমাননায় নানা কথা বলেন। আমরা ভাই-বোন তার সাথে বসলেই পীরের ওয়ায শুরু করেন। এমতাবস্থায় পিতার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ?

-মামূনুর রশীদ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : পিতা-মাতার সাথে সর্বাবস্থায় সদাচরণ করতে হবে। তবে শিরক বা বিদ'আতযুক্ত কোন আমল করতে নির্দেশ দিলে তা সম্মানের সাথে পরিহার করবে। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। অবশ্য পার্থিব জীবনে তুমি তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪, ৩৬৯৬)*। অতএব সাধ্যমত পিতাকে ছহীহ আক্বীদার দিকে আহ্বান করবে এবং তাদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করবে।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : অফিসের কোন কাজে পাঠালে খুব অল্প খরচে যাওয়া-আসা করে খরচ হিসাবে অফিস থেকে সিএনজি বা উবারের ভাড়ার ভাউচার দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া জায়েয হবে কি?

-আলম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : যাতায়াতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হবে ঠিক সে পরিমাণই ভাউচারে লিখবে। অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের কারণে একদিকে মিথ্যা অন্যদিকে প্রতারণার অপরাধ হবে। এরূপ হারাম থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০,২৭৭৩, ৪৮২৪)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : আত্মীয়-স্বজন বেশী হওয়ায় মেয়ে সন্তানের আক্বীক্বা হিসাবে দু'টি ছাগল দিতে চাই অথবা বাজার থেকে কিছু গোশত কিনে আক্বীক্বার গোশতের সাথে একত্রিত করে খাওয়াতে চাই। এটা জায়েয হবে কি?

-সোহেল রানা

মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আক্বীক্বা দেওয়া সুন্নাত। প্রয়োজনে বড় ছাগল ক্রয় করে আক্বীক্বা দিবে। এর পরেও মেহমানদের জন্য পর্যাপ্ত না হ'লে বাজার থেকে গোশত ক্রয় করে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৫৫; নববী, আল-মাজমূ' ৮/৪৩০; ইবনুল কাইয়িম, তোহফাতুল মাওদূদ ১০০ পৃ.)*। উল্লেখ্য যে, দাওয়াতে যেন বাড়াবাড়ি ও প্রদর্শনী প্রকাশ না পায়, সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে *(ইবনু রুশদ, আল-বায়ান ওয়াত-তাহছীল ৩/৩৮৬, ৩৯৫)*।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : জানাযার ছালাতে শেষ পর্যায়ে যোগদান করলে তার করণীয় কি?

-লোকমান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : ছালাত পূর্ণ করবে। ইমামের সাথে যে অংশ পাবে সেগুলো তার জন্য প্রথম অংশ হবে *(বুখারী হা/৬৩৫; মিশকাত হা/৬৮৬)*। আর এজন্য সে প্রথম তাকবীরের সূরা ফাতিহা ও তার সাথে অন্য সূরা মিলাবে অতঃপর দরূদ ও জানাযার দো'আ পাঠ করবে এবং লাশ উঠানোর পূর্বেই ছালাত সমাপ্ত করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩৯৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৪৯)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় যদি অমনোযোগিতা এসে যায় তাহ'লে সূরা ফাতিহা পুনরায় পাঠ করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : ছালাত আদায়ে খুশূ'-খুযূ বজায় রাখতে হবে। এক্ষণে তেলাওয়াতের সময় কারো মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি হ'লে বা মনোযোগ না থাকলে পুনরায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না। বরং যখনই ধারণা করবে যে, তার মনোযোগ নেই, তখনই মনোযোগ ফিরিয়ে আনবে *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/৯৯; ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১২০/২০; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : মু'আবিয়া (রাঃ)-এর দলকে হাদীছে ফি'আতুল বাগিয়া বলা হয়েছে কি? এর দ্বারা কি এ দলটিকে জাহান্নামীদের দল বুঝানো হয়েছে?

-সাইফুল ইসলাম
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : আল-ফি'আতুল বাগিয়াহ বা 'বিদ্রোহী দল' বলতে হাদীছে কী বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর 'আম্মার দু'টো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ হ'তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে আহ্বান করবে জান্নাতের দিকে আর তারা তাকে আহ্বান করবে জাহান্নামের দিকে। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, তখন আম্মার বললেন, আমি ফিৎনা হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই *(বুখারী হা/৪৪৭)*।

অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় একদল বিদ্বান বলেন, 'বাগিয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার বিচার দাবীকারী। যার অর্থ দাঁড়ায় আম্মার (রাঃ)-কে ওছমান হত্যার বিচার দাবীকারীরা হত্যা করবে। আর জাহান্নামের দিকে আহ্বান করার অর্থ হচ্ছে-জাহান্নামে যাওয়ার কারণের দিকে আহ্বান করবে। আর তা হ'ল আমীরের আনুগত্য না করা। এর অর্থ সরাসরি জাহান্নাম উদ্দেশ্য নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৫/৭৪)*।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, প্রকৃত অর্থেই উক্ত বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা বিদ্রোহী দল। তবে বিদ্রোহী দল হওয়া অর্থ ইসলাম থেকে খারিজ নয়। কারণ আল্লাহ বলেন, 'যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ'লে তোমরা ঐ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে দল সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের (সন্ধির) দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালবাসেন। মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/৯-১০)*।

অত্র আয়াতদ্বয়ে বিবদমান দুই দলকেই আল্লাহ মুসলিম এবং পরস্পর ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। যা প্রমাণ করে যে, আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়ে মুসলিম ও ছাহাবী ছিলেন। তাদের মধ্যে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ভুল ইজতিহাদ ছিল যে, আলী (রাঃ) তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং তাদের বিচারহীন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন।

আর বিদ্রোহী দল দ্বারা উদ্দেশ্য যুদ্ধরত বিচ্ছিন্ন একটি দল যারা আম্মারকে হত্যা করেছিল। সরাসরি মু'আবিয়া (রাঃ) নন। যারা উক্ত দলের কাজকে সমর্থন করবে তারা ঐ দলেরই আওতাভুক্ত হবে। কিন্তু মু'আবিয়া বা আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) কেউ আম্মারের হত্যাকে সমর্থন করেননি *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৫-৭৪-৭৫)*। ছাহেবে তোহফা বলেন, বিদ্রোহী দল বলতে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর দলভুক্ত একদল লোককে বুঝানো হয়েছে *(তোহফাতুল আহওয়াযী ১০/২০৪)*। এজন্য আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী অনেকের মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, সঠিক কথা উভয় দলই তাদের ইজতিহাদে সঠিক ছিলেন *(উমদাতুল ক্বারী ৪/২০৮)*।

তবে আব্দুল কাহের জুরজানী (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ একমত যে,

মু'আবিয়া (রাঃ) ছিলেন বিদ্রোহী এবং আলী (রাঃ) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে সঠিক ছিলেন, যেমন তিনি 'উটের যুদ্ধে' সঠিক ছিলেন *(আমীর কাহলানী, আত-তানভীর ১১/৪৩)*।

মোটকথা আলী (রাঃ) তাঁর ইজতিহাদে সঠিক ছিলেন এবং তাঁর দল লোকদেরকে জান্নাতে যাওয়ার পথে তথা আমীরের আনুগত্য করার মাধ্যমে মুসলিম জামা'আতকে সুসংহত করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে মু'আবিয়া (রাঃ) ওছমান হত্যার বিচার চাইতে গিয়ে তিনি এবং তাঁর দল ইজতিহাদে ভুল করেছেন। তবে তাদেরকে জাহান্নামীদের দল বলা যাবে না। কেননা নিঃসন্দেহে উভয় দলই মুসলমান ছিলেন এবং সর্বাবস্থায় তাদের প্রতি সুধারণা রাখাই আমাদের জন্য কর্তব্য হবে। হাদীছে জাহান্নামের দিকে আহ্বানের অর্থ বিচ্ছিন্নতার পথে আহ্বান। কেননা তারা ভুল ইজতিহাদের মাধ্যমে খলীফার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে তুমি অমুক কাজটি করলে মনে করবে যে তালাক হয়ে গেছে। তারপরও যদি তালাকের নিয়ত না রেখে স্ত্রীর নিষেধ করা কাজটি স্বামী করে ফেলে তাহ'লে কি তালাক হয়ে যাবে?

-জুলি, চট্টগ্রাম।

উত্তর : স্ত্রীর এমন কথা বৈবাহিক সম্পর্কে কোন প্রভাব ফেলবে না। কারণ শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রী স্বামীকে তালাক প্রদানের অধিকারী নয়। এক্ষণে স্বামী যদি স্ত্রীকে এমন শর্তযুক্ত কথা বলে এবং স্ত্রী উক্ত শর্ত ভঙ্গ করে তাহ'লে স্ত্রী এক তালাক হয়ে যাবে *(নববী, রওযাতুল ত্বালেবীন ৬/৮; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/১২৫)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি ইসলামের সাথে অনেক সাংঘর্ষিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভাগে পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয কি?

-আকরাম হোসাইন
কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : অমুসলিমদের ধর্মীয় গ্রন্থ বা সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত বই-পুস্তক সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাঠ করা সমীচীন নয়। কারণ এতে ঈমান হারানোর আশংকা রয়েছে। তবে যাদের সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার যোগ্যতা আছে বা তাদের ধর্মীয় অসারতাকে প্রতিহত করার সক্ষমতা রয়েছে, তারা এ সকল বই-পুস্তক পড়তে পারে। এক্ষণে কোন শিক্ষার্থী যদি মনে করে উক্ত বিভাগে অধ্যয়নে তার ঈমান চলে যেতে পারে তাহ'লে সে বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করবে। আর ঈমানের উপর টিকে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় থাকলে উক্ত বিভাগে পড়াশুনা চালিয়ে যাবে, সাধ্যমত ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলো সংস্কারের চেষ্টা চালাবে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১৩/৫২৫; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩৪/১৮৫; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/৩৮৬)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : আমি যেখানে কাজ করি সেখানে ব্রেলভী মসজিদ রয়েছে। সেখানে জামা'আতে ছালাত আদায় করা যাবে, না কি একাকী বাসায় আদায় করতে হবে?

-শেখ মোস্তাফীযুর রহমান
কলকাতা, ভারত।

উত্তর : বিকল্প না থাকলে তাদের মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল, আহলে ক্বিবলার পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৩৫৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/৩৮২-৮৩; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৩৭৪)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ওরা তোমাদের ইমামতি করবে। যদি তারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তোমরা ছওয়াব লাভ করবে। আর যদি ওরা ভুল করে তাহ'লে তোমরা ছওয়াব পেয়ে যাবে, কিন্তু তারা গুনাহগার হবে *(আহমাদ হা/৮৬৪৮, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অচিরেই এমন কিছু লোক ইমামতি করবে, যদি তারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করে তবে তোমরা ছওয়াব পাবে এবং তারাও ছওয়াব পাবে। আর যদি তারা কোন ত্রুটি করে তাহ'লে তার গুনাহ সে ভোগ করবে, ছালাতের ছওয়াব তোমরা পেয়ে যাবে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২২২৮; ছহীহুত তারগীব হা/৪৮৩)*। তবে ইমাম যদি স্পষ্ট শিরক বা কুফরীতে লিপ্ত বলে জানা যায়, তাহ'লে তার পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/৩৬৪)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : জনৈক ইমাম বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) শিশুদের তাবীয দিতেন। তাই ছোটদের তাবীয দেওয়া যাবে, কিন্তু বড়দের নয়। আর হাদীছে বর্ণিত তামীমা দ্বারা তাবীয নয় বরং তাগা, সুতা এগুলো বুঝায়। আর তাবীযই ভালো করবে বা নাপা ওষুধই ভালো করবে এরকম মনে করলে শিরক হবে। সাধারণভাবে ব্যবহার করলে শিরক হবে না। এসব কথার সত্যতা আছে কি?

-আনীসুর রহমান
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে এরূপ আমল পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবীয করা যদিও কতিপয় বিদ্বান জায়েয বলেছেন, কিন্তু তা জায়েয হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট দলীল নেই। বরং কুরআন তেলাওয়াত ও আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে কুরআন থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এছাড়া হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বায়হাক্বীর একটি হাদীছ থেকে তাবীয লটকানো প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেখানে এমন কোন কথা নেই, যা দ্বারা স্পষ্টভাবে তাবীয লটকানো প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের ব্যক্তিগত আমল সংক্রান্ত একটি হাদীছ তাবীয লটকানোর পক্ষে পেশ করা হয় *(তিরমিযী হা/৩৫০৮)*। কিন্তু প্রথমতঃ সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, এটি তিনি কেবল সেই শিশুদের জন্য করতেন, যারা

এখনো কথা বলতে শেখেনি। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি যঈফ *(যঈফুত তারগীব হা/৯৯১)*।

পক্ষান্তরে এর বিপক্ষে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা সকল প্রকার তাবীয লটকানো নিষিদ্ধ ও শিরক প্রমাণিত হয়। যেমন ঈসা ইবনু হামযাহ (রহঃ) বলেন, একদিন আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উকায়েম-এর নিকট গেলাম। দেখি তার শরীরে লাল ফোস্কা পড়ে আছে। আমি বললাম, আপনি তাবীয ব্যবহার করবেন না? উত্তরে তিনি বললেন, *'নাঊযুবিল্লাহি মিন যা-লিক্'* তা হ'তে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এটার জন্য কোন কিছু লটকায় তাকে তার প্রতি সোপর্দ করে দেওয়া হয়' *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৫৬)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না, আর যে ব্যক্তি কড়ি ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে কল্যাণ দান করবেন না *(আহমাদ হা/১৭৪৪০; ছহীহাহ হা/৪৯২)*।'

অন্য হাদীছে রয়েছে 'জাদু, তাবীয, অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র নিঃসন্দেহে শিরক' *(আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৪৫৫২; ছহীহাহ হা/৩৩১)*। উল্লেখিত হাদীছসমূহে স্পষ্টভাবে সকল প্রকার তাবীয লটকানোকে শিরক বলা হয়েছে। অতএব কোন অপব্যাখ্যা বা ছলনা করে শিরকী কাজকে বৈধ করার কোন সুযোগ নেই *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৪৫৩)*। বরং শিরক থেকে নিরাপদে থাকার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো মুমিনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : সরকারী চাকুরীতে যা পাই তাতে চলতে অনেক কষ্ট হয়। অফিস টাইমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে অফিসের পিসি, প্রিন্টার, কাগজ, বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বাড়তি ইনকাম করা জায়েয হবে কি? জায়েয হ'লে অফিসের অতিরিক্ত খরচগুলো হিসাবে করে অফিসে জমা দিতে হবে কি?

-মুহীতুল ইসলাম
চৌগাছা, যশোর।

উত্তর : উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে অতিরিক্ত সময়ে বাড়তি ইনকাম করা যেতে পারে। তবে অফিসের মূল কাজ ব্যাহত করে কোন কাজ করা যাবে না। আর অফিসের জিনিসপত্র ব্যবহারের কারণে অফিসকে অবশ্যই নির্ধারিত খরচ ও সার্ভিস চার্জ প্রদান করবে। এতে কোন অপরাধ হবে না ইনশাআল্লাহ। অন্যথায় তা আমানতের খেয়ানত হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : মৃত্যুপথযাত্রী রোগী অছিয়ত করেছেন যেন তার অপারেশন করানো না হয়। চিকিৎসক বলছেন, অপারেশন করলে বাঁচতেও পারে, নাও পারে। এক্ষণে রোগীর অছিয়তের বিপরীতে অপারেশন করানো জায়েয হবে কি?

-মুছত্বফা আল-মা'রূফ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রোগীর আত্মীয়রা রোগীরা অধিকতর কল্যাণের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিবে। যদি তার জীবনের প্রত্যাশা ও সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে অবশ্যই অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিবে। উল্লেখ্য যে, রোগী বা মাইয়েতের সকল অছিয়ত বাস্তবায়ন করা আবশ্যক নয় *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৬৪; ওছায়মীন, আল লিক্বাউশ শাহরী ৫০/২০)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : স্বামী বলেছেন তুমি অমুক কাজ করলে আমি তোমার সাথে থাকবো না। কিন্তু কখনো আমি অসাবধানতাবশে তা করেও ফেলতে পারি। এক্ষণে এমন কিছু করে ফেললে সত্যিই কি আমাদের তালাক হয়ে যাবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর : স্বামী উক্ত কথা বলার দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য নিয়ে থাকলে এবং স্ত্রী শর্তযুক্ত কাজ করে ফেললে তা এক তালাক গণ্য হবে। আর যদি স্ত্রীকে সতর্ক করা এবং ধমক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তবে তাতে কোন সমস্যা নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/৬০; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২২/১৯৩; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/১২৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : যে মাসের রামাযান শুরু হবে শুক্রবার দিয়ে সেই রামাযানের ১৫ তারিখে আকাশে একটি বিকট আওয়াজ হবে এবং তাতে ৭০ হাযার মানুষ অজ্ঞান, ৭০ হাযার অন্ধ, ৭০ হাযার বোবা এবং অসংখ্য মানুষ মারা যাবে। বিষয়টি বিস্তারিত জানতে চাই।

-ফিরোয আলম
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়।

উত্তর : বর্ণনাগুলো জাল ও মুনকার *(আলবানী, যঈফাহ হা/৬১৭৮-৭৯)*। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, 'এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে বানোয়াট বর্ণনা' *(আল-মাওযূ'আত ৩/১৯১)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছের কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। বরং এটা বাতিল ও মিথ্যা। মুসলমানদের জীবনে বহু বছর পেরিয়ে গেছে যাতে মধ্য রামাযানে জুম'আর রাত পড়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ উক্ত জাল বর্ণনার বিবরণমত আকাশে কোন বিকট আওয়াজ শোনা যায়নি। অতএব এই বাতিল বর্ণনা প্রচার করা জায়েয নয়। বরং এর অসারতা প্রচার করা কর্তব্য' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/৩৩৯-৩৪১)*। অতএব উক্ত মর্মে উল্লিখিত জাল ও বানোয়াট বর্ণনার ভিত্তিতে আতঙ্কিত না হয়ে সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রেখে ইবাদতে রত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : আমি ঢাকায় ভাড়া বাসায় থাকি। গ্রামের বাড়িতে ঋণ করে একটি বাড়ি ক্রয় করি। যেখানে আমার পিতা-মাতা থাকে এবং আমি গ্রামে গেলে সেখানে থাকি। এখন যাকাত বের করার সময় কি আমার ঋণকৃত টাকাও হিসাব করে যাকাত দিতে হবে?

-নয়ন, লালবাগ, ঢাকা।

উত্তর : কেউ যদি বসবাসের জন্য বা ভাড়া দেওয়ার জন্য

বাড়ি বানাতে ঋণ করে তাহ'লে উক্ত ঋণকৃত অর্থের যাকাত দিতে হবে না। তবে ভাড়া বাসা থেকে প্রাপ্ত ভাড়ার টাকা নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং তা এক বছর মালিকানায় থাকলে তাতে যাকাত দিতে হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/১৬৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৩/২৪৭-৪৯)*। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ব্যাংকঋণ গ্রহণ করে বাড়ি করা হারাম, কেননা তা সূদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : আমার সাথে যার বিবাহের কথা হচ্ছে তার বাসায় তার প্রাপ্তবয়স্ক ছোট ভাই এবং পিতা-মাতা একত্রে অবস্থান করে। যদিও সে আমার ৮ বছরের ছোট। একই বাসা হওয়ায় তার সামনে সবসময় নেক্বাব দিয়ে থাকা অনেক কঠিন হবে। এমতাবস্থায় নেকাব খোলা রাখা যাবে কি?

-আয়েশা, ঢাকা।

উত্তর : দেবর গায়ের মাহরাম। অতএব তার সামনেও যথাসম্ভব মুখমণ্ডল ঢেকে রেখে পূর্ণ পর্দা করে চলবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কোন নারীদের নিকট গমন (নিঃসঙ্গভাবে গৃহে প্রবেশ) করো না। (এটা শুনে) জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনি কি বলেন? (উত্তরে) তিনি বললেন, দেবর তো মৃত্যুসম (বিপদজনক) *(বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২; মিশকাত হা/৩১০২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : সরকারী বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে পরিচিতি থাকার কারণে তাদের মাধ্যমে সুফারিশ করিয়ে অনেককে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেই। একাজ করার জন্য চাকুরী গ্রহীতার নিকট থেকে কিছু হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : সুফারিশের বিনিময়ে কোন প্রকারের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। সেটি ঘুষ হবে। যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কোন প্রার্থী আসত, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন (এর জন্য) 'তোমরা সুফারিশ কর, তোমাদেরকে পরস্কার দেওয়া হবে। আর আল্লাহ তাঁর নবীর যবানে যা পসন্দ করেন, তা ফায়ছালা করে দেন' *(বুখারী হা/১৪৩২; মুসলিম হা/২৬২৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের জন্য সুফারিশ করল, অতঃপর তার জন্য হাদিয়া দিল তারপর সুফারিশকারী তা গ্রহণ করল, তাহ'লে সে সূদেরই এক বড় দরজায় উপনীত হ'ল *(আবুদাউদ হা/৩৫৪১; মিশকাত হা/৩৭৫৭)*। অতএব কারো জন্য সুফারিশ করা ছওয়াবের কাজ। কিন্তু এর বিনিময় গ্রহণ করা হারাম।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : কবরবাসীকে শোনানোর জন্য কবরের পাশে কুরআন মাজীদ পাঠ করা যাবে কি?

-আশীকুয্যামান
বনপাড়া, নাটোর।

উত্তর : এটি নিষিদ্ধ। কেননা কবরবাসী শুনতে পায় না। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে' *(নামল ২৭/৮০)*। আর 'তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে হ'লেও কবরস্থানে কুরআন নিয়ে যাওয়া বিদ'আত' *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৬২)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'মৃত ব্যক্তির নামে কবরের পাশে অথবা অন্য কোন স্থানে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত' *(যাদুল মা'আদ ১/৫৮৩)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'মৃত ব্যক্তির জন্য কবরের পাশে বা অন্য কোন স্থানে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩৩৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৪৩)*। ওছায়মীন ও আলবানী একই কথা বলেছেন *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ৯/০২; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১৯১ পৃ.)*। এছাড়া কবরস্থানে গিয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠের ফযীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা মওযূ' বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৪৬)*। অতএব কবরবাসীকে শুনানোর জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : সাহারীর আযান দেওয়া জায়েয কি? উক্ত আযানে হাইয়া আলাছ ছালাহ এবং ...ফালাহ বলা যাবে কি?

-শাহীন সরকার, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : সাহারীর আযান দেওয়া সুন্নাত। কারণ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমলে এই সুন্নাত জারী ছিল *(বুখারী হা/৬১৭; মিশকাত হা/৬৮০)*। সাহারীর আযানে *'হাইয়া আলাছ ছালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ'* যথারীতি বলবে কিন্তু 'আছ-ছালাত খায়রুম মিনান নাওম' বলবে না। কারণ সাহারীর আযান দেওয়া হয় যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা জাগ্রত হয়ে এবং তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ ছালাত শেষ করে সাহারী গ্রহণ করে *(নাসাঈ হা/৬৪১)*। অতএব সাহারীর আযান ছালাতের আযানের মতই হবে। তবে ফজরের আযানে *'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাওম'* বলবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩৪৩; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৭৭; আরকানুল ইসলাম ২৮৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : আমার মলদ্বার দিয়ে মাঝে মধ্যেই রক্ত বের হয়। এ থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য আমাকে কি গোসল করতে হবে? না কেবল ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হবে?

-সাকিব খান
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এতে গোসল করতে হবে না। বরং ধুয়ে ফেলে ওযূ করতে হবে। তবে কারো যদি নিয়মিত এটা হয়, এমনকি ছালাতের সময়ও রক্ত বের হয় তাহ'লে তার বিধান মুস্তাহাযা নারীর বিধানের ন্যায়। অর্থাৎ ওযূ করে মলদ্বারে তুলা দিয়ে ছালাত শুরু করবে। এর মধ্যে রক্ত বের হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না *(নববী, আল-মাজমূ' ২/৫৪১; ২/৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/২৬১)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : যদি ইমাম ও মুওয়াযযিন নিয়মিত সুন্নাত ও নফল ছালাত আদায় না করে, তাহ'লে তার পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শহীদুল ইসলাম

নবীনগর, খুলনা।

উত্তর : তার পিছনে ছালাত আদায়ে দোষ নেই। তবে কেবল ইমাম ও মুওয়াযযিনই নয় প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সুন্নাত ও নফল ছালাতগুলো গুরুত্ব সহকারে আদায় করা এবং অবহেলা না করা *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ৬/২)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম রাখার ফযীলত কি? এগুলি কি ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে হবে? কারণবশতঃ উক্ত মাসে আদায় করতে না পারায় পরের মাসে ক্বাযা আদায় করলে কি এর নেকী পাওয়া যাবে?

-আইয়ূব
পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম হা/১১৬৪; মিশকাত হা/২০৪৭)*। অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ইরওয়া হা/৯৫০-এর আলোচনা)*। এভাবে মোট বারো মাস বা সারা বছর। এই ছিয়ামগুলো ধারাবাহিকভাবে পালন করা উত্তম। তবে আলাদাভাবেও করা যায় *(নববী, আল মাজমূ' ৬/৩৭৯)*।

শাওয়াল মাসের ছিয়াম শাওয়াল মাসের মধ্যে করাই কর্তব্য। কারণ শাওয়াল পার হ'লে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সুযোগ থাকে না। আর রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম বছরের যেকোন সময়ে আদায় করা যায় *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। ব্যস্ততার কারণে আয়েশা (রাঃ) তাঁর রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে আদায় করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩০)*। তবে ফরযের ক্বাযা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করাই উচিৎ *(মির'আত ৫/২৩)*।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্ষবরণ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজনের নির্দেশ প্রত্যাহার করুন!

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মঙ্গল শোভাযাত্রা সহ ১লা বৈশাখ নববর্ষ পালনের সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ১৯৬৭ সালে ঢাকার রমনা বটমূলে 'ছায়ানট' নামক একটি সংগঠন প্রথম ১লা বৈশাখ ও বর্ষবরণ উৎসব চালু করে। পরে ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট ১লা বৈশাখ নববর্ষে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' চালু করে। এভাবে গুটিকয়েক মানুষের চালু করা এইসব নষ্ট সংস্কৃতিকে বাংলাদেশী সংস্কৃতি হিসাবে চালিয়ে দিয়ে ৯০ শতাংশ মুসলিমের উপর সরকারীভাবে চাপিয়ে দেওয়া চরম অন্যায়।

তিনি বলেন, আমরা সরকারের এই অন্যায় পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অনতিবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছি।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।
(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।
(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।
(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' (বুখারী হা/১৯৫৪)। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' (আবূদাঊদ হা/৪২৬)।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : মে-জুন ২০২৩ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ মে	১০ শাওয়াল	১৮ বৈশাখ	সোমবার	০৪:০৪	০৫:২৪	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৭	০৭:৪৭
০৩ মে	১২ শাওয়াল	২০ বৈশাখ	বুধবার	০৪:০২	০৫:২২	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৮	০৭:৪৯
০৫ মে	১৪ শাওয়াল	২২ বৈশাখ	শুক্রবার	০৪:০০	০৫:২১	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:২৯	০৭:৫০
০৭ মে	১৬ শাওয়াল	২৪ বৈশাখ	রবিবার	০৩:৫৯	০৫:২০	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩০	০৭:৫১
০৯ মে	১৮ শাওয়াল	২৬ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৩:৫৭	০৫:১৯	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩১	০৭:৫৩
১১ মে	২০ শাওয়াল	২৮ বৈশাখ	বৃহস্পতি	০৩:৫৫	০৫:১৮	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩২	০৭:৫৪
১৩ মে	২২ শাওয়াল	৩০ বৈশাখ	শনিবার	০৩:৫৪	০৫:১৭	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৩	০৭:৫৫
১৫ মে	২৪ শাওয়াল	০১ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৫৩	০৫:১৬	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৪	০৭:৫৭
১৭ মে	২৬ শাওয়াল	০৩ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৫১	০৫:১৫	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৫	০৭:৫৮
১৯ মে	২৮ শাওয়াল	০৫ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৫০	০৫:১৪	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৬	০৮:০০
২১ মে	৩০ শাওয়াল	০৭ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৯	০৫:১৩	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৭	০৮:০১
২৩ মে	০২ যুলক্বা'দাহ	০৯ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৮	০৫:১২	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৮	০৮:০২
২৫ মে	০৪ যুলক্বা'দাহ	১১ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৭	০৫:১২	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৩
২৭ মে	০৬ যুলক্বা'দাহ	১৩ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৬	০৫:১১	১১:৫৫	০৩:১৬	০৬:৪০	০৮:০৫
২৯ মে	০৮ যুলক্বা'দাহ	১৫ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৫	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪১	০৮:০৬
৩১ মে	১০ যুলক্বা'দাহ	১৭ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৫	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪১	০৮:০৭
০১ জুন	১১ যুলক্বা'দাহ	১৮ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৫	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০৩ জুন	১৩ যুলক্বা'দাহ	২০ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৯
০৫ জুন	১৫ যুলক্বা'দাহ	২২ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	১৭ যুলক্বা'দাহ	২৪ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৫	০৮:১১
০৯ জুন	১৯ যুলক্বা'দাহ	২৬ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১২
১১ জুন	২১ যুলক্বা'দাহ	২৮ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১৩
১৩ জুন	২৩ যুলক্বা'দাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪
১৫ জুন	২৫ যুলক্বা'দাহ	০১ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−২	−২	−১	−১	−১
গাযীপুর	−১	০	০	০	০
শরীয়তপুর	+১	০	−১	−১	−২
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	−১	−১	−১
টাঙ্গাইল	০	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৪	−২	০	০	০
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	−১	০	−১
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	+১	০
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−২	+১	+৪	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	−৩	০	+২	+১	+২
জামালপুর	−১	+২	+৫	+৪	+৫
নেত্রকোণা	−৪	−২	+১	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৮	+৫	+৩	+৩	+২
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+২	+২	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৩	+৩	+৩
খুলনা	+৬	+৩	+১	+২	+১
বাগেরহাট	+৫	+২	০	০	−১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৪	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	−২	−১	−২
পটুয়াখালী	+৪	০	−৩	−২	−৪
পিরোজপুর	+৫	+১	−১	০	−২
বরিশাল	+৩	০	−২	−২	−৩
ভোলা	+২	−১	−৪	−৩	−৪
বরগুনা	+৫	+১	−৩	−২	−৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৪
পাবনা	+৪	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+১	+৪	+৭	+৬	+৭
রাজশাহী	+৫	+৭	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৫	+৭	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+২	+৫	+৯	+৮	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৮	+১০	+১০	+১০
নওগা	+৩	+৬	+৮	+৮	+৮

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	০	+৭	+১৩	+১২	+১৪
দিনাজপুর	+২	+৭	+১১	+১০	+১২
লালমণিরহাট	−২	+৪	+৯	+৮	+৯
নীলফামারী	০	+৬	+১১	+১০	+১২
গাইবান্ধা	−১	+৩	+৭	+৬	+৭
ঠাকুরগাঁও	+১	+৮	+১৩	+১২	+১৪
রংপুর	−১	+৪	+৯	+৮	+১০
কুড়িগ্রাম	−৩	+৩	+৮	+৭	+৮

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৪	−৪
ফেনী	−২	−৪	−৬	−৫	−৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৪	−৩	−২	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৪	−৭	−১০	−৯	−১০
নোয়াখালী	−১	−৩	−৫	−৪	−৬
চাঁদপুর	০	−১	−২	−২	−৩
লক্ষ্মীপুর	০	−২	−৪	−৩	−৪
চট্টগ্রাম	−২	−৬	−৯	−৮	−৯
কক্সবাজার	−১	−৭	−১২	−১২	−১২
খাগড়াছড়ি	−৫	−৭	−৮	−৮	−৮
বান্দরবান	−৩	−৮	−১১	−১০	−১২

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৯	−৬	−৩	−৪	−৩
মৌলভীবাযার	−৮	−৬	−৪	−৪	−৪
হবিগঞ্জ	−৬	−৪	−৩	−৩	−৩
সুনামগঞ্জ	−৮	−৪	−১	−২	−১

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

হজ্জ ও ওমরাহ

লেখক :
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- হজ্জ ও ওমরাহ্র পরিচয় ও গুরুত্ব।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র বিস্তারিত বিবরণ।
- হজ্জ সংশ্লিষ্ট এবং হজ্জের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ।
- হজ্জ পালনকালে কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি।
- মক্কা-মদীনার প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বিবরণ।
- এক নযরে হজ্জ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 8, May 2023

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

তরজমাতুল কুরআন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য :

- সাবলীল ও সহজবোধ্য বাংলায় কুরআনের মর্ম সাধ্যমত স্পষ্ট করা হয়েছে।
- এক আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্য আয়াত, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা সমুন্নত রাখা হয়েছে।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ
সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যদিও মসজিদটি পাখির বাসার মত ছোট হয়' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।